



Bengali

Buy our Full Package and Get: Full Content of 10 Units, Previous Year Question Analysis with Explanation, 1000 Model Question with Explanation, Mock Test, Video Analysis of 20 Important Topics, Last Minute Suggestion.

www.teachinns.com

Unit 1 - বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

Sub Unit – 1:

- ১.১.১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ধ্বনি তাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
- ১.১.২. মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
- ১.১.২.১. সাহিত্যিক প্রকৃতি
- ১.২.৩. নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

Sub Unit – 2:

- ১.২.১. বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস

Sub Unit – 3:

- ১.৩.১. প্রাচীন বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
- ১.৩.২. মধ্য বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
- ১.৩.৩. আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য

Sub Unit – 4:

- ১.৪.১. বাংলা ভাষার আঞ্চলিক উপভাষা

Sub Unit – 5:

- ১.৫.১. স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ
- ১.৫.২. অক্ষর গঠনের প্রকৃতি
- ১.৫.৩. ধ্বনি পরিবর্তন

Sub Unit – 6:

- ১.৬.১. সন্ধি
- ১.৬.২. সমাস
- ১.৬.৩. প্রকৃতি-প্রত্যয়
- ১.৬.৪. কারক বিভক্তি
- ১.৬.৫. লিঙ্গ
- ১.৬.৬. বচন
- ১.৬.৭. পদ পরিচয়

Sub Unit – 7:

- ১.৭.১. বাংলা শব্দ ভান্ডার
- ১.৭.২. শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

Unit - 1: Sub unit - 1

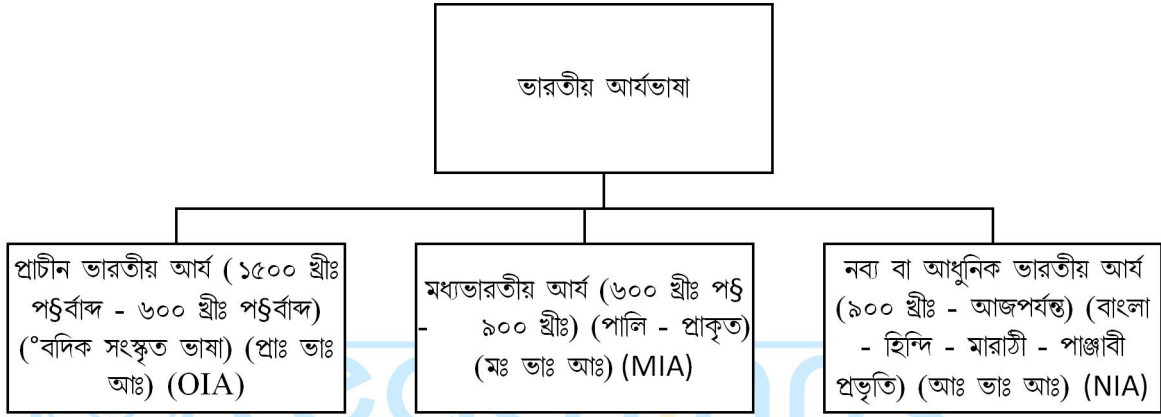
১.১.১ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ধ্রুনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(১) ভারতীয় আর্যভাষা : সংজ্ঞা

পণ্ডিতদের অনুমান, খ্রিস্টজন্মের ১৫০০ বছর আগেই আর্যভাষা-ভাষী এক বা একাধিক গোষ্ঠী ভারতে আসে। ভারতে এসে এরা যে-ভাষা ব্যবহার করেছিল, তাকেই বলা হয় ‘ভারতীয় আর্যভাষা’।

(২) ভারতীয় আর্যভাষার

শ্রেণীবিভাগ :



আর্যরা ভারতে আসে ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। তারা এদেশে এসে যে-ভাষা ব্যবহার করে, তার নাম ‘ভারতীয় আর্যভাষা’। তাদের আগমনকাল থেকে আজ পর্যন্ত, প্রায় ৩৫০০ বছর ধরে ভারতে সেই ‘ভারতীয় আর্যভাষা’ নানা রূপের মধ্য দিয়ে আজও বর্তমান আছে। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসকে লক্ষণীয় পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনটি প্রধান যুগে বা স্তরে ভাগ করা হয় :

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (Old Indo-Aryan = সংক্ষেপে OIA)

২) মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan = MIA)

৩) নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan = NIA)।

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক-সংস্কৃত) : সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সংজ্ঞা : পণ্ডিতদের অনুমান, আর্যরা ভারতে আসে ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। তারা এদেশে এসে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ও সাহিত্য-সৃষ্টিতে যে - ভাষা ব্যবহার করেছিল, তার নাম ‘ভারতীয় আর্যভাষা’। মুখের ভাষা কালে কালে পাল্টে যায়, সেই পাল্টানোর নানা লক্ষণও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নানা যুগের সাহিত্যে সেই পাল্টে যাওয়া ভাষার প্রমাণ আছে। ভারতীয় আর্যভাষাও ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত প্রধান তিনটি স্তরে বিবর্তিত হয়েছে - আদিস্তর, মধ্যস্তর ও অন্ত্যস্তর। ভাষাতাত্ত্বিকদের ভাষায়, সেই তিনটি স্তরের নাম ‘প্রাচীন ভারতীয় আর্য’, ‘মধ্যভারতীয় আর্য’ ও ‘নব্যভারতীয় আর্য’। সুতরাং আর্যরা ভারতে আসার দিন থেকে প্রথমস্তরে বা প্রথমযুগে যে-ভাষা ব্যবহার করেছিল, তাকেই বলা হয় ‘প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা’।

■ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্থিতিকাল

পণ্ডিতদের অনুমান, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্থিতিকাল হলো ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ।

■ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন = ঋক্বেদ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রধান নিদর্শন হলো ‘বেদ’। তবে, বেদের সবটা বা চারটি ভাগই (ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব) নয়-তার প্রথম ভাগ ‘ঋক্বেদ সংহিতা’ই হলো প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সর্বাধিক প্রামাণ্য নিদর্শন।

■ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা সাধারণ লক্ষণ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সুদীর্ঘকাল ধরে (১৫০০ খ্রীঃ পূঃ - ৬০০ খ্রীঃ পূঃ) ভারতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ভাষায় ‘ঋক্’ বেদের মতো একটি গ্রন্থও রচিত হয়েছে। পণ্ডিতেরা এই ভাষার মধ্যে নানা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করেছেন। তা থেকেই এই ভাষার স্বরূপটি নিগীত হলো :

■ এক ■ ধ্রুনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ঋ, ঋ, ৯,, এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি স্বরধ্বনিগুলি বর্তমান ছিল। (বেদের পরবর্তী যুগে ছিল না, বা লোপ পেয়েছিল)।

২. এই ভাষায় শ, ষ, স, ঃ প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বর্তমান ছিল।

(বেদের পরবর্তীযুগে এগুলি ছিল না বা লোপ পেয়েছিল)

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের আদি স্থান ছাড়া অন্যত্র বিবিধ যুক্ত-ব্যঞ্জনের প্রচুর ব্যবহার ছিল। যেমন :- ক্ত, ক্ক, ক্ষ, ক্ষ্ম, দ্ব, দ্ধ, ঙ্গ, ক্কব, ক্ষ্ম, ঙ্গ প্রভৃতি। (বেদের পরবর্তীকালে যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার সমীভূত হয়েছে - আরো পরে নব্য -

ভারতীয়-আর্যে তা একক ব্যঞ্জে পর্যবসিত হয়েছে। যেমন - প্রা - ভা - আ - কক্ষ্ম > ম - ভা - আ কক্ষ্ম > ন - ভা - আ কাম (কাজ)।

৪. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় যত্রতত্র সন্ধি লেগেই ছিল।

৫. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় এক বিশেষ শ্রেণীর স্বরাঘাত (Pitch accent) বর্তমান ছিল। কেউ কেউ বলেন, এই স্বরাঘাত দেবার প্রবণতাটি ছিল তিন রকম - ‘উচ্চ’ বা ‘উদাও’, ‘নিম্ন’ বা অনুদাও এবং ‘মধ্যম’ বা ‘স্বরিত’। একটি শব্দের অন্তর্গত যে-কোনো অক্ষরেই জোর দিয়ে উচ্চারণ করা যেতো। অর্থাৎ শব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধ্বনিতে বক্তার ইচ্ছানুসারে এই জোর বা স্বরাঘাত পড়তো। তাতে একটা অসুবিধাও ঘটতো। শব্দের প্রথম ধ্বনিতে জোর দিলে শব্দের যে মানে হতো, দ্বিতীয় ধ্বনিতে জোর দিলে সে-মানে আর থাকতো না, - মানে পাল্টে যেতো। ভাষাতাত্ত্বিক তার উদাহরণ দিয়েছেন - ‘রাজপুত্র’ শব্দটি এতে ‘রা’ এ জোর বা স্বরাঘাত দিলে (রাজপুত্র =) মানে হয় - রাজা যার পুত্র (= রাজার বাবা)। কিন্তু ‘এ’-তে জোর দিলে (রাজপুত্র =) মানে হয় - রাজার পুত্র (রাজার ছেলে)। (দ্রঃ Macdunell-A Vedic Grammar for Students, (1971), P.455)। তেমনি - মাতৃ (= পরিমাপকারী), মাতৃ (= মা)।

৬. অনুরূপে স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনে শব্দের স্বরধ্বনিগুলিরও গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এই গুণ বৃদ্ধি সম্প্রসারণ তখনকার ভাষায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। যেমন:-

‘যাজ্’ ধাতুর তিনটি রূপ - যজ্জ, যাগ, ইষ্ট।

‘স্বপ্’ ধাতুর তিনটি রূপ - স্বপ্প, স্বাস, সুপ্ত।

- এগুলিতে স্বরধ্বনিগুলির গুণ, বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটেছে।

৭. প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বর্ণমালায় প্রতিটি বর্ণে একটি করে আনুনাসিক ধ্বনি আছে। যেমন - ‘ক’ বর্ণে ঙ্, ‘চ’ বর্ণে ঞ্, ‘ট’ বর্ণে ণ এবং ‘ত’ বর্ণে ন এবং ‘প’ বর্ণে ম। এবং প্রতিটি ধ্বনিরই বিশিষ্ট উচ্চারণ পার্থক্যও ছিল।

www.teachinnns.com ■ দুই ■ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার কাল ছিল ৫টি:

লট - বর্তমান

লৃট - ভবিষ্যৎ

লঙ, লুঙ, লিট - অতীত

২। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় ক্রিয়ার ভাব (Mood) ছিল পাঁচটি:

লেট - অভিপ্রায়

লোট - অনুজ্ঞা

বিধিলিঙ্গ - নির্বন্ধ, নির্দেশক ও সম্ভাবক।

৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বচন ছিল ৩টি:

একবচন দ্বিবচন বহুবচন

৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পুরুষ ছিল ৩টি:

উত্তম পুরুষ

মধ্যম পুরুষ

প্রথম পুরুষ

৫। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ ছিল ৩টি:

পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ

- তখন লিঙ্গ নির্ভর করতো ব্যাকরণ নির্দিষ্ট পথে। যেমন - ‘নদী’ বা ‘লতা’ এখনকার ভাবনায় ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু প্রাচীন-ভারতীয়-আর্যে সেগুলি ছিল স্ত্রীলিঙ্গ। ব্যাকরণে তাই কোন শব্দ কী লিঙ্গ হবে, তা নির্দিষ্ট হয়েছে। সেজন্য ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, প্রাচীন-ভারতীয়-আর্যে লিঙ্গ ছিল নির্দিষ্ট ব্যাকরণ সম্মত।

৬। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে কারক ছিল ৮টি:

কর্তৃ কর্ম করন সম্প্রদান

অপাদান অধিকরণ সম্বন্ধপদ সম্বোধনপদ।

৭। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে **ক্রিয়া বিভক্তির** রূপ ছিল ২টি:

আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ।

৮। এই ভাষায় বাচ্য ছিল - ২টি: কর্তৃবাচ্য ও কর্ম-ভাববাচ্য।

৯। এই ভাষায় **প্রত্যয়** ছিল - ২টি: কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিৎ প্রত্যয়।

প্রত্যয়যোগে তৈরী হয়েছিল প্রচুর নতুন শব্দ। ধাতুর সঙ্গে ‘অক’ ‘আলু’ ‘শত্’ ‘ইষু’ ‘ষিৎক’ প্রভৃতি যোগে কৃৎপ্রত্যয় হতো - যেমন : চল্ + ইষু = চলিষু, উৎ-কৃষ্ + ঘঞ = উৎকর্ষ। তেমনি শব্দের সঙ্গে ষিৎ, ষিৎক, বতুপ, মতুপ প্রভৃতি যোগে হতো তদ্ধিৎ প্রত্যয় - দশরথ + ষিৎ = দাশরথি, প্রজ্ঞা + বতুপ = প্রজ্ঞাবান।

১০। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে **উপসর্গ** ছিল - এগুলি শব্দ বা ধাতুর আদিতে বসতো - তবে বৈদিকযুগে এদের স্বাধীন ব্যবহারও ছিল। পরবর্তী ক্লাসিক সংস্কৃতে উপসর্গ দাঁড়ালো ২০টিতে - প্র, পরা, অপ, সম প্রভৃতি। পরি-জন = পরিজন। প্র-বাহ = প্রবাহ।

১১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে প্রচুর **অসমাপিকা** ক্রিয়া বর্তমান ছিল। অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হতো - ধাতুর সঙ্গে ত্বা, ত্বায়, ক্রাচ, ল্যাপ প্রভৃতি যোগে - √দৃশ্ + ত্বা = দৃষ্টা। পঠিত্বা, শ্রুত্বা।

১২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বাক্যগঠনে **পদবিন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না**। তবে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির বিভক্তি চিহ্ন গুলি সুনির্দিষ্ট ছিল বলে কোনো বাক্যের মধ্যে সেগুলি যেখানেই বসুক না কেন, তাদের চিনে নিতে বেগ পেতে হতো না। তাই বাক্যের অর্থ ভেঙে পড়তো না। যেমন : ‘রসাত্মকং বাক্যং কাব্যম্’ আবার ‘কাব্যং রসাত্মকং ব্যাক্যম্’ পদবিন্যাসও ঠিক। তেমনি - ‘বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্’ও ঠিক।

১৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্য-বৈদিকে একাধিক পদে সমাস হতো না। পাশাপাশি অবস্থিত দুই পদে সমাস হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে সংস্কৃতে সমাসের ঘনঘটা দেখা গেল।

১৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ছন্দ ছিল অক্ষরমূলক - অর্থাৎ অক্ষর গুণে গুণে এবং অক্ষরের লঘু গুরু মেনে মাত্রা নির্ণীত হতো। এতে সুর বা তানের প্রাধান্য ছিল। শেষদিকে ছন্দ হয়েছিল মাত্রামূলক।

১.১.২ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার ধ্রুনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩. মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (প্রাকৃত) : সাধারণ বৈশিষ্ট্য

■ সংজ্ঞা ও স্থিতিকাল

ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী স্তরের নাম ‘মধ্যভারতীয় আর্যভাষা’। পণ্ডিতদের মতে এর স্থিতিকাল - ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ভাষাগত নাম ‘প্রাকৃতভাষা’। প্রাকৃত বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র বলেন - ‘প্রাকৃত’ এসেছে ‘প্রকৃতি’ থেকে। প্রকৃতি মানে মূলবস্তু অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার মূলবস্তু হলো - প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত। আর তার থেকেই জন্মেছে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। তাই ‘প্রকৃতি’ থেকে জন্মেছে বলেই দ্বিতীয় স্তরের ভাষার নাম ‘প্রাকৃত’।

■ যুগবিভাগ, স্থিতিকাল, নিদর্শন ও ভাষা-নাম

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট উপস্তর লক্ষ্য করেছেন পণ্ডিতেরা।

সেগুলি হলো :

(ক) প্রথম উপস্তর ■ স্থিতিকাল = খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ - খ্রীঃ ১ম

■ নিদর্শন = নানা অনুশাসন

■ ভাষা-নাম = (উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ-মধ্য-প্রাচ্য) প্রাকৃত।

(খ) দ্বিতীয় উপস্তর ■ স্থিতিকাল = খ্রীঃ ১ম - ৬ষ্ঠ

■ নিদর্শন = সংস্কৃত নাটকের নারী ও ভূত্যের সংলাপ

= জৈন সাহিত্য

= নানা প্রাকৃতে অপভ্রংশ অপভ্রষ্ট লেখা-কিছু মহাকাব্য - নাট্যকাব্য - গীতিকাব্য -

ছন্দঃশাস্ত্র - ব্যাকরণ প্রভৃতি।

■ ভাষা-নাম = মাগধীপ্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত, মাহারষ্ট্রী প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত, অর্ধমাগধী প্রাকৃত।

(গ) তৃতীয় উপস্তর ■ স্থিতিকাল = খ্রীঃ ৬ষ্ঠ - ৯ম

■ নিদর্শন = অপভ্রংশে লেখা-মহাকাব্য, কথানক, গীতিকাব্য, সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু সংলাপ।

■ ভাষানাম = মাগধী অপভ্রংশ, শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাহারষ্ট্রী অপভ্রংশ, পৈশাচী অপভ্রংশ অর্ধমাগধী

■ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা আসলে আঞ্চলিক উপভাষার মতো। স্থানে স্থানে তার স্থানীয় নাম। অশোকের অনুশাসনগুলিতে ‘উত্তর-পশ্চিমা’, ‘দক্ষিণ-পশ্চিমা’, ‘প্রাচ্য-মধ্যা’ ও ‘প্রাচ্যা’ - এই চার রকমের ‘আঞ্চলিক প্রাকৃত’ের সম্মান মেলে। ‘সুতনুকা’ প্রত্নলেখ তার একটি উদাহরণ। তেমনি প্রচলিত প্রাকৃতগুলির নাম ‘মাগধী’, ‘শৌরসেনী’, ‘মাহারষ্ট্রী’, ‘পৈশাচী’ ও ‘অর্ধমাগধী’। আবার এই পাঁচ নামেই অপভ্রংশ প্রচলিত। পণ্ডিতেরা এগুলির পৃথক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন। আবার এগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যও বলেছেন। তাঁদের সেই নির্দেশ মেনেই আমরা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করছি :

■ এক ।। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ■

১. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

২. ঙ, দীর্ঘ ঙ, ঞ-কার সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।

৩. ঞ-কার নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে - কখনো ‘ঞ’ হয়েছে ‘অ’, ‘ই’, ‘উ’, ‘এ’- কখনো ঞ হয়েছে ‘র’, ‘রি’, ‘রু’,

যেমন : ঞ > অ - মৃগ মগ। তৃণ > তণ

ঞ > এ - বৃন্ত > বেন্ট

ঞ > ই - মৃগ > মিগ। হৃদয় > হিঅঅ

ঞ > র - বৃক্ষ > রুক্ষ

ঞ > উ - মৃগ > মুগ। জু > উজু

ঞ > রি - ঞষি > রিসি

৪. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ঐ-কার ‘এ’ - কারে এবং ঔ-কার ‘ও’ - কারে পরিণত হয়েছে।

যেমন : ঐ > এ - বৈদ্য > বেজ্জ, তৈল > তেল, তেল, মৌক্তিক > মোক্তিক।

ঔ > ও - কৌমুদী, কৌমুই, ঔষধ > ওষধ, গৌরী > গোৱী।

৫. যুক্ত ব্যঞ্জননের পূর্ববর্তী আ, ঈ, উ - ধ্বনির হ্রস্বতা।

যেমন : আ > অ - কাব্য > কব। কান্ত > কন্ত। কার্য > কজ্জ।

ঈ > ই - কীর্তি > কিত্তি। তীক্ষ্ণ > তিক্খ।

উ > উ - মুহূর্ত > মুমুত্ত। মূল্য > মুল্ল।

৬. যুক্তব্যঞ্জননের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে।

যেমন : অ > আ - অশ্ব > আস, স্পর্শ > ফাস।

ই > ঈ - শিষ্য > সীস, বিশ্রাম > বীসাম।

উ > উ - দুর্লভ > দুড্‌হ, দুঃসহ > দুসহ।

৭. পদান্তস্থিত অনুস্বারের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়েছে।

যেমন: পংশু > পংসু। কান্তাং > কন্তং।

৮. পদমধ্যস্থ অনুস্বার লোপ পেলে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে।

যেমন: বিংশত > বীসা। ত্রিশত > তীসা।

৯. ‘অয়’ এবং ‘অব’ যথাক্রমে ‘এ’ এবং ও-কারে পরিণতি লাভ করেছে।

যেমন: অয় > এ - কথয়তু > কথেতু। পূজয়তি > পূজেতি, পূজেই।

অব > ও - লবণ > লোণ। ভবতি > ভোদি।

১০. তবে, পদের শেষে যুক্তব্যঞ্জন না - থাকলে অনুস্বার রক্ষিত হয়েছে।

যেমন : নরম (নরং) > নরং।

১১. পদান্তস্থিত বিসর্গ কখনো ‘এ’ বা ‘ও’ হয়েছে। কখনো লোপ পেয়েছে।

যেমন: ঃ > এ - জনঃ > জনে

ঃ > ও - জনঃ > জনো

ঃ > লোপ - জনঃ > জন, মুনিঃ > মুনি

১২. পদান্তস্থিত ‘ম’ বা ‘ন’ থেকে জাত অনুস্বার ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে।

যেমন: নরান > নরা। পুত্রাৎ > পুত্তা।

১৩. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ‘শ’, ‘ষ’, ‘স’ - এই তিনটি শিস্বধ্বনির নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে -

(ক) মাগধী প্রাকৃতে ‘শ’ আছে, অন্য দুটি নেই। যেমন :

সুতনুকা > শুতনুকা (শুতনুক নম দেবদশিক্য)।

(খ) অন্যান্য প্রাকৃত গুলিতে ‘স’ আছে, অন্য দুটি নেই। যেমন :

দ্বাদশ > দুবাদস। তিষ্ঠন্ত > তিস্ঠন্তো।

১৪. মধ্যভারতীয় আর্যে দন্ত্যবর্ণ (ত, থ, দ, ধ, ন) স্বতঃস্ফূর্তভাবে মূর্ধ্য বর্ণে (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) পরিণত হয়েছে। কখনো বা দন্ত্যবর্ণ গুলি ঋ, র, শ, ষ যোগে ‘ণ’ বর্ণে পরিণত হয়েছে। যেমন: বিকৃত > বিকট। দ্বাদশ > দুবাদস।

১৫. পদের আদিত্বিত যুক্তব্যঞ্জন কখনো একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে, কখনো বিশিষ্ট হয়েছে।

যেমন : ব্রাস্তণ > বস্বন। ত্রীনি > ত্রিনি।

১৬. পদের মধ্যস্থিত বা অন্ত্যস্থিত যুক্তব্যঞ্জন যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে।

যেমন: মধ্যস্থিত = কলাণম > কল্লাণৎ।

অন্ত্যস্থিত = ভক্ত > ভক্ত।

১৭. কখনো কখনো (দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপস্বরে) পদমধ্যস্থিত একক ব্যঞ্জন -

(ক) অল্পপ্রাণ হলে লোপ পেয়েছে। যেমন:

শোক > শোঅ

(খ) মহাপ্রাণ হলে ‘হ’-কারে পরিণত হয়েছে।

যেমন: শেফালিকা > সেহালিআ।

১৮. অনেকসময় অঘোষধ্বনি সঘোষ হয়েছে।

যেমন: দীপ > দীব, শকট > সগড, ঋতু > উদু, কলাপ > কলাব।

দুই ॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ এক বোঝাতে একবচন এবং একের অধিক বোঝাতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন: একবচন > বহুবচন

পূজো > পূজ। গঈ > গই, গঈউ, গঈও।

২। লিঙ্গ বিধি : মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দান্তস্থিত ব্যঞ্জনলোপের জন্যে প্রথমা ও দ্বিতীয় বিভক্তির বহুবচনে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ভেদ নাই।

যেমন: ফলানি > ফলা। নরান্ > নরা

৩। ধাতুরূপে আত্মনেপদের লোপ। সর্বত্রই পরস্মৈপদের ব্যবহার।

৪। শব্দরূপে চতুর্থী বিভক্তির লোপ, শব্দরূপে ও ধাতুরূপের সাদৃশ্যনীরতির প্রয়োগ, শব্দরূপে ও ধাতুরূপের সরলতা - এযুগের ভাষার প্রধান উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য।

৫। মধ্যভারতীয় আর্যে দশটি গণের মধ্যে একমাত্র ভাদি গণই বর্তমান আছে (অন্য নটি গণ লোপ পেয়েছে)।

৬। এযুগের ভাষায় ক্রিয়ার কালের রূপ গুলি হলো নিম্নরূপ:

বর্তমান কাল - নির্দেশক (লট), অনুজ্ঞা (লোট), সদ্ভাবক (বিধিলিঙ)।

অতীত কাল - লুট-এর লোপ; লঙ ও লুঙের একাত্মীকরণ।

ভবিষ্যৎ কাল - লুট - ছাড়া অন্যগুলির যোগ।

৭। এযুগের ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে।

আবার নিষ্ঠান্ত (ভূ প্রত্যন্ত) পদ অতীতকালের অর্থে সমাপিকা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় বিভক্তির লোপ পেয়েছে বলে পদস্থাপন বা বাক্যগঠন রীতিতে কঠোরতা বা সংযম এসেছে।

৯। এযুগের ভাষায় অধিকাংশ বিভক্তি লোপ পেয়েছে। সেজন্যে বিভিন্ন শব্দকে অনুসর্গরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinnns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

Unit – 2: প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

Sub Unit – 1:

চর্যাপদ

Sub Unit – 2:

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

Sub Unit – 3:

বৈষ্ণব পদাবলী

Sub Unit – 4:

বিজয়গুপ্ত-মনসামঙ্গল [নর খন্ড]

Sub Unit – 5:

চণ্ডীমঙ্গল (বনিকখন্ড) - কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী

Sub Unit – 6:

শিবায়ন (চাষপালা) - রামেশ্বর ভট্টাচার্য

Sub Unit – 7:

অন্নদামঙ্গল - ভারতচন্দ্র রায়

Sub Unit – 8:

চৈতন্যভাগবত (আদিখন্ড) - বৃন্দাবনদাস

Sub Unit – 9:

চৈতন্য চরিতামৃত (মধ্যলীলা) - কৃষ্ণদাস কবিরাজ

Sub Unit – 10:

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় - মালাধর বসু

Sub Unit – 11:

কৃত্তিবাস ও বনঃ - রামায়ণ [আদিকান্ড ও লঙ্কাকান্ড]

Sub Unit – 12:

কাশীরাম দাস: - মহাভারত (আদিপর্ব, বিরাটপর্ব, ভীষ্মপর্ব)

Sub Unit – 13:

লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না - দৌলত কাজী

Sub Unit – 14:

পদ্মাবতী - সৈয়দ আলাওল

Sub Unit – 15:

শান্ত পদাবলী - রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

Sub Unit – 16:

ময়মনসিংহ গীতিকা - মহুয়া পালা, দস্যু কেনারামের পালা

Unit - 2: Sub Unit - 1

চর্যাপদ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদটির আবিষ্কার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নেপালের রাজদরবারে গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদাবলীর পুঁথি আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশিষ্ট কীর্তি। শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নয়, নবীন ভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে এই পদগুলি অমূল্য চর্যাপদিকোষ পুঁথিখানি আর তিনটি অপভ্রংশ দোহার পুঁথি (সরহপাদের দোহা ও অদ্বয়ব্রজের সংস্কৃতে রচিত ‘সহজামায় পঞ্জিকা’ নামে টীকা, এবং কৃষ্ণাচার্যের দোহা ও আচার্যপাদের সংস্কৃতে ‘মেখলা’ নামক টীকা) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ‘হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা’ নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৩১৬)। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সিদ্ধাচার্যরা চর্যাপদ গুলি রচনা করেছিলেন। প্রথম পুঁথি চর্যাপদ বিনিশ্চয়ের ভাষাই। বাংলা, বাকীগুলি অপভ্রংশ ও অবহট্টে রচিত। অনেকে চর্যাপদগুলির ভাষাকে বাংলা ছাড়া অপর একটি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা বলে মনে করেন। কিন্তু চর্যাপদটির ভাষা যে প্রধানত এবং মূলত বাংলা তা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর “Origin and Development of the Bengali Language” গ্রন্থে।

বৈষ্ণবতত্ত্ব না জেনেও বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য থেকে যেমন মর্ত্য মানবমানবীর চিরন্তন প্রেমের মধুর রস উপলব্ধি করা যায়, তেমনি বৌদ্ধ সহজিয়া তত্ত্ব না জেনেও সমকালীন মানবজীবন, সমাজচিত্র, ইতিহাস, ভাষা ভৌগলিক পরিচয় প্রভৃতি সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। চর্যাপদ গুলি বাংলা সাহিত্যের আদিমস্তরের সাহিত্য নিদর্শন বলে বিবেচিত হওয়াতে প্রাচীন বাঙালির জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক রহস্যের সমাধান রয়েছে।

তথ্য

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন চর্যাপদগুলি আবিষ্কৃত হয় বাংলার বাইরে রক্ষিত নেপালের রাজকীয় গ্রন্থভাণ্ডারে।
২. রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৮ সালে ‘বিবিসার্থ সংগ্রহ’ পত্রিকায় ‘বঙ্গভাষার উৎপত্তি’ নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন সেখানে বাংলাকে হিন্দীর পূর্বী শাখা থেকে উৎপন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। ঐ প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিদ্যাপতির রচনাবলীর কথা বলেছেন।
৩. রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপালে গিয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুঁথির সন্ধান করে ১৮৮২ সালে Sanskrit Buddhist Literature in Nepal নামে একটি পুঁথির তালিকা প্রকাশ করেন।
৪. খ্রিস্টীয় নবম - দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পূর্বভারতের সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন, সমাজচিত্র ও অন্তর্জীবনের পরিচয় এই পুঁথিগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে।
৫. পুঁথির প্রথমে নাম ছিল ‘চর্যাপদবিনিশ্চয়’।
৬. তিব্বতী অনুবাদ - পুঁথির সূত্রে পুঁথির যে নাম জানা যায় সেই ‘চর্যাপদিকোষ বৃত্তি’ নামটিই পুঁথির প্রকৃত নাম হিসাবে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায়।
৭. চর্যাপদগুলিতে সবসময়ে একাধিক গান ছিল। তার মধ্যে একটি টীকাকার ব্যাখ্যা করেননি বলে তা অসংখ্যাত এবং পুঁথিতে অনুদ্ধৃত। পুঁথির মধ্যকার কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ পদ এবং একটি পদের শেষাংশ অপ্রাপ্ত। পুঁথিতে সর্বসময়ে সাড়ে ছেচল্লিশটি গান পাওয়া গেছে। টীকায় আরো চারটি পদের টুকরো পাওয়া গেছে।
৮. মূল গানে ও টীকায় পদকর্তার নাম যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাতে মোট ২৩ জন কবির নাম পাওয়া যায়।
৯. সাধারণভাবে লুইপাদকেই আদিসিদ্ধাচার্য বলে মনে হয়। কিন্তু আচার্য রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন লুইপাদের পরিবর্তে সরহপাদকেই আদিসিদ্ধাচার্য বলবার পক্ষপাতী।
১০. চর্যাপদ ভাষার প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই দুটি করে অর্থ বর্তমান, একটি অর্থ বাহ্য বা লৌকিক, অপরটি গূঢ় এবং পারিষিক, যা একমাত্র দীক্ষিত সাধকদেরই অবগত।
১১. মুনিদত্তের টীকা অনুসরণ করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘সম্বাভাষায় লেখা’।

নিম্নে কোন পদকার কোন চর্যাগীতি রচনা করেছেন এবং কোন রাগে তার একটি তালিকা দেওয়া হল :-

পদের প্রথম লাইন	পদকার	রাগ	পদসংখ্যা
কাতা তরুর পঞ্চ বি ডাল	লুইপাদ	পটমঞ্জরী	১
দুলি দুই পিটা ধরন ন জাই।	কুকুরী পাদ	গবড়া	২
এক সে শুভিনী দুই ঘরে সাক্ষা।	বিরুআ পাদ	গবড়া	৩
তিঅডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।	গুস্তরীপাদ	অরু	৪
ভবনই গহন গস্তীর বেঁগে বাহী।	গুঞ্জরী পাদ	গুজরী	৫
কাহেরে যিনি মেলি আচ্ছ কীস।	ভুসুকু পাদ	পটমঞ্জরী	৬
আলিএ কালিএ বাট রুদ্রেলা।	কাহুপাদ	পটমঞ্জরী	৭
সোনে ভরিলী করুনা নাবী।	কামলিপাদ	দেবক্রী	৮
এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িডউ।	কাহুপাদ	পটমঞ্জরী	৯
নগর বাহিরে ডোষি তোহোরি কুড়িআ।	কাহুপাদ	দেশাখ	১০
নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে।	কাহুপাদ	পটমঞ্জরী	১১
করুনা পিহাড়ি খেলই নয়বল।	কাহুপাদ	ভৈরবী	১২
তিশরন নাবী কিঅ অটকমারী।	কাহুপাদ	কামোদ	১৩
গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাই।	ডোষীপাদ	ধনসী	১৪
অসম্ভেঅন সরুঅবিআবেতে অলকখলকখন ন জাই।	শান্তিপাদ	রামক্রী	১৫
তিনিএ পাটে লাগেলি রে অনহ কসন ঘন গাজই।	মহীধরপাদ	ভৈরবী	১৬
সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।	বীনাপাদ	পটমঞ্জরী	১৭
তিনি ভুঅন মই বাহিঅ হৈলে।	কৃষ্ণবজ্র পাদ	গউড়া	১৮
ভব নির্ঝানে পড়হমাদলা।	কৃষ্ণপাদানাম	ভৈরবী	১৯
হাঁউ নিরাসী খমন সাঙ্গ।	কুকুরী পাদ	পটমঞ্জরী	২০
নিসি অন্ধারী মুসার চারা।	ভুসুকুপাদ	বরাড়ী	২১
অপনে রচি রচি ভব নির্ঝানা।	সরহপাদ	গুঞ্জরী	২২
জই তুমহে ভুসুকু অহেরি জাইবে মারিহসি পঞ্চজনা।	ভুসুকু পাদ	বড়াড়ী	২৩
২৪ ও ২৫ খন্ডিত			
তুলা ধুনি ধুনি আঁসু রে আঁসু।	শান্তিপাদ	শীবরী	২৬
অধরাতি ভর কমল বিকসউ।	ভুসুকু পাদ	কামোদ	২৭
উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।	শবরপাদ	বলডিড	২৮
ভাব ন হোই অভাব ন জাই।	লুইপাদ	পটমঞ্জরী	২৯
করুণ মেহ নিরন্তর ফরিআ	ভুসুকুপাদ	মল্লারী	৩০
জাহি মন ইন্দ্রিঅবন হো নঠা।	আর্যদেবপাদ	পটমঞ্জরী	৩১
নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসিমন্ডল।	সরহপাদ	দেশাখ	৩২
ঢালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।	টটন্টনপাদ	পটমঞ্জরী	৩৩
মুন করুনার অভিনচারে কাঅবাক্চিঅ।	দারিকপাদ	বরাড়ী	৩৪
এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁধু মোহেঁ।	ভাদেপাদ	মল্লারী	৩৫
মুন বাহ ৩৯ তা পহারী।	কৃষ্ণচার্য	পটমঞ্জরী	৩৬
অপনে নাহি মা কাহেরি সঙ্কা।	তাড়কপাদ	কামোদ	৩৭
কাস নাব্জি খান্টি মন কেডুআল।	সরহপাদ	ভৈরবী	৩৮
সুইনা ২৯ বিদারম রে।	সরহপাদ	মালশী	৩৯

নিঅমন তোহরে দোসে।			
জো মনগো এর আলাজালা।	কাহুপাদ	মালসী	৪০
আই এ অনুঅনা এ জগরে ভাংতি এ সো পড়ি হাই।	ভুসুকুপাদ	গুঞ্জরী	৪১
চিঅ সহজে শুন সংপুনা।	কাহুপাদ	কামোদ	৪২
সহজ মহাতরু করিঅ এ তৈলো এ।	ভুসুকুপাদ	বঙ্গাল	৪৩
সুনে সুন মিলিতা জবৈ।	কঙ্কনপাদ	মল্লারী	৪৪
মন তরু পাক্ষ ইন্দি তসু সাহা।	কাহুপাদ	মাল্লারী	৪৫
পেখু সু অনে অদশ জইসা।	জয়নন্দীপাদ	শবরী	৪৬
কমলকুলিশ মাঝে ভইঅ মিতলী।	ধামপাদ	গুডুরী	৪৭
বাজনাব পাড়ী পঁউআ খালৈ বাহিউ।	ভুসুকুপাদ	মাল্লারী	৪৯
গঅনত গঅনত তইলা বাড়হী হেঞ্জে কুরাহী	শবরপাদ	রামকী	৫০

Unit - 2: Sub Unit - 2

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গভীর সমুদ্রের নাবিক পন্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯০৯) বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিলা গ্রামনিবাসী প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র - বংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচা থেকে পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। পুঁথিটি প্রাচীন বাংলার তুলোট কাগজ লেখা।

১৩২২ বঙ্গাব্দে পরিষৎ পত্রিকায় বসন্তরঞ্জন ও লিপিতত্ত্ব বিশারদ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় দুজনে মিলে পুঁথিটির লিপি বিচার করে এটিকে অতিশয় পুরাতন বাংলা আখ্যানকাব্য বলে নির্ধারিত করলেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রিঃ) বসন্তরঞ্জন মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় এই বৃহৎ পুঁথিটি ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য’ নামে প্রকাশিত হল।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের রচয়িতা বড়ু চন্ডীদাসকে ঘিরে অজস্র বিতর্ক ও সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে -

(১) বড়ু চন্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী কবি।

(২) চৈতন্যদেবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আশ্বাদ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল না।

(৩) পদাবলীর চন্ডীদাসও বড়ু চন্ডীদাস একই ব্যক্তি নন। তবে সমকালীন হতে পারেন।

বিষয়বস্তু :- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিটির বিষয়বস্তু মোট তেরোটি খন্ডে বিভক্ত। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’র অনুকরণে রচিত গীতিনাট্যধর্মী এই কাব্যের বিষয় হলো কৃষ্ণ এবং রাধার পারম্পরিক সম্পর্কের আকর্ষণ - বিকর্ষণের ইতিহাস। জন্মখন্ড থেকে রাধাবিরহ পর্যন্ত মোট তেরোটি খন্ডের বিষয় বিন্যাস নিম্নরূপ :-

১. জন্মখন্ডে পৃথিবীর ভার হরনের নিমিত্ত রাধাকৃষ্ণের জন্ম প্রসঙ্গ। পদসংখ্যা - ৯
২. তাম্বলখন্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনে কৃষ্ণকর্তৃক কামাচার আমন্ত্রণ সূচক তাণ্ডুলাদি প্রেরণ। পদ সংখ্যা - ২৬
৩. দানখন্ডে রাধালাভের জন্য কৃষ্ণের দানীরূপ গ্রহণ ও রাধাকৃষ্ণের মিলন। পদসংখ্যা - ১১২
৪. নৌকাখন্ডে কৃষ্ণের কান্ডারী বেশ ধারণ ও রাধাকৃষ্ণের যমুনা বিহার। পদসংখ্যা ২৯
৫. ভারখন্ডে ভারবাহী রূপে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার পসরা বহন। পদসংখ্যা - ২৮
৬. ছত্রখন্ডে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার মস্তকে ছত্রধারণ। পদসংখ্যা - ৯
৭. বৃন্দাবন খন্ডে গোপীগণসহ কৃষ্ণের বনবিলাস ও শ্রীরাধার সম্ভোগ (রাসলীলা)। পদসংখ্যা - ৩০
৮. কালীয়দমন খন্ডে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনের জন্য কালিন্দী জলে অবতরণের পর কৃষ্ণের জন্য রাধিকার রোদন ও আশ্রয়। পদসংখ্যা - ১০
৯. যমুনাখন্ডে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ জল বিহার ও বস্ত্র হরণ। পদসংখ্যা - ২২
১০. হারখন্ডে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার হার অপহরণ, যশোদার কাছে রাধার অভিযোগ। পদসংখ্যা - ৫
১১. বানখন্ডে সম্মোহন বানে কৃষ্ণের রাধিকাকে মোহিত করা। পদসংখ্যা - ২৭
১২. বংশীখন্ডে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার উৎকণ্ঠা রাধার বংশীহরণ, কৃষ্ণের কাকুতি, রাধার বংশী প্রত্যর্পণ। পদসংখ্যা -

১৩. বিরহ এবং কৃষ্ণের মথুরা গমন। পদসংখ্যা - ৬৮

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনীর সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হল :-

জন্ম খন্ড :- ৮টি পূর্ণ ও প্রথমাংশের একটি পদের ছিন্ন অংশ নিয়ে মোট ৯ টি পদ আছে জন্মখন্ডে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বড়াইর জন্ম পরিচিত জ্ঞাপক অধ্যায় এই জন্মখন্ড। কৃষ্ণের জন্মের মূল কারণ কংসবধ। সমকালে সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের দূতী হিসেবে কূটনী চরিত্রের (বড়াই) যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল বড়ুচন্দীদাসের কাব্যে তারই প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠায় কূটনী চরিত্রের এ জাতীয় বর্ণনা নিঃসন্দেহে মহায়ক।

তাম্বল খন্ড :- পদ সংখ্যা ২৬ (এর মধ্যে) ২টি খন্ড পদ আছে। ১০ এবং ১১ সংখ্যাক। মূল কাহিনী এই খন্ড থেকেই। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথার গীতিনাট্যের এই খন্ডে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় আছে দুটি চরিত্র কৃষ্ণ ও বড়াই। রাধিকার উপস্থিতি শেষ অংশে। বড়ায়ির তত্ত্ববধানে রাধা গোপনারীদের সঙ্গে বনপথ দিয়ে মথুরা নগরীতে দুধ দুই বিক্রি করতে যায়। বড়ায়ি নাতনীকে (অর্থাৎ রাধাকে) খুঁজে না পেয়ে কৃষ্ণের কাছে তার রূপের বর্ণনা দেয় তা শুনে কৃষ্ণ রাধার প্রেমে পরে যান। কৃষ্ণের দেওয়া পান ফুল রাধাকে দিয়ে কৃষ্ণের প্রেম নিবেদনের কথা জানা। রাধিকা তা প্রত্যাখান করে। এরপর কামাহত কৃষ্ণ ও অপমানাহতা বড়াইর মিলিত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে এই অসহায় বালিকা যুবতী রাধা। এর পর শুরু হয়েছে দানখন্ডের ঘটনা।

দানখন্ড :- দানখন্ডের পদ সংখ্যা ১১২। এর মধ্যে খন্ড পদের সংখ্যা - ৬। চরম নাটকীয়তায় পূর্ণ এই খন্ডই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দীর্ঘতম অধ্যায়। মথুরার পথে বড়াই নিয়ে এলো ঘৃত দধির পসরা বাহিকা গোয়ালিনী রাধিকাকে। মূল বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় একটিই - রাধিকাকে কৃষ্ণ বারবার সন্তোষের জন্য আত্মসমর্পণ করতে অনুরোধ করছে, রাধিকা প্রত্যাখ্যান করছে সেই প্রস্তাব। সবশেষে কৃষ্ণ বলাৎকারে রাধিকাকে সন্তোষ করেছে।

নৌকা খন্ড :- দান খন্ডের পর নৌকা খন্ড। নৌকা খন্ডের পদসংখ্যা - ২৯। দানী সাজলে আর সুবিধা হবে না বুঝে কৃষ্ণ বড়ায়ির সঙ্গে পরামর্শ করে নৌকা তৈরী করে যমুনা নদীতে খেয়ারি হয়ে থাকল। রাধিকারও নদীপার হতে বড় ভয়। রাধিকাও ক্রমশ কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে। কৃষ্ণের প্রতি তীর বিরাগ থেকে কিভাবে সুতীর অনুরাগের পর্যায়ে এগিয়ে এসেছে নায়িকা নৌকা খন্ডে তার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত।

ভার খন্ড :- ভার খন্ডের পদসংখ্যা - ২৮। এছাড়া (৬) টি খন্ডপদও আছে। রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হচ্ছে না। তাই ব্যাকুল কৃষ্ণ বড়াইর সাহায্য চেয়েছে। বনপথে রাধিকাকে নিয়ে মথুরা যাবার পরামর্শ করেছে বড়াই। আর সেই পথে বড়াই রাধিকাকে বলে কৃষ্ণকে দিয়ে দধিভার বহনের ব্যবস্থা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছত্রখন্ডের শেষাংশ ছিল। (পুথির ১০৪ থেকে ১১১ সংখ্যাক পাতার অভাব রয়েছে। ছত্রখন্ডেও রাধিকা ভারখন্ডের মতই কৃষ্ণকে ছাতা ধরিয়েছে নিজের কাছে রাখার জন্য। ভারখন্ডের থেকেও বেশী কাছে পেয়েছে সে ছত্রধারী কৃষ্ণকে এই খন্ডে।

বৃন্দাবন খন্ড :- বৃন্দাবন খন্ডের পদসংখ্যা ৩০। বৃন্দাবন খন্ডে কৃষ্ণের অনুরোধে বড়াই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য রাধাকে নিয়ে এলেন। রাধাও বৃন্দাবনে যাবার জন্য ব্যাকুল। নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল কৃষ্ণের জীবনে রাধার সান্নিধ্য, কেমন করে বদলে দিচ্ছে তার খবর দিয়েছেন কবি।

কালীয় দমন খন্ড :- স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত নয় পুঁথিতে। এই খন্ডের নাম - অথ যমুনান্তর্গত কালিয়াদমন খন্ডঃ। এই খন্ডে পদ সংখ্যা ১০। এই খন্ডেই সকলের সামনে কৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠিত উদ্বিগ্ন রাধিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ।

যমুনা খন্ড :- পদসংখ্যা ২২। এই খন্ডের বিষয় রাধা সহ গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জল বিহার এবং কৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ।

বান খন্ড :- পদসংখ্যা - ২৭। বড়াইর পরামর্শে বিমনা রাধাকে কৃষ্ণব্যাকুল করে তোলার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ রাধাকে ফুলশার হানে। রাধা মুর্ছিতা হয়ে যান। বড়াই অবশেষে রাধার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এবং কৃষ্ণকে অনুনয় করে রাধার জ্ঞান ফিরিয়ে দেবার জন্য। কৃষ্ণ সংজ্ঞাহীন রাধাকে আবার সজ্ঞানে এনে দিয়ে আবার আত্মগোপন করে। সংজ্ঞা পেয়ে রাধা কৃষ্ণ-ব্যাকুল হলে আবার বড়াই এর চেষ্টায় মিলন - বিপরীত মিলন ও অবশেষে রাধিকাকে নিয়ে বড়াইয়ের গৃহ প্রত্যাবর্তন।

বংশীখন্ড :- এই খন্ডের পদসংখ্যা ৪১। রাধা তার সখীদের সঙ্গে যমুনার ঘাটে স্নান করতে যায়। কৃষ্ণ করতাল মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাজিয়ে রাধার মন ভোলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কোনভাবে রাধার মন ভোলানো যায় না তখন কৃষ্ণ একটি মোহন সুন্দর বাঁশি

গড়ে। সেই বংশীধ্বনি শুনে রাধার কৃষ্ণের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বংশী খন্ডেই সেই ‘রোদনভরা বসন্ত’ রাধার জীবনে প্রথমবারের মত এলো। একদায়ে রাধা উপেক্ষা করেছে কৃষ্ণকে এখন তা অন্তহিত।

রাধাবিরহ :- এই অংশে প্রাপ্ত পদসংখ্যা ৬৯। এই অংশে একজন নতুন জীবন প্রাপ্ত, পূজারিণী রাধাকে দেখি আমরা। রাধার ব্যাকুলতা - প্রেমের জন্য প্রেমের, প্রানের জন্য প্রানের আতনাদে পরিণত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে রাধিকার প্রতি দায়িত্বশীল প্রেমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার দেখা হলেও কৃষ্ণ পুনরায় মথুরাতে ফিরে গেছে। কৃষ্ণ আর রাধাকে দেখতে চায়। তিনি কংসাসুরকে বিনাশ করতে চান। এখানের পর আর ‘রাধাবিরহ’ অংশের পুঁথির পাতা পাওয়া যায়নি।

Unit – 3 কাব্য কবিতা

Sub Unit – 1:

3.1 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত - তত্ত্ব, বড়দিন, স্নানযাত্রা, পাঠা, তপসে মাছ, আনারস, পিঠাপুলি

Sub Unit – 2:

3.2 মাইকেল মধুসূদন দত্ত - মেঘনাদবধ কাব্য

Sub Unit – 3:

3.3 বিহারীলাল চক্রবর্তী - সাধের আসন

Sub Unit – 4:

3.4 কামিনী রায় - প্রনয় বাধা, সেকি?, চন্দ্রপীড়ের জাগরণ, সুখ, দিন চলে যায়

Sub Unit – 5:

3.5 কাজী নজরুল ইসলাম - বিদ্রোহী, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, সর্বহারার, আমার কৈফিয়ৎ, পূজারিণী, সব্যসাচী

Sub Unit – 6:

3.6 জীবনানন্দ দাশ - বোধ, হায়চিল, সিদ্ধাসারস, শিকার, গোধূলি সন্ধ্যার নৃত্য, রাত্রি

Sub Unit – 7:

3.7 বিষ্ণু দে - ঘোড়সওয়ার, প্রাকৃত কবিতা, জল দাও, ২৫শে বৈশাখ, দামিনী, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত, গান

Sub Unit – 8:

3.8 সুধীন্দ্রনাথ দত্ত - জেসন, সংবর্ত, যযাতি

Sub Unit – 9:

3.9 অমিয় চক্রবর্তী - ঘর, চেতন স্যাকরা, বড়বাবুরর কাছে নিবেদন, সংগতি, বিনিময়

Sub Unit – 10:

3.10 সমর সেন - মেঘদূত, মছয়ার দেশ, একটি বেকার প্রেমিক, উর্বশী, মুক্তি

Sub Unit – 11:

3.11 সুভাষ মুখোপাধ্যায় - প্রস্তাব : ১৯৪০, মিছিলের মুখ, ফুল ফুটুক না ফুটুক, যেতে যেতে, পাথরের ফুল, কাল মধুমাস

Sub Unit – 12:

3.12 শক্তি চট্টোপাধ্যায় - অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে, আনন্দ ভৈরবী, অবনী বাড়ি আছে?, চাবি, হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান, যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো

Sub Unit – 13:

3.13 কবিতা সিংহ - রাজেশ্বরী নাগমণিকে নিবেদিত, প্রেম তুমি, আন্তিগোনে, গর্জন সত্তর, হরিনা বৈরী

Unit - 3: Sub Unit- 1

ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

ঈশ্বরগুপ্ত একজন সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক ১২১৮ বঙ্গাব্দে ২৫ ফাল্গুন (১লা মার্চ ১৮১২) পশ্চিম বঙ্গের জেলায় কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের প্রেরণায় এবং বন্ধু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে ১৮৩১ সালে ২৮শে জানুয়ারি তিনি সাপ্তাহিক ‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগসন্ধির কবি হিসেবে পরিচিত। ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ‘পাষন্ডপীড়ণে’র প্রকাশ হয় ১৮৪৬ খ্রিঃ। বঙ্গভাষায় পদ্যে সর্বপ্রথম কাটুন রচনা করে ঈশ্বরগুপ্ত।

❖ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :

- “ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা দেখিয়া মনে হয় তিনি কবি ও পাঠকের মধ্যে কোন ব্যবধানসীল গড়িয়া তোলেন নাই; কবি পাঠকের সহিত একি ভূমিতে দাঁড়াইয়া পাঠককে তাঁহার কথা শুনাইয়াছেন।”
[বঙ্কিমচন্দ্র : ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ]
- “ঈশ্বরগুপ্তের মনের বৌক ছিল লোকসঙ্গীতের উপর বিশেষ করিয়া গ্রাম্য ছড়া ও লোক গীত ছন্দের উপর।”
[তারাপদ মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা কাব্য]
- “যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন ; এমন খাঁটি বাঙ্গালায় এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই।”
[বঙ্কিমচন্দ্র ; ঈ.গু.জী.ক. ৩য় পরিচ্ছেদ]
- “ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) যুগসন্ধিকালের কবি ও ইহার রুচি নিয়ামক। তাঁহার কবিতার মধ্য ও আধুনিক যুগের সংমিশ্রণ ধারাটি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য গোচর হয়।”
[শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা]
- “কবি ঈশ্বরগুপ্তকে আমরা ‘ভোরের পাখী’ বলতে পারি তিনি কাব্য কবিতার মাধ্যমে যে প্রভাত কলরব সৃষ্টি করেন, তাহারা সুর পুরাতন প্রবাহের শেষ তরঙ্গধ্বনি অথবা নবীন প্রাণবর্তার আদিম মন্দ্রগুঞ্জরণ ; তাহাই আমাদের বিচার করিতে হইবে।”
[অসিত কু. বন্দ্যোপাধ্যায় ; ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য ১৯৬৫]

➤ নির্বাচিত কবিতা :

কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থের নাম	পত্রিকা প্রকাশ	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
তত্ত্ব (ত্রিপদী ছন্দ)	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	x	কলেবর কুটীরেতে ইন্দ্রিয় তরুর	পল ফেলে ধান্য লয়, কৃষক যেমন।।
বড়দানি	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	x	খ্রীষ্টের জন্মদিন, বড়দিন নাম।	করিবে করিয়া কৃপা হও, আশুতোষ।।
স্নানযাত্রা (ত্রিপদী ছন্দ)	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	x	শুনে বলি হরি যাই - সাধু সাধু সাধু তাই	ঘরে যেন মুক্তি স্থান পাই
পাঁটা	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	x	রসভরা রসময়; রসের ছাগল	সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে যায় চলে।।
তপসে মাছ	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	১২৫৬ সালে ৩১ জৈষ্ঠসংবাদ প্রভাকর	কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়	হয় রে তপস্যা তোর তপস্যার কি জোর।।
আনারস	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	১২৫৬, ২৮শে আষাঢ়, সংবাদ প্রভাকর	বন হতে এল এক টিয়ে মানোহর।	পালো এসে বাস করো মরণের কালে।।

পিঠা-পুলি	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	x	সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা	মাঝে মাঝে হাস্যরবে সুখের যৌতুক।।
-----------	----------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------------

তত্ত্ব

তত্ত্ব কবিতায় কবি কলেবর কুটিরে তক্ষর ইন্দ্রিয়ে র কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে সমস্ত জীবরা অজ্ঞান হয়ে আছে সেখানে কেউ শিবের উপাসনা করে না, ভক্তি করে না। মান এবং হুঁষ অর্থাৎ জ্ঞান মানুষের আছে, যা পশুর থাকে না। জ্ঞান ছাড়া মানুষ ও পশুতে কোনো তফাৎ নেই। আবার হোম যজ্ঞ পূজাচর্চা করে মানুষ ঠিকিয়ে শিব সেবা হয় না, মানুষ নিজ সংসারের ভালো কাজের মধ্যে সুখ খোঁজার চেষ্টা যেখানে জীব জ্ঞানে শিব সেবা সার্থক হয়। শুধু পুঁথি পড়ার কোনো অর্থ বা মর্ম না বোঝে। যেমনভাবে জ্ঞানীরা শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানকে গ্রহণ করে, যেমন করে পল ফেলে কৃষকরা ধান নেয়। প্রেম ভক্তি সবকিছুর আধার হল ভগবানের ভক্তি। সেই ভক্তির দ্বারা প্রভুর চরণে মন সঁপে দিতে হবে যার মাধ্যমে মোক্ষ লাভ সম্ভব।

- ঈশ্বর গুপ্তের ‘তত্ত্ব’ কবিতার স্তবক সংখ্যা ১২টি।
- ‘তত্ত্ব’ কবিতায় মোট লাইন সংখ্যা - ৯৬
- ‘তত্ত্ব’ কবিতায় ‘প্রতি স্তবকের লাইন সংখ্যা - ৮
- ‘তত্ত্ব’ কবিতায় মুক্তির একমাত্র কারন বলা হয়েছে মনকে।
- ‘তত্ত্ব’ কবিতায় বলা হয়েছে যে মানুষ যদি রিপুজয়ী না হয় এবং জ্ঞান অর্জন করতে না পারে তবে পশুর সাথে তার কোনো তফাৎ নেই।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- কলেবর কুটিরেতে ইন্দ্রিয় তক্ষর।
ধরিয়া প্রবল বল, আছে নিরন্তর।।
- নিজ ঘরে চুরি তার শাসন না হয়।
হরিতে পরের ধন ব্যাকুল হৃদয়।।
- নর যদি রিপুজয়ী, জ্ঞানেতে না হবো।
পশুর সহিত তার, প্রভেদ কি তবে।।
- আপনারে বড়ে বলে; মরে অভিমানো।
অথচ সে আপনারে; কভু নাহি জানো।।
- ডাক ছেড়ে মন্ত্র পড়ে, হোম করে কতা।
নানারূপ বেশ ধরে, দাস্তিকের মতা।।
- সবই আসক্ত মন, সংসারের সুখে।
শোক আর তাপ পেয়ে, দন্ধ হয় দুখে।।
- বৃথা পরিশ্রম করে, হরে আয়ুধন।
অবোধের পাঠ আর, অন্ধের দর্পণ।।
- দেখিব প্রত্যক্ষ যাহা, মেনে লবে তাই।
বচন গ্রহণে কোন, প্রয়োজন নাই।।
- অমৃত ভোজন করি তৃপ্তিলাভ যার।
আহারের প্রয়োজন, কিছু নাহি তার।।
- শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানী করে, জ্ঞানের গ্রহণ।
পল ফেলে ধান্য লয়, কৃষক যেমন।।

বড়দিন

কবি ঈশ্বরগুপ্ত যিশুখ্রিস্টকে খ্রিষ্টানেরা বড়দিন হিসাবে পালন করলেও খ্রিষ্টানদের বেল্লাপনার মূল উৎসবের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কোলকাতা শহরের কেরানী ; দেওয়ানেরা সাহেবদের বাড়িতে বড়দিন উপলক্ষে ভেটকি মাছ; কমলালেবু ; মিছরি ; বাদাম ইত্যাদি বস্তু উপহার পাঠান। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানুষরা এই বড়দিন উপলক্ষে আনন্দে যেতে ওঠে। মেরি মাতার কোলে যেমন শিশু যিশু শোভা পায় তেমনি যশোদার কোলে গোপাল শোভা পায়। স্বপ্লাদেশে কুমারী মেরি মাতার কোলে যিশু খ্রিষ্টের জন্ম হয় বলে, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়। বড়দিন উপলক্ষে শহরের রাস্তায় আন্দুস, পিন্দুস, ডিঙ্গুস, মেডুস, ডিকোষ্টা তিরোজা , জোনা, ডিসোজা গথিস জেসু নেসু কেশু প্রভৃতি বিদেশি ভিড় জমায়ে। কবিতায় জাহ্নবী নদী ও টপ্পা

গানের উল্লেখ আছে। কবিতার শেষে কবি পরিহাস ছলে বলেছেন কেউ যেন এ কবিতার দোষ না ধরেন। আর সেজন্য তিনি আশুতোষের কাছে কৃপাপ্রার্থী।

- ‘বড়দিন’ কবিতাটি মোট লাইন সংখ্যা - ১৬৬
- ঈশ্বরগুপ্তের উৎসব বিষয়ক কবিতা হল - বড়দিন
- খ্রিষ্টানদের বেলেগ্লাপনায় মূল উৎসবের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।
- খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ - বাইবেল। এর দুই ভাগ ওল্ড টেস্টামেন্ট ; নিউ টেস্টামেন্ট।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- ‘খ্রীষ্টের জন্মদিন, বড়দিন নাম।
বহু সুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম।।’
- “‘কেথলিক দল সব প্রেমানন্দে দোলো।
শিশু ঈশ্বর গড়ে দেয় ; মেরি মার কোলো।”
- “‘শিষ্যগণ সঙ্গে সদা ; যুগি জেলা জেলো।
সবে বলে এই প্রভু ঈশ্বরের ছেলো।”
- “‘পাপী পরিভ্রাণ হেতু করুণানিধান।
জুশের জুশের ঘায়ে তাজিলেন প্রাণ।।”
- “‘ওল্ড এক টেস্টামেন্ট, গোল্ড তার বাঁধা।
কোল্ড করে মানুষের লাগাইয়া ধাঁধা।।”
- “‘শক্তি সহ ভক্তিভাবে, খেয়ে মাংস মদ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ।।”
- “‘কোনোরূপে পিঁ্ডি রক্ষা ; ঐটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাড়ে ; বেনোজলে নেয়ে।।”
- “‘সাহেবের হুড়াহুড়ি ; জাহবীর জলো।
করিতেছে ‘রোটরেস’- সেলের সকলো।।”
- অতএব কেহ চার ধরিবে না দোষ
করিবে করিয়া কৃপা, হও আশুতোষ।।”

www.teachinnns.com - A compilation of six products: Text, PYQs, MCQs, LMS, OMT, DU

‘স্নানযাত্রা’ ঈশ্বরগুপ্তের সমাজ চেতনা বিষয়ক কবিতা। বৃষ পূর্ণিমার দিন মাহেশের মহামেলায় স্নানযাত্রায় দলে দলে জনসমাগম হয় মাহেশে মহামেলার দিন পুন্যার্থীরা পৈতৃক তসর ছেড়ে বিলাতি জুতো ও ধোপা ধুতি পরিছেন। চাঁপাতলা শূন্য করে নরহরির দল ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। হাড়ি, মুচি, যুগী, জেলা ও চোখের পোলা (মুসলিমরা) দলে দলে স্নানের উদ্দেশ্যে যায়।

মাহেশে যারা স্নান করতে যান তারা সকলেই শাক্ত কিন্তু কেউ উপযুক্ত ভক্ত নয়। মাহেশে বৃষ পূর্ণিমার দিন বাবু হয় ধোপারা। মাহেশের স্নানযাত্রার বিষয়টিকে তিনি কবিতায় বর্ণনা করেছেন।

- ‘স্নানযাত্রা’ কবিতায় কাক ও ফিঙের নাম রয়েছে।
- ‘স্নানযাত্রা’ কবিতায় আম, কাঠাল এর উল্লেখ আছে।
- কবিতায় হাতির নাম উল্লেখ আছে এবং এর লিচু, মোড়া প্রভৃতি খাবারের নাম রয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- ফুলায় বুকুর ছাতি যেন নবাবের নাতি
হাতী কিনে হয়ে বসে ভূপা।।
- পূর্ণ হল ইচ্ছা যেটা স্থান আর দেখে কেটা
স্নান পান এক ঠাই বসে।।
- বসিল না হয় তায় অখিল ভরিয়া খায়
মনে মনে সাধ আছে খুব।।

পাঁটা

ঈশ্বরগুপ্ত একবার জলপথে ভ্রমণে বেরিয়ে আহার সন্ধানে প্রচুর কষ্ট পাবার পর অবশেষে একটি পাঁটা সংগ্রহ করে তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করেছিলেন। তৃপ্তির সহিত ভোজন পূর্বক এই কবিতাটি তিনি রচনা করেন ‘পাঁটা’। পাঁটার মহিমাকীর্তন করেছেন অর্থাৎ এটি খাদ্যবস্তু বিষয়ক কবিতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাগলের গুন দেখে অভিমান করে বরাহরূপ ধারণ করেন। যবন-হিন্দু বরাহকে আপমান করলেও ইংরেজরা তার মান রেখেছে। হোটোলে বরাহ মাংস হ্যাম নামে বিক্রি হয়। প্রতিদিন প্রাতে উঠে ‘পাঁটা’ বলতে বলতে স্বর্গে চলে যাবো।

- ‘পাঁটা’ কবিতার মোট লাইন সংখ্যা - ১২৪
- ‘পাঁটা’ কবিতাটি ভিন্ন পাঠ হল -পাঁঠা
- পাঁটার মহিমাকীর্তন ঈশ্বরগুপ্তের পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাতেও পাওয়া যায়। কবিতাটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উবশী কবিতার প্যারোডি সর্বশী নামে পরিচিত।
- ড. রেণুপদ ঘোষের মতে কাশীরাম দাশের মহাভারতের অনুসরণেই ঈশ্বরগুপ্ত পাঁটার মহিমাকীর্তন করেছেন।
- “‘তিনি ‘পাঁটা’ কবিতা সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পাঁটার সাদা ও কালো ছানাগুলিকে কানাই বলাইয়ের সাথে তুলনা করিয়াছিলেন। কানাই বলাই যেমন গোষ্ঠে খেলা করিয়াছিলেন, ইহারও সেই রূপ খেলা করো”

[রাজনারায়ন বসু ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা]

তপসে মাছ

তপসে মাছের গুণগানের বর্ণনা করতে গিয়ে ঈশ্বরগুপ্ত কখনো কখনো একে ‘সকলের গুরু’ এবং ‘খড়দার প্রভু’ নিত্যানন্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কুড়ি টাকা দরে তাজা তাজা তপসে মাছ কেনার কথা আছে। তপসে মাছ নোনা জলে বাস করে। সাহেবরা তপসে মাছকে ম্যাসেফিস বলে। সমুদ্রমুখ কালে দেবাসুরের যুদ্ধে যে অমৃত উঠেছিল, সেই অমৃত ভক্ষণ করে তপসে মাছের সুরমধু আশ্বাদন হয়েছে। উলুবেড়িয়ার গাঙে সাগরের নোনা জলে তপসে মাছ বিহার করলে ও নগরের উত্তরের দিকে তার যাতায়াত নেই। তপসে মাছ যদি দাড়ি গৌফ নেড়ে উজানের পথে আসে তাহলে ছেলে মেয়েরা শীখ ঘন্টা বাজাবে। কবি বলেছেন যদি মিঠে জলে তপসে মাছ আসে তাহলে কবি ভিটে মাটি বেচে পুজো দেবেন। কবি তপসে মাছে ডিম, তপসে মাছের ভাজা, বোল ও বাল খেতে চান।

- ‘তপসে মাছ’ কবিতাটি ১২৫৬ সালে ৩১শে জৈষ্ঠ ‘সংবাদ প্রভাকর’ এ প্রকাশিত হয়।
- তপসে মাছ কবিতাটি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হলে কবিতাটির শেষে রচয়িতা নামের পরিবর্তে মুদ্রিত ছিল - ‘তাহুৎ পোটুক’ এবং সব শেষে মুদ্রিত ছিল ‘চাই এন্ডাওয়ালো তপসে মাছ’।
- তপসে মাছ কি মাছের মতো ১০।১২ আঙ্গুল চ্যাপ্টা দেহ ; সোনা রঙের যে মাছ সমুদ্র থেকে গঙ্গায় আছে সেই মাছ দেখে রঙ্গ-কৌতুক প্রিয় কবির তপস্বীর কথা মনে পড়ে যায়।
- ‘তপসে মাছ’ কবিতায় মোট লাইন সংখ্যা - ১০৮ টি

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- কষিত কনককান্তি কমণীয় কায়।
গালভরা গৌফ-দাঁড়ি-তপস্বীর প্রায়।।
- পাখী নও ধর মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্ট রস সব অঙ্গ মাখা।।
- অমৃত ভক্ষন তাই এরূপ প্রকার।
সুমধুর আশ্বাদন হয়েছে তোমায়া।।
- জন্ম-ত্রয়ো হও তুমি রসমতী সতী।
পোয়াতীর গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী।।

আনারস

‘আনারস’ কবিতাটি সমসাময়িক প্রাকৃতিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। আষাঢ় মাসেই বাজারে প্রচুর আনারস পাওয়া যায়। তাই আষাঢ় মাসেই ঈশ্বরগুপ্ত আনারস কবিতা রচনা করেন। নন্দনবনে দেবরাজ ইন্দ্র শচীকে ছেড়ে আনারস আলিঙ্গন করার পর থেকে আনারসের গায়ে সহস্র লোচনের জন্ম হয়। আনারস তুলনামূলকভাবে সস্তা, তাই আনারস সবাই খেতে পারলেও বেদানা সবাই খেতে পারে না। বেদানার যশ থাকলেও তা কেবলমাত্র ধনী লোকেরা উপভোগ করতে পারে। কবি উল্লেখ করেছেন

আনরসের স্বাদ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। যুবকের কাছে যুবতীর অধরামৃত। বৃদ্ধের কাছে হরিনাম সুখ, বালকের কাছে জননীর স্তন।

- ‘আনারস’ কবিতাটির প্রকাশ কাল - ১২৫৬, ২৮ আষাঢ় (১৮৪৯সালে ১১ই জুলাই) প্রথম সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়।
- ‘আনারস’ কবিতায় ১১৬ টি লাইন রয়েছে।
- সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত এই কবিতাটির শেষে কবি রঙ্গ করে নিজের নামের পরিবর্তে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখেছেন - ‘একখানি আনারস’।
- ‘আনারস’ সম্পর্কে লোকসমাজে প্রচলিত ধাঁধা -
“বন হোতে এল এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপোর শোভে, মাথায় ভিতর।।”
[ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য]

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- রূপের সহিত গুণ সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে ত্রিভুবনময়।।
- ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু গায়।
নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায়।।
- তিন লোক জয় করে তব আশ্বাদন।
বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন।।
- যুবতী অধরামৃত যুবকের কাছে।
- হরিনাম সুখ তুমি বৃদ্ধের কাছে।
- ত্রিভুগতে তব গুণে বাধা আছে সব।
বিন্দুরস পান করি প্রাণ যায় সব।।
- রস পেয়ে জনা গেল স্বর্গ থেকে আনা।
নানা-রস শ্রেষ্ঠ তুমি তোমার প্রণাম।।

www.teachinns.com - A compilation of six

products: Text, PYQs, MCQs, LMS, OMT, DU

পিঠা-পুলি

কবি ঈশ্বরগুপ্তের পৌষ পার্বণের দিনে হিন্দু সংসারের একটি চিত্র তুলেছেন, দৈনন্দিন জীবনে নারীদের ব্যস্ততা তার মধ্যে পৌষ পার্বণের পিঠা পুলির বন্দোবস্ত করা স্বামীর প্রতি কর্তব্য, ছেলেপিলেদের প্রতি কর্তব্য সংসার কলহ প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কবি তুলে ধরেছেন। বিশেষত নারীদের জীবন প্রণালী নারীদের সংসারের প্রতি দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

- পিঠা-পুলি কবিতাটির মোট লাইনের সংখ্যা ১৫২।
- কবিতায় তুক তাক মন্ততন্ত্র এর কথা উল্লেখ রয়েছে।
- কবিতায় গঙ্গাজলের উল্লেখ রয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গভরা।।
- কি বলিব বাপ মায়, কেন দিলে বিয়ে।
এক দিন সুখ নাই, ঘরকন্না নিয়ে।।
- আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলির অশেষ প্রকার।।
- তরুনী রমণী যত, একত্র হইয়া।
তামাসা করিছে সুখে, জামাই লইয়া।।
আহারের দ্রব্য লয়ে কৌশল কৌতুক।
মাজে মাজে হাস্যরবে, সুখের যৌতুক।।

Unit – 4 নকশা ও উপন্যাস

Sub Unit – 1:

ছতোম পাঁচাচর নকশা - কালীপ্রসন্ন সিংহ

Sub Unit – 2:

বিশ্ববৃক্ষ - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Sub Unit – 3:

শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Sub Unit – 4:

পথের পাঁচালী - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

Sub Unit – 5:

পুতুলনাচের ইতিকথা - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

Sub Unit – 6:

রাধা - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

Sub Unit – 7:

টোড়াইচরিত মানস - সতীনাথ ভাদুড়ী

Sub Unit – 8:

তুঙ্গভদ্রার তীরে - শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

Sub Unit – 9:

তিতাস একটি নদীর নাম - অদ্বৈত মল্লবর্মণ

Sub Unit – 10:

প্রথম প্রতিশ্রুতি - আশাপূর্ণা দেবী

Sub Unit – 11:

নির্বাস - অমিয়াভূষণ মজুমদার

Unit - 4: Sub Unit - 1

ছতোম প্যাঁচার নক্সা - কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালী প্রসন্ন সিংহ - জন্ম - ১৮৪০ খ্রি:

মৃত্যু - ১৮৭০ খ্রি:

উপন্যাসের নাম - ছতোম প্যাঁচার নক্সা, প্রকাশকাল - ১৮৬১

পরিচ্ছেদ - ৩৪টি পটভূমি - তৎকালীন কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিষয়বস্তু লেখা হয়েছে। এছাড়া মাত্র তের বছর বয়সে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। যা ‘বিদ্যোৎসাহিনী’ সভা নামে পরিচিত। ‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’র নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ‘বিদ্যোৎসাহিনী’ পত্রিকার প্রকাশকাল ২০ এপ্রিল ১৮৫৫। ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ নামে আর একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন কালীপ্রসন্ন। ‘ছতোম’ লেখকের ছদ্মনাম।

১৮৬০ এর দশকে যে নকশা সাহিত্য ‘আলালী ভাষায়’ ধারায় আসর মাতিয়েছিল তার মধ্যে চারটি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে অন্যতম হল কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘ছতোম প্যাঁচার নকশা’। ছতোম তার নকশায় যে কলকাতাকে দেখেছেন সে এক আধা-গ্রামীণ আধা-নাগরিক সভা নিয়ে আত্মপরিচয় খুঁজছে। তার পেছনে আছে প্রায় শত বর্ষের কোম্পানিশাসন এবং অর্ধতাব্দীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে বিকারগ্রস্ত সংস্কৃতি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদার ও ভূমিরাজস্বকে বিনিয়োগ ও মুনাফার লোভনীয় ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। বণিক সম্প্রদায়, অনভিজাত সম্পন্ন বাঙালি, অর্থবান দেওয়ান গোমস্তারা এই নতুন মুনাফার ব্যবসায় যোগ দিয়ে জমিদার হল। এদের অনেকেই ছিল কোম্পানির কর্তাদের অনুচর, সহকারী ও দালাল। জমিদারি দুটো সুযোগ দিয়েছিল। প্রথমত অর্থ বিনিয়োগ ও মুনাফার সুযোগ। দ্বিতীয়ত অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার সুযোগ।

সমালোচক শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস মহাশয় যে মন্তব্য করেছিলেন ‘তাহার রচনা কৌশল এমনই অপূর্ব যে, পড়িতে পড়িতে সেই কলিকাতাকে আমরা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পারি।’ কিংবা যখন বলেন - ‘‘আলালের ঘরের দুলাল বিস্মৃত হইলে টেকচাঁদও বিস্মৃত হইবেন, কিন্তু চলিতভাষা ও সামাজিক নকশা যতদিন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন ছতোমের মৃত্যু নাই’’, তখন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলা সাহিত্যে কালীপ্রসন্নের অবদান অনস্বীকার্য।

‘ছতোম প্যাঁচার নকশা’র বিভিন্ন অধ্যায়গুলিতে দেখানো হয়েছে -

ভূমিকা উপলক্ষ্যে একটা কথা - ভূমিকাতে লেখক বলেছেন ‘ছতোম প্যাঁচার নকশায় বর্ণিত তৎকালীন বাংলা ভাষা ও কলকাতার তথাকথিত বাবু সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু আলোচনা।

দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা - ‘ছতোম প্যাঁচার নকশা’র মুদ্রন ও প্রচার সম্পর্কে নানা সমালোচনা আলোচনা ও পাশাপাশি ‘আপনার মুখ আপনি দেখ’ নামক অপর একটি গ্রন্থের প্রকাশ ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা।

কলিকাতার চড়ক পার্বণ চড়ক উৎসব অর্থাৎ শিবের গাজন উপলক্ষ্যে কলকাতার বাবুদের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম, উৎসবের দিনগুলির বর্ণনা ও তথাকথিত বাবু সম্প্রদায়ের নানা রূপ বর্ণিত হয়েছে।

কলিকাতার বরোয়ারি পূজা - কলকাতা শহরে তৎকালীন বাবু সম্প্রদায়ের মূর্তি তৈরী থেকে শুরু করে, চাঁদা তোলা ও তিন-চার দিন ব্যাপি সং, হাফ, আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আমোদ প্রমোদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

হজুক: - কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে সে সময়ের হজুগের কথা বলা হয়েছে।

ছেলেধরা - লেখকের ছেলেবেলায় কলকাতায় নানা জিনিসের পাশাপাশি কাবুলীওয়ালাদের ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে কাবুলে নিয়ে চলে যাওয়ার গুজবের কথা আছে।

প্রতাপচাঁদ - বিভিন্ন গুজবের মধ্যে বর্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদের মারা যাওয়ার পর আবার ফিরে আসা ও সুপ্রিমকোর্টে জাল প্রমাণিত হওয়ার কাহিনীর কথা বলা হয়েছে ‘প্রতাপচাঁদ’ অধ্যায়ে।

মহাপুরুষ - এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ভদ্র মহাপুরুষদের উত্থান এবং শেষে তার কীর্তি সামনে প্রকাশ হয়ে যাওয়াতে অধঃপতনে যাওয়ার কথা আছে।

লালা রাজাদের বাড়ির দাঙ্গা - লেখকেরা স্কুলে গিয়ে শৌনেন একদল গোরা ইংরেজ মাতাল লালা রাজাদের বাড়ির ৪-৫ জন দরোয়ানকে হত্যা করে এবং পরে সঠিক খবর জানা যায় যে একজন দারোয়ানকে একজন ফিরিঙ্গি শিকারি গুলি করে।

ক্রিস্টানি হুজুক রনজিৎ সিংহের পুত্র দিলীপ ও বিভিন্ন মানুষের ক্রিস্টান হয়ে যাওয়ার হুজুক ওঠে ও কিছুদিন পরে আবার থেমে যায়।

মিউটনি - ইংরেজদের সাথে দেশের মানুষের বিভিন্ন কারনে বিরোধ ও ইংরেজদের ক্ষেপে উঠার হুজুক ও পাশাপাশি হিন্দুদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করার জন্য সেপাইদের ক্ষেপে ওঠার হুজুক বর্ণিত হয়েছে।

মরাফেরা - হঠাৎ করে হুজুক ওঠে ১৫ কার্তিক রবিবার দশ বছরের মধ্যে মরা মানুষরা যমালয় থেকে ফিরে আসবে ও অবশেষে সেই দিন এলে যখন কেউ ফেরেনা তখন হুজুক থেমে যায়।

আমদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা - এই অধ্যায়ে লেখকদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকদের নিন্দা, হিংসাদেব বর্ণিত আছে।

নানা সাহেব - এই অধ্যায়ে নানা সাহেবের দশ বারোবার মারা যাওয়া ও রক্তবীজের মতো বেঁচে ওঠার হুজুক বর্ণিত হয়েছে।

সাতপেয়ে গোরু : সাতপেয়ে গোরুর হুজুকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

দরিয়াই ঘোড়া - সাতপেয়ে গোরু মতন দরিয়াই ঘোড়ার ও হুজুকের কাহিনী বর্ণিত আছে।

লখনৌয়ের বাদশা - লখনৌয়ের বাদশার কয়েদ থেকে ছাড়া পাওয়া ও ফিরে আসার দিন শহরে বড় গুলজার-এর কাহিনীর বর্ণনা আছে।

শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় - শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুজুকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ছুঁচোর ছেলে বুঁচো : শহরে তথাকথিত বড় মানুষদের অন্যদের ঠকিয়ে সম্পত্তি নেওয়া মোড়ল হওয়ার কথা বর্ণিত আছে।

জাস্টিস ওয়েলস - জাস্টিস ওয়েলস এর বাঙালিদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য এর বিরোধিতায় বিভিন্ন সভার আয়োজন ও অবশেষে ওয়েলসকে থামানো বর্ণিত হয়েছে।

টেকচাঁদের পিসী - টেকচাঁদ ঠাকুরের টেপী পিসী ওয়েলসের মুখরোগের ওষুধ হিসাবে নারকেল মুড়ি ও ঠনঠনে নিমকীর প্রস্তাব দেন।

পাদরি লং ও নীলদর্পন - নীলকর সাহেবদের হাঙ্গামায় কৃষ্ণনগর রায়তদের ক্ষেপে ওঠা, ইন্ডিগো কমিশন ও বিভিন্ন কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

রামপ্রসাদ রায় - রামপ্রসাদ রায়ের ব্রাহ্মধর্ম ও প্রচারক বাপের মৃত্যুর পর তার সপিভন ও বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত আছে এই অধ্যায়ে।

রসরাজ ও যেমন কর্ম তেমন ফল : রামপ্রসাদ রায়ের সপিভনে উপস্থিত হওয়ার জন্য ঘরে ঘরে তুমুল কাণ্ড বেঁধে যাওয়ার ঘটনা, ‘রসরাজ’ ও তার জুড়ি, ‘যেমন কর্ম তেমন ফল’ কাগজের কথা বর্ণিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

বুজরুকি : হরিভদ্রর খুড়ো সিমলে পাড়ার মহাপুরুষ সন্ন্যাসী মরা বাঁচিয়ে তোলা ও নানান বুজরুকির কথা বলেন ও শেষে সেই সন্ন্যাসীর বুজরুকি ধরা পড়ে।

হোসেন খাঁ : হজরত জিনিয়াই সিদ্দ হোসেন খাঁ-র অদ্ভুত কীর্তি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ভুত নাবানো - একজন ভুতচালা বা ওঝার ভুত নাবানোর বুজরুকি ও অবশেষে তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনা আছে।

নাককাটা বন্ধ : সিমলে পাড়ার বন্ধবেহারিবাবু তথা নাককাটা বন্ধর বাড়িতে এক সন্ন্যাসীর নানা বুজরুকি ও শেষে তার কীর্তি ফাঁস প্রভৃতি ঘটনার কথা আছে।

বাবু পদ্যালোচন ওরফে হঠাৎ অবতার : বাবু পদ্যালোচন হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠে ও বিভিন্ন ভাবে টাকা রোজগার ও ধীরে ধীরে সমাজে বাবু হয়ে ওঠার কাহিনী বর্ণিত আছে এই অধ্যায়ে।

মাহেশের স্নানযাত্রা : গুরুদাস গুঁই-এর মাহেশের স্নানযাত্রা উৎসবে বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদ ও বন্ধুবান্ধবের সাথে স্নানযাত্রার জন্য নৌকা যাত্রার বর্ণনা আছে এই অধ্যায়ে।

রথ : স্নানযাত্রার পর রথযাত্রার কথা বলা হয়েছে এখানে।

দুর্গোৎসব : বাঙালীর প্রিয় উৎসবের কথা আছে। দুর্গোৎসবের প্রতিটা দিনের আলাদা আলাদা অনুষ্ঠান ও বিসর্জনের বর্ণনা আছে।

রামলীলা : দুর্গোৎসবের পর রামলীলা কিভাবে অনুষ্ঠিত হতো সে বিষয়ের সবিস্তারে বর্ণনা আছে। রামলীলার মেলা দেখতে যাওয়ার বর্ণনা করেছেন লেখক এই পরিচ্ছেদে।

রেলওয়ে : দুর্গোৎসবের ছুটিতে হাওড়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত রেলওয়ে চালু হওয়া এবং প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ বারানসী দর্শনে যাওয়ার বর্ণনা আছে এই অধ্যায়ে।

তথ্য

- ১। কালী প্রসন্ন সিংহের রচিত ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। যোল পৃষ্ঠার ছোট পুস্তিকা ছিল প্রথম খন্ড প্রকাশকালে।
- ২। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’র প্রথম খন্ডের আখ্যাপত্র ছিল এরূপ - হুতোম প্যাঁচার নকশা। চড়ক। প্রথম খন্ড। “উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা কালোহয়ং নিরবধিবিপুল চ পৃথবী”। ভবভূতি। আশমান।
- ৩। প্রথম খন্ড রামপ্রেসে মুদ্রিত। নং ৮৪ হুঁকো রাম বসুর স্ট্রিট। এর মূল্য পয়সায় দু খানা।
- ৪। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ প্রথম ভাষা প্রকাশিত হয় এই সংস্করণে যুক্ত হয় ‘ভূমিকা উপলক্ষ্যে একটি কথা’ নামক মুখবন্ধটি।
- ৫। ১৮৬৩ সালে বইটির দ্বিতীয় ভাগ - রথ, দুর্গোৎসব, রামলীলা ও রেলওয়ে যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।
- ৬। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে নকশাটির প্রথম ভাগের সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাঁধিয়ে প্রচার করা হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ১৮০+৫৪ = ২৩৪ টি।
- ৭। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে মুলুকচাঁদ শর্ম্মাকে। এই মুলুকচাঁদ শর্ম্মা হলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

উদ্ধৃতি

- ১। “বেওয়ারিস লুচির ময়দা বা হইরি কাদা পেলে যেমন নিকর্মা ছেলে মাত্রই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খালা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙালি ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কছেন”। (ভূমিকা উপলক্ষ্যে একটি কথা)
- ২। “জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নকশা প্রসব করেছে সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুকু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য - অবলম্বন স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক” - (দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা)
- ৩। “অজগর ক্ষুধিত হলে আরসুলা খায়না ও গায়ে পিপড়ে কামড়ালে ডস্ক ধরে না। হুতোমে বর্নিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থাকরেরও সেই সম্পর্ক”। (দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা)
- ৪। “ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরও ছোঁ মারে। মানুষ তো কোন ছার”। (কলিকাতার চড়ক পার্বন)
- ৫। “কলিকাতা শহর রত্নাকর বিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই”। (কলিকাতার চড়ক পার্বন)
- ৬। “কলকেতা শহর বড়ই গুলজার - গাড়ির হরবা, মহিমের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদে কেঁদে ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠতে বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়”। (কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা)
- ৭। “নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গেল। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো”। (কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা)
- ৮। “সময় কারুরই হাত ধরা নয় - নদীর স্রোতের মত - বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত বাবুরই অপেক্ষা করে না”। (কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা)
- ৯। “নববধূর বাসরে আমোদ করবার জন্যে তারাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুটলেন - হৃদয়রঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই - কারণ, চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর একমাত্র তিনিই অনন্যগতি”। (কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা)
- ১০। “অপরিচিত সংসার হৃদয় - কমলকুসুম হতেও কোমল বোধ হয়ত, সলকেই বিশ্বাস ছিল; ভূত পেত্নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর রোমাঞ্চ হত - হৃদয় অনুপাত ও শোকের নামও জানত না - অমর বর পেলেও সেই সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কওে ইচ্ছা হয় না”। (মহাপুরুষ)
- ১১। “বাংলা দেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্ধমানের তুল্য চিড়িয়াখানা আর কোথাও নাই - সেখায় তত্ত্ব, রত্ন, লঙ্কার, উল্লুক প্রভৃতি নানারকম আজগুবি কেতাব জানোয়ার আছে, এমনকি এক আদটির জোড়া নাই”। (দরিয়াই ঘোড়া)

- ১২। “ধর্মের এমনি বিশুদ্ধ জ্যোতি - এমনি গম্ভীর ভাব, যে তার প্রভা প্রভাবে, ভয়ে ভন্ডামো, নাস্তিকতা ও বজ্রজাতি সুরে পালায় চারিদিকে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোত বইতে থাকে - তখন বিপদসাগর জননীর স্নেহময় কোল হলেও কোমল বোধ হয়”। (রামপ্রসাদ রায়)
- ১৩। “প্রচন্ড রৌদ্রকান্ত পথিক অভিষ্ট প্রদেশে শীঘ্র পৌঁছবার জন্যে একমনে হন্ হন্ করে চলছেন, এমন সময় হঠাৎ যদি একটা গৌড়িভাঙা কেউটে রাস্তায় শুয়ে আছে দেখতে পান, তা হলে তিনি যেমন চমকে ওঠেন, এই সংসারে আমরাও কখনো মহাবিপদে এরকম অবস্থায় পড়ে থাকি, তখন এই দৃষ্ট হৃদয়ের চৈতন্য হয়”। (রামপ্রসাদ রায়)
- ১৪। “টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কঁপে ওঠেন”
- (বাবু পদালোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতারা)
- ১৫। “ক্রমে সুখ - তারার সীতি পরে হাসতে হাসতে উষা উদয় হলেন। চাঁদ তারাদল নিয়ে আমোদ কহিলেন, হঠাৎ উষারে দেখে লজ্জায় স্তলন হয়ে কাঁদতে লাগলেন, কুমুদিনী ঘোমটা টেনে দিলেন”। (মাহেশের স্নানযাত্রা)
- ১৬। “সূর্যদেবও সমস্ত দিন কমলিনীর সহবাসে কাটিয়ে সূর্যত পরিশ্রান্ত নজরের মত ক্লান্ত হয়ে ক্লান্তি দূর করবার জন্যেই যেন অস্ত্রাচলে আশ্রয় কল্লেন, প্রিয় সখী প্রদোষের পিছে অভিসারিণি সন্ধ্যাবধু ধীরে ধীরে সতিনী শবরীর অনুসরণে নির্গতা হলেন, রহস্যজ্ঞ অন্ধকার সমস্ত দিন নিভুতে লুকিয়েছিল, এমন পাখিদের সংকেত বাক্যে অবসর বুঝে ক্রমশ দিকসকল আচ্ছাদিত করে নিশানাথের নিমিত্ত অপূর্ব বিহারস্থল কণ্ঠে আরম্ভ কল্লেন”। (রামলীলা)

মন্তব্য

- ১। “হুতোম ভাষা দরিদ্র, ইহার পর শব্দ নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেনম বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং সেখানে অশ্লীল নয়। সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোম পৈচা লিখিয়াছিলেন তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না”। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
- ২। “আলালের ঘরের দুলাল” (১৮৫৮) ও “হুতোম প্যাচার নকশা”র (১৮৬২) ঘটনার ভিতর দিয়া চরিত্র চিত্রণে ও জীবনের খন্ডাংশের রসসিক্ত বর্ণনার ঔপন্যাসিক আদর্শের সচেতন অনুসরণ করিয়াছেন”। (শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়)

Unit – 5 ছোটগল্প

Sub Unit – 1:

- ৫.১.১ - কুড়ানো মেয়ে (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)
৫.১.২ - বিবাহের বিজ্ঞাপন (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

Sub Unit – 2:

- ৫.২.১ - শ্রীপতি সামন্ত (বনফুল)
৫.২.২ - হৃদয়েশ্বর মুখুজ্যে (বনফুল)

Sub Unit – 3:

- ৫.৩.১ - মশা (প্রেমেন্দ্র মিত্র)
৫.৩.২ - সংসার সীমান্তে (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

Sub Unit – 4:

- ৫.৪.১ - শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড (পরশুরাম)
৫.৪.২ - উলট পুরাণ (পরশুরাম)

Sub Unit – 5:

- ৫.৫.১ - চোর (নরেন্দ্রনাথ মিত্র)
৫.৫.২ - রস (নরেন্দ্রনাথ মিত্র)

Sub Unit – 6:

- ৫.৬.১ - সুন্দরম (সুবোধ ঘোষ)
৫.৬.২ - ফসিল (সুবোধ ঘোষ)

Sub Unit – 7:

- ৫.৭.১ - মতিলাল পাদরি (কমলকুমার মজুমদার)
- ৫.৭.২ - নিম্ন অন্নপূর্ণা (কমলকুমার মজুমদার)

Sub Unit – 8:

- ৫.৮.১ - স্বীকারোক্তি (সমরেশ বসু)
- ৫.৮.২ - শহীদদের মা (সমরেশ বসু)

Sub Unit – 9:

- ৫.৯.১ - সমুদ্র (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী)
- ৫.৯.২ - গিরগিটি (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী)

Sub Unit – 10:

- ৫.১০.১ - জননী (বিমল কর)
- ৫.১০.২ - ইদুর (বিমল কর)

Sub Unit – 11:

- ৫.১১.১ - আত্মভুক (মতি নন্দী)
- ৫.১১.২ - শবাগার (মতি নন্দী)

Sub Unit – 12:

- ৫.১২.১ - দ্বিজ (সন্তোষ কুমার ঘোষ)
- ৫.১২.২ - কানাকড়ি (সন্তোষ কুমার ঘোষ)

Sub Unit – 13:

- ৫.১৩.১ - পদপিপসীর বমীবাস্ত্র (লীলা মজুমদার)
- ৫.১৩.২ - পেশাবদল (লীলা মজুমদার)

Sub Unit – 14:

- ৫.১৪.১ - দ্রোপদী (মহাশ্বেতা দেবী)
- ৫.১৪.২ - জাতুখান (মহাশ্বেতা দেবী)

Sub Unit – 15:

- ৫.১৫.১ - গরমভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)
- ৫.১৫.২ - রাতপাখি (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

Sub Unit – 16:

- ৫.১৬.১ - বাদশা (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ)
- ৫.১৬.২ - গোয়াল (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ)

Unit - 5: Sub Unit - 1

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩ - ১৯৩২)

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ছোটগল্পে তাঁর প্রধান সিদ্ধি। জীবনের নানান বর্ণালিকে সরস ভাষায় পরিবেশন করেছেন। তাঁর সুখপাঠ্য গল্পগুলিতে বাঙালি সমাজের সম্যক পরিচয় মেলে। ‘রাধামণি দেবী’ ছদ্মনামেও গল্প রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থগুলি হলো গল্পাঞ্জলি, গহনার বাস, বিলসিনী, নতুন বউ প্রভৃতি। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প ‘দেবী’ চলচ্চিত্রায়িত করেন সত্যজিৎ রায়।

5.1.1 নির্বাচিত গল্প কুড়ানো মেয়ে

- প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়-এর ‘কুড়ানো মেয়ে’ ‘নবকথা’ (২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৯ / কার্তিক, ১৩০৬) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- ‘কুড়ানো মেয়ে’ গল্পটি ভারতী পত্রিকায় আষাঢ় ১৩০৬ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
- ‘কুড়ানো মেয়ে’ গল্পটিতে চারটি পরিচ্ছেদ আছে। যথা -
 - প্রথম পরিচ্ছেদ - ‘বেহাই বাড়ি’
 - দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - কার্যোদ্ধার
 - তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বুড়োবর
 - চতুর্থ পরিচ্ছেদ - একখানি পত্র
- শ্রাবন মাসের এক অপরাহ্ন কাল দিয়ে গল্পের সূচনা।
- সীতানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রাবন মাসে নদীপথে মতিগঞ্জে তার বেহাই বাড়িতে যাচ্ছিলেন।
- সীতানাথ মুখোপাধ্যায় বেহাই বাড়ি গিয়েছিল মূলত মৃত ছোটবধূর গহনা আনার জন্য।
- নৌকাভাড়া হিসেবে সীতানাথ মাঝিকে দিয়েছিল প্রথমে একটা সিকি, তারপর আটটি পয়সা তারপর চারটি পয়সা মোট ৩৭ পয়সা দেয়।
- সীতানাথের নিবাস ছিল নবগ্রাম। স্বভাবে সে অত্যন্ত কৃপণ।
- সীতানাথের পাঁচ সন্তান। প্রথম সন্তানের নাম শ্রীনিবাস এবং কনিষ্ঠ সন্তানের নাম অন্নদাচরণ।
- ৫ বছর পূর্বে মতিগঞ্জ গ্রামে শ্রীযুক্ত হরীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ের সঙ্গে বৃদ্ধের কনিষ্ঠ পুত্রের বিয়ে হয়। বছর খানেক আগে বধূ সন্তান সম্ভবা হয়ে পিতৃগৃহে আসে কিন্তু ছয় মাস আগে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায় তার একটি মেয়ে সন্তান হয়।
- তিন হাজার টাকা খরচ করে হরীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। তখন তার অবস্থা ছিল স্বচ্ছল।
- হরীকেশের চালানোর ব্যবসা ছিল। পাঁচ বছর উপর্যুপরি লোকসানের জন্য এখন সে নিঃস্ব ও জর্জরিত।
- সীতানাথ মুখোপাধ্যায় একটাকা দিয়ে নাতনির মুখ দেখলেন।
- সীতানাথের গায়ের নাম রাঙী, এই গহয়ের ত্রিসীমানায় কেউ যেতে পারত না কিন্তু ছোট ছোট বউমা কাছে গেলে গাইটি কিছু করত না।
- ছোট বউমার মৃত্যুতে বড় বৌমা ‘তিনদিন তিন রাত্রি জলম্পর্শ করেন নি’।
- দুই হাজার টাকার অলংকার দিয়ে হরীকেশ তাঁর একমাত্র কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন।
- ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের ত্রিবেণীতে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে আসলে হরীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারিয়ে যাওয়া কন্যা।
- ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নীপতি থানার দারোগা।
- শ্রীনিবাস আট আনার বিনিময়ে ‘মোক্তার গইট’ নামে একটি পুস্তক ক্রয় করে।
- ভূধর চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রবাটী ওরফে চাঁদবাড়ির বাসিন্দা।
- পত্নীশোকে পীড়িত হয়ে অন্নদাচরণ ‘ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকানু’ নামে শোককাব্য রচনা করে।
- কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটি আসলে অন্নদাচরণের শ্যালিকা। হরীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

5.1.2

বিবাহের বিজ্ঞাপন

রাম অন্ততর নামে এক যুবক নেশার ঘোরে সংবাদপত্রের একটি খন্ডিত অংশে একটি বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লেখে কিন্তু চিঠিটি গিয়ে পৌঁছায় কাশীর দুইজন গুন্ডার কাছে। কাশীর গুন্ডা মহাদেব মিশ্র একটি মিথ্যা সংবাদ দিয়ে রাম অন্ততরকে কাশিতে নিয়ে এসে তার সমস্ত জিনিস নিয়ে মান মন্দিরে ফেলে দিয়ে আসে।

তথ্য

- ‘বিবাহের বিজ্ঞাপন’ গল্পটি প্রবাসী পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩১২) প্রথম প্রকাশিত হয়।
- গল্পটিতে তিনটি পরিচ্ছেদ আছে।
- বিবাহের বিজ্ঞাপন দাতার নাম - লাল মুরলীধর লাল। ঠিকানা - মহাদেব মিশ্রের বাড়ি, কৈদার ঘাট, বেনারস সিটি।
- গাজীপুর শহরে গোরাবাজার মহল্লার বাসিন্দা রাম অন্ততার লাল। জাতীয় ২২ বছরের বিবাহিত যুবক।
- রাম অন্ততার এর ভূতের নাম চতুর্ভুজ ওরফে চতুরি।
- রাম অন্ততারের পাঁচ বছরের ভাই এর নাম মোহন লাল।

Unit - 5: Sub Unit - 2

বনফুল (১৮৯৯ - ১৯৭৯)

সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ছদ্মনাম ‘বনফুল’। তাঁর জন্ম বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মনিহারীতে। সাহেবগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ার সময় ১৯১৫ তে তাঁর লেখা প্রথম কবিতা ‘মালঞ্চ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর ‘প্রবাসী’ ও ‘ভারতী’ পত্রিকায় তিনি ‘বনফুল’ ছদ্মনামে কবিতা লেখেন। পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস ‘তৃণখন্ড’। বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম ছোটগল্পের ও জনক তিনি। ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস - সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি সমান দক্ষ। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - ‘স্বাবর’, ‘জঙ্গম’, ‘মন্ত্রমুগ্ধ’, ‘হাটেবাজারে’, ‘শ্রীমধুসূদন’, ‘বিদ্যাসাগর’ প্রভৃতি। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘পশ্চাৎপট’ রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জগন্নারীণী-পদক’ আর ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন।

5.2.1 শ্রীপতি সামন্ত (বনফুল)

- ‘শ্রীপতি সামন্ত’ গল্পটিই ‘বনফুলের আরো গল্প’ (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- ‘শ্রীপতি সামন্ত’ গল্পে ট্রেনের ৪টি শ্রেণির কথা বলা হয়েছে যথা - প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণি।
- শ্রীপতি সামন্ত সর্বেশ্বরবাবুর নাতনীর বিবাহের গোলমালে দুই রাত্রি, গরমের জন্য ১ রাত্রি মোট তিন রাত্রি ঘুমতে পারেননি।
- স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের পুত্র শ্রীপতি সামন্ত।
- আরামে ঘুমাবার জন্য টিকিট না থাকা সত্ত্বেও শ্রীপতি প্রথম শ্রেণির কামরায় উঠে পড়েছিলেন।
- প্রথম শ্রেণির যাত্রী সাহেবি পোষাক পরিহিত বাঙালি।
- কালীকিঙ্কর, শ্যামাপদ, এবং বাঙা - শ্রীপতি সামন্তের চাকর।
- শ্রীপতি সামন্তের সঙ্গে ছিল - কয়েকবোঝা শালপাতা, এক বন্ডিল খালি বস্তা, দুই হাড়ি গুঁড়, একটি তরমুজ, একটা বাঁটি, একটা ছিপ, দুটি প্রকাণ্ড ঝড়িতে নানাবিধ ছোট বড় ঝোঁচকা ও পুঁটুলি এবং একটিন ঘি।
- পাঞ্জাবি ক্রুর সঙ্গে বাঙালি সাহেবের বচসা বাঁধে ট্রেনের ভাড়া দেওয়া নিয়ে।
- শ্রীপতি সামন্তের কাছে খুচরো টাকা ছাড়াও দশ হাজার টাকার নোট ছিল।
- “যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন” - শ্রীপতি সামন্ত।

5.2.2 হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে

- বনফুলের রচিত ‘হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে’ গল্পটিই ‘রঙ্গনা’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত পঞ্চদশ তম ছোটগল্প।
- হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে ওরফে রিদুবাবু গৌরবগঞ্জের জমিদার।
- গল্প কথকের নাম বিকাশ। কুড়িবছরের ব্যবধানে ২ বার হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যের সঙ্গে দেখা হয়। প্রথমবার জমিদারের বাড়িতে; শেষবার কালীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে।
- বারো জন বরকন্দাজসহ স্বয়ং নায়েবমশাই বিকাশকে নিতে স্টেশনে এসেছিলেন।
- বিকাশ ছিল ডাক্তার। বিকাশের বাবার সঙ্গে বিদুবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। বিদুবাবু তাঁর পিঠের ফুসকুড়ির চিকিৎসার জন্য বিকাশকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন।
- বিকাশ পাঁচ দিন গৌরবগঞ্জে ছিলেন।
- ‘বলিষ্ঠে প্রাণের বিকাশই প্রাচুর্যে’ - রিদুবাবু।
- ডাক্তারির ফি হিসেবে রিদুবাবু বিকাশকে পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক পাঠিয়েছিলেন।

Unit - 5: Sub Unit - 3

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪ - ১৯৮৮)

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। পিতার রেলের চাকরির সুবাদে ভারতের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সাহিত্যজীবনে সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। তীক্ষ্ণবাহুর ভাষা আর তির্যক ভঙ্গি তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে শ্লেষের তির বা সামাজিক রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ বেনামী বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, মুক্তিকা, পঞ্চশর, অফুরন্ত, জলপায়রা, ধূলিধূসর, মহানগর, সপ্তপদী, নানা রঙে বোনা। শুধু কেরানী, মোট বারো, পুন্ডাম, শৃঙ্খল, বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে প্রভৃতি তাঁর লেখা অবিস্মরণীয় ছোটগল্প। তাঁর লেখা বিজ্ঞান নির্ভর রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে পিঁপড়ে পুরান, মঙ্গলবৈরী, পৃথিবীর শত্রু প্রভৃতি। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘শুধু কেরানী’ তিনি ‘কল্লোল’, ‘কালিকলম’, ‘বাংলার কথা’, ‘বঙ্গবানী’ প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, লিখেছেন সুধীর সরকারের ‘মোচাক’ পত্রিকায়। ঘনাদা, মামাবাবু প্রভৃতি তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি বিখ্যাত চরিত্র।

5.3.1 নির্বাচিত গল্প মশা

- প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘মশা’ গল্পটাই ‘ঘনাদার গল্প’ গ্রন্থের অন্তর্গত।
- ঘনাদার চেহারা-রোগা-লম্বা, শুকনো হাড়-বার করা।
- ঘনাদার বয়স আন্দাজ করা হয়েছে ৩৫-৫৫ এর মধ্যে। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি সিপাই মিউটিনের বা রুশ জাপানের প্রথম যুদ্ধের সময়কার গল্প শুরু করে দেন।
- মেসের ছেলেরা দামোদরের বানের কথা আলোচনা করলে, ঘনাদা সেখানে ‘টাইড্যাল ওয়েভ’ মানে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এর গল্প শুরু করে দেন।
- ঘনাদা মুক্তোর ব্যবসা করতে গিয়ে তাহিতি দ্বীপে গিয়েছিল।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি ‘কক্কর’।
- ঘনাদা একটি মাত্র মশা মেরেছিল ১৯৩৯ সালের ৫ আগস্ট, সাখালীন দ্বীপে।
- সাখালীন দ্বীপ জাপানের উত্তরে সরু একটা করাতের মতো উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিণ দিকটা ছিল জাপানিদের আর উত্তর দিকটা রাশিয়ার।
- এই দ্বীপের পূর্বদিকে সমুদ্রকূলে তখন অ্যাস্কার সংগ্রহ করবার কাজ নিয়েছে ঘনাদা।
- তানলিন নামে এক চিনা মজুর কোম্পানির সংগৃহীত অ্যাস্কারের থলি নিয়ে পালিয়ে যায় সাখালীন দ্বীপে। তাকে ধরবার জন্য ঘনাদা ও ডাক্তার মি. মার্টিন বের হন।
- সাখালীন দ্বীপ ছেড়ে এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে কাউকে যেতে হলে প্রধান শহর অ্যালেকজান্ড্রোভসক থেকে রাডিভসটকের স্টিমার না ধরে উপায় নেই। অক্টোবরের পরে অবশ্য সমুদ্র জমে বরফ হয়ে যায় তখন লুকিয়ে কুকুর টানা স্নেজে করে পালানো সম্ভব।
- টিয়ারা পাহাড়ের কাছে ঘনাদার তাঁবু ফেলেছিল। সেখানে দিনে মাছি ও রাত্রে মশা যা আছে তা হিংস্র জানোয়ারকে হার মানায়।
- মি. নিশিমারা একজন জাপানি কীটতত্ত্ববিদ। সাখালীন দ্বীপে কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করার জন্য খাঁটি বসিয়েছেন।
- মি. নিশিমারার আবিষ্কার - মশার লালার এমন পরিবর্তন করেছেন যা সাপের বিষের চেয়ে ও মারাত্মক হয়ে উঠেছে।

5.3.2 সংসার সীমান্তে

- প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘সংসার সীমান্তে’ গল্পটাই ‘নিশীথ নগরী’ (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- এক গভীর বাদলের রাতে অঘোর দাস এবং রজনীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অঘোর দাস চুরি করে পালিয়ে সেই রাতে রজনীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই রাতে রজনীকে একটা টাকা দিলেও ভোর রাতে পালানোর উদ্দেশ্যে রজনীর আঁচল থেকে চাবি নেওয়ার সময় সেই একটাও নিয়ে যায়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে অঘোর দাস পুনরায় রজনীর সামনে উপস্থিত হয়। রজনী এবার লোকটিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য চোর বলে চিৎকার করলে বস্তীর সকলে এসে অঘোর দাসকে প্রহার করে। এরপর রজনীর সেবা শুশ্রূতাতেই অঘোর দাস সুস্থ হয়ে যায়। অঘোর দাস ও রজনী ঠিক করে তারা অন্য শহরে গিয়ে ঘর বাঁধবে। রজনীর বারণ সত্ত্বেও রজনীর ধার পরিশোধের জন্য এবং নতুন সংসারের জন্য অঘোর দাস শেষবারের মতো চুরী করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় বহু অনুনয় করার পর ও তাকে ছাড়া হয় না বরং ৫ বছরের জেল হয়ে যায়।

Unit - VI: নাটক

Sub Unit – 1:

৬.১ - ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ (মধুসূদন দত্ত)

Sub Unit – 2:

৬.২ - ‘জমিদার দর্পণ’ (মীর মশাররাফ হোসেন)

Sub Unit – 3:

৬.৩ - ‘জনা’ (গিরিশ চন্দ্র ঘোষ)

Sub Unit – 4:

৬.৪ - ‘সাজাহান’ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

Sub Unit – 5:

৬.৫ - ‘নবান্ন’ (বিজন ভট্টাচার্য)

Sub Unit – 6:

৬.৬ - ‘প্রথম পার্থ’ (বুদ্ধদেব বসু)

Sub Unit – 7:

৬.৭ - ‘চাঁদ বণিকের পালা’ (শম্ভু মিত্র)

Sub Unit – 8:

৬.৮ - ‘টিনের তলোয়ার’ (উৎপল দত্ত)

Sub Unit – 9:

৬.৯ - ‘বাকি ইতিহাস’ (বাদল সরকার)

Sub Unit – 10:

৬.১০ - ‘সিংহাসনের ক্ষয়রোগ’ (মোহিত চট্টোপাধ্যায়)

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

Unit - 6: Sub Unit – 1

একেই কি বলে সভ্যতা

6.1.1 সারসংক্ষেপ

ইয়ংবেঙ্গলের অতিরিক্ত মদ্যাসক্তি এবং অন্যান্য নানা দোষকে বঙ্গ করেই ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ (১৮৬০) রচিত হয়, নববাবু কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করে। ঘরে তার স্ত্রী হরকামিনী আছে। নবকুমার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তৈরি করেছে ‘জ্ঞানতরঙ্গিণী’ সভা। সভায় সদস্যদের চলে দিবারাত্রি মদ্যপান এবং বারবনিতা সঙ্গ। নবকুমার এর পিতা কর্তামশায় বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে কলকাতায় বাস করতে শুরু করলে নবকুমারের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। তিনি ‘জ্ঞানতরঙ্গিণী’ সভার ব্যাপারে খোঁজ নিতে বৈরাগীকে পাঠান। বৈরাগী সেখানে গেলে নবকুমার তাকে অর্থ দিয়ে বশ করে নেন। কিন্তু একদিন রাতে কর্তামশায়ের কাছে নববাবু ধরা পড়ে যান। কর্তামশায় দেখেন, মদ্যপান করে ভুল বকতে-বকতে নবকুমার সভা থেকে ফিরছে ঘরে। এদৃশ্য দেখে সবকিছু বুঝতে পেরে কর্তামশায় সকলকে নিয়ে বৃন্দাবন চলে যাবার কথা ঘোষণা করেন।

6.1.2 প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ সম্পর্কিত তথ্য

প্রথমাঙ্ক

অঙ্ক	গর্ভাঙ্ক	স্থান	তথ্য
প্রথমাঙ্ক	প্রথম	নবকুমার বাবুর গৃহ	<p>চরিত্র : নবকুমার, কালীনাথ, বৈদ্যনাথ, কর্তা মহাশয়</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রথম বক্তা - কালীনাথ বাবু কর্তা এতদিনের পর বৃন্দাবন হতে কলকাতার বাড়ি ফিরে এসেছেন। কর্তা মহাশয় বৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ও জয়দেবের গীতগোবিন্দের উল্লেখ আছে। কালীনাথ কর্তা মহাশয়ের কাছে তাঁর মিথ্যে পরিচয় দেয় যে তিনি তিনি বাঁশবেড়ের স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভাতুপুত্র। প্রতি শনিবার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা বসে সিক্‌দার পাড়ার গলিতে। সভাটি জাতীয় ভাষা সংস্কৃত বিদ্যা আলোচনার জন্য সংস্থাপন করেছে রাজা রামমোহন রায়। সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়। শেষ বক্তা - কর্তা মহাশয়
প্রথমাঙ্ক	দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক	সিক্‌দার পাড়া স্ট্রিট	<p>চরিত্র : বাবাজী, দুই বারবিলাসিনী, সারজন, চৌকিদার, নিতম্বিনী, পয়োধরী</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রথম বক্তা - বাবাজী কর্তা মহাশয় বাবাজীকে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা সম্পর্কে জানার জন্য ও নবকুমারকে সন্দেহের কারণে তাঁদের পেছনে পাঠান। প্রথম বারবিলাসিনীর নাম - থাকি দ্বিতীয় বারবিলাসিনীর নাম - বামা বাবাজীকে তুলসী বনের বাঘ বলেছে - থাকি “সাধের বঁছুমী প্রাণ হারিয়েছে আমার”- বাবাজী সম্পর্কে বামার উক্তি। সারজন সাহেব বাবাজীর কাছ থেকে ৪ টাকা ঘুষ নেন। শেষ বক্তা - নবকুমার

দ্বিতীয়াঙ্ক

গর্ভাঙ্ক	স্থান	তথ্য
প্রথম	জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা	<p>চরিত্র : চৈতন, বাবাই, শিবু, মহেশ, পয়োধরী, নিতম্বিনী, কালীনাথ, নবকুমার</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রথম বক্তা - চৈতন জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিভিন্ন সদস্যের কথপোকথন মদ্যপান খেমেটাওয়ালীদের নৃত্য পরিবেশন ও গীত এই অংশের বিষয়। যে মদ দেয় পারসীতে তাকে সাকী বলে। পয়োধরীর কণ্ঠ গীত - ১ “রাগিণী শঙ্করা, তাল খেমটা

		<p>এখন কি আর নাগর তোমার ----- কোন নতুনে মন মজেছে’</p> <ul style="list-style-type: none"> • শিবুর কণ্ঠ গীত - ২ “গর ইয়ার নহো সাকী” • শেষ বক্তা - বেহালা বাদক
দ্বিতীয়	নবকুমার বাবুর শয়নমন্দির	<p>চরিত্র :- প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা, হরকামিনী, গৃহিনী, নবকুমার, কর্তামহাশয়</p> <ul style="list-style-type: none"> • প্রথম বক্তা - প্রসন্নময়ী • নবকুমারের স্ত্রী ও বাড়ির অন্যান্য স্ত্রীদের তাস খেলার দৃশ্য পরিবেশিত হয়েছে। • নবকুমারের মদ্যপ অবস্থায় গৃহ প্রবেশ ও অভদ্র আচরনের মাধ্যমে কর্তার গোটা বিষয় অবগত হওয়া এবং নবকুমারের স্ত্রী অসহায়তা • প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রহসনটি শেষ হয়েছে। • রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ আছে। • শেষ বক্তা - হরকামিনী

6.1.3 তথ্য

- ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে।
- প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই জুলাই কলকাতার শোভাবাজার থিয়েটারিক্যাল সোসাইটিতে।
- প্রহসনটি ২টি অঙ্ক ও ৪টি গর্তাঙ্কে বিন্যস্ত।
- কালীনাথ বাবুর সংলাপ দিয়ে দিয়ে প্রহসনের সূচনা।
- মধুসূদন উনিশ শতকের ‘ইয়ৎবেঙ্গল’ গোষ্ঠীর যুবকদের আচরনের চিত্রকে ব্যঙ্গ করে প্রহসনটি রচনা করেছেন।
- প্রহসনটি উৎসর্গ করা হয়েছে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে।
- প্রহসনে চৈতন বলাইকে সাকী বলেছে।

শব্দার্থ

১. রৌদ - পাহারা দেওয়া
২. বেকুফ - বোকা
৩. লেকীন - কৃপা
৪. পৌচঘর - কসাইখানা
৫. সাম - সন্ধ্যাকাল
৬. কশ্বী - বেশ্যা
৭. কোরম - সভা শুরু করার জন্য দরকারি সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি।
৮. লিভলি মর - ইংরেজ ব্যাকরণবিদ
৯. নেম কন্ - সকলের সন্মতি আছে।
১০. সরেস - ধূর্ত
১১. মরাল কারেজ - মানসিক জোর
১২. টাইক্লিং - তুচ্ছকথা
১৩. দহলা - দুই
১৪. রেজোলুসন - প্রস্তাব

6.1.4 সংলাপ

- “যখন আমাদের সবক্রিপসন্ লিস্ট অতি পুয়ের ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ করেছিলাম” - কালীনাথ নবকুমারকে।
- ‘আমাদের সর্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই’ - কালীনাথ নবকুমারকে।
- ‘উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই’ - কালীনাথ নবকুমারকে।
- ‘কবিবুল তিলক, ভক্তিরস-সাগর’ - কর্তা
- ‘শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর বোপদেবের বিন্দা দৃতী’ - কালীনাথ
- হা, হা, হা - শ্রীমতী ভগবতীর গীত তোমার ভাই কী চমৎকার মেমরি। - নবকুমার
- ‘এত দিনের পর কি মাতাল হলেম’ - বাবাজী

- ‘এমন ইয়ার মানুষ আর দুটি পাওয়া ভার’ - পয়োথারী
- ওর কি আর কোন মিসন্ আছে’ - কালীনাথ
- ‘ওরা সকল কস্মেই লীড নিতে চায়’ - বলাই
- আমি আমাদের নতুন চেয়ারম্যান হেলথ চাই - বলাই
- ‘চিড়িতনের দহলা’ - প্রসন্নময়ী
- ‘বিবি ধরা গেমে, বিবি পালাকর বাগ পেলো কি কেউ তা ছাড়ে - কমলা
- ইংরেজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা - নৃত্যকালী
- ‘এ আভাজনকে কি ভাই এত ভালবাসা যে এর জন্যে ক্রেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জ বনে এসেছে’ - নবকুমার পয়োথারী সমন্ধে
- জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে - প্রসন্নময়ী
- ‘কেবল এই জ্ঞানটি ভালো জন্মে’ - হরকামিনী
- মদ্ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লোই কি সভ্য হয় ? একেই কি বলে সভ্যতা - হরকামিনী

Unit - 6: Sub Unit - 2

জমিদার দর্পণ (১৮৭৩)

মীর মশাররফ হোসেন

6.2.1 বিষয়বস্তু :

মীর মশাররফ হোসেন এমনই একজন নাট্যকার যিনি তৎকালীন বঙ্গসমাজের এক জলন্ত বাস্তব সমস্যারই রূপায়ন ঘটিয়েছেন ‘জমিদার দর্পণ’ নাটকে। জমিদারী ব্যবস্থার দুর্বল ও অর্থলোলুপ শাসকের অর্থ শক্তি, সমাজ কৌলিন্য আর শাসনদণ্ড অনায়াসে অবিচারের সওয়ার হয়ে ন্যায় ও ধর্মকে প্রহসনে পরিনত করেছে। এবং প্রজার উপর চক্রাকার ও বহুবিধারিক নিপেষণ এর জঘন্য রূপটির দর্পণ এই নাটক। আবু মোল্লা ও তার স্ত্রী নূরমাহার এর উপর জমিদার হাওয়ান আলীর পাশবিক অত্যাচারের কাহিনির মাধ্যমে জমিদারী শোষণ এর বাস্তব রূপটি প্রকাশিত। নারী লোলুল জমিদার আবু মোল্লা নামক প্রজার স্ত্রী রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ভোগলালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আবু মোল্লাকে ধরে নিয়ে আসে এবং নূরমাহাকে জোরপূর্বক হরণ করে বৈঠকখানায় নিয়ে আসে। গর্ভবতী নূরমাহার কে মোসাহেবদের সাথে মিলে ধর্ষন ও অত্যাচার করে, ফলে নূরমাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু অর্থ ও প্রতিপত্তির বলে আদালতের বিচারে ছাড়া পেয়ে যায় জমিদার ও তার সহচররা।

6.2.2 তথ্য :

- জমিদার দর্পণ নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে।
- নাটকটিতে ৩ টি অঙ্ক ও ৯ টি গর্ভাঙ্ক রয়েছে। (৩+৩+৩) এবং গানের সংখ্যা - ১১ টি।
- জমিদার দর্পণ নাটকটি উৎসর্গ করা হয় - পরম পূজ্য পাদ শ্রীযুক্ত মীর মাহাম্মাদ আলী সাহেব পূজ্যপাদেশু।

6.2.3 মূল নাটক সম্পর্কিত তথ্য

চরিত্র লিপি

হায়ওয়ান আলী	জমিদার
সিরাজ আলী	জমিদারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা
আবুমোল্লা	অধীনস্থ প্রজা
জামাল প্রভৃতি	জমিদারের চাকরগন
জিতুমোল্লা, হরিদাস	সাক্ষীদ্বয়
আরজান বেপারী	জুরি

এছাড়াও নট, সূত্রধর, মোসাহেব চার জন, জর্জ, ব্যরিষ্টার, ডাক্তার, ইনস্পেক্টর, কোর্ট সাব ইনস্পেক্টর, উকীল, মোক্তার, পেস্কার, ম্যাজিস্ট্রেট, কনস্টেবল, চাষা, আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি।

নূরুল্লাহর আবুমোল্লার স্ত্রী
আমিরন আবুমোল্লার ভগ্নী
কৃষ্ণমনি বৈষ্ণবী
নটী

প্রস্তাবনা

- প্রথম সংলাপ নট এর।
- কলিকালের প্রজারা মহা সুখে আছে - বজ্রা সূত্রধর।
- শহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর - বজ্রা সূত্রধর।
- কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলের নক্সা এই রঙ্গ ভূমিতে উপস্থিত কর্তেই হবে - সূত্রধর।
- “জমিদার দর্পণ নাটকে যে নক্সাটি ঐকেছে তার কিছুই সাজানো নয় অবিকল ছবি তুলেছো” - সূত্রধর।

নটীর কণ্ঠ গান - ১

রাগিণী - মল্লার তাল - আড়া
“পাষণ সমান প্রাণ পুরুষ নিদয় অতি।
মনে এক মুখে আর ভিন্ন ভাব অন্য মতি।”

নট ও নটীর উভয়ের সম্মিলিত গান - ২

লক্ষ্মীয়ার সুর তাল - কাওয়ালি
“মরি দুর্বল প্রজার পরে অত্যাচার
কত জনে করে, করে জমিদার।”

পটক্ষেপন (নেপথ্যে সংগীত) - ৩

রাগিণী - খাম্বাজ তাল - কাওয়ালি
“ওরে প্রাণ মিলন সলিলে কর দান
যায় যায় যায় প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ,
বিনে প্রেম - বারি পান।”

প্রথম অঙ্ক

গর্ভাঙ্ক	স্থান	ঘটনা	গান
প্রথম	কোশলপুর	<ul style="list-style-type: none"> • জমিদার হায়ওয়ান আলী আবু মল্লার স্ত্রীকে শতচেষ্টা করেও নিজের ভোগী করতে পারেনি। কিভাবে কার্যউদ্ধার হবে তা নিয়ে প্রথম মোসাহেবের সঙ্গে ছলচাতুরী পনা কথোপকথন। ছলনা করে আবুমোল্লাকে ধরে নিয়ে আসবে। 	রাগিণী - সিদ্ধু তাল - যৎ “কুবাসনা যার মনে, তার উপাসনা কী?”
দ্বিতীয়	আবুমোল্লার বাহির বাটার ঘর	<ul style="list-style-type: none"> • আবুমোল্লাকে ধরে নিয়ে যেতে জামাল সহ পাঁচজন সর্দার আসে এবং কোমর খোলাই এর মূল্য স্বরূপ ৫ টাকা নেয়। 	রাগিণী → ঝিঝিট খাম্বাজ তাল - আরাঠকা “সুখী বলে কোন জন।”
তৃতীয়	হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা	<ul style="list-style-type: none"> • প্রথম মোসাহেবে ও হায়ওয়ানের তাস খেলা দ্বিতীয় ও তৃতীয় মোসাহেবের সঙ্গে। আবুমোল্লাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ৫০ টাকা জরিমানা করে। আবুমোল্লা না দিতে পারলে জামাল কর্তৃক 	

		<p>আবুমোল্লার মাথায় চোদ্দ পোয়া ইট চাপানো হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> • যার একটু সুন্দরী বিবি তার এক পুষিয়েই একশ। নিত্য নতুন ফরমাস - নিত্য নতুন আবদার → বক্তা দ্বিতীয় মোসাহেব। • ‘আমার কোনো পুরুষেও এমন আপমান হইনি। এর চেয়ে মরন ভাল’ - আবুমোল্লা • “সীতা নাড়ে আঙ্গুলি, বানরে নাড়ে মাথা, বুঝিতে না পারি নব বানরের কথা।” → দ্বিতীয় মোসাহেব। • “ঠারে ঠারে উনিশ বিশ দাদার কড়ী” → বক্তা দ্বিতীয় মোসাহেব। <p>তৃতীয় মোসাহেবের কণ্ঠে গান - ৩ ‘পড়তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হৃন্দের তখন, মেরে তাস করিতাম হত লো’।</p>	
--	--	---	--

দ্বিতীয় অঙ্ক

গর্ভাঙ্ক	স্থান	ঘটনা	গান
প্রথম	আবুমোল্লার অন্দর বাড়ী	<ul style="list-style-type: none"> • নুরুন্নেহার ও আমিরনের কথপকথন কৃষ্ণমণির ভিক্ষা চাইতে এসে জমিদারের কুপসত্তাবে রাজী করানোর চেষ্টা। 	রাগিণী - বাগেশী তাল - আড়াঠেকা “আর কে আছে আমার ?”
দ্বিতীয়	গুলির আড্ডা	<ul style="list-style-type: none"> • গৌরী নদী পদ্মা নদীর কাছে নালিশ করেছে যে সে এ ভার সহিতে পারবে না কারন লেসলী সাহেব পুল বেধে বিলেতে চলে যান। • জোৎদার বেটারা খুস্তান হবে বলে পাদ্রি সাহেবের কাছে গিয়েছে। • “যখন দেখে আঁটা আঁটি তখন কেঁদে কেটে ভেজায় মাটি।” 	রাগিণী - জঙ্গলা তাল - আড়খেমটা “যে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটেটানলে পরে।”
তৃতীয়	কোশলপুর হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা	<ul style="list-style-type: none"> • জমিদারের আদেশে জামাল নুরুন্নেহার কে তুলে নিয়ে আসে, গর্ভবতী নুরুন্নেহারকে জমিদার ও তার সহচর বৃন্দ ধর্ষণ করে এবং নুরুন্নেহার মৃত্যু হয়। 	রাগিণী → ললিত তাল → জলদ তেতাল ‘চেতরে চেতরে চিতা এই তো দিন ঘনায় এলো’।

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

Unit – 7 প্রবন্ধ, আত্মজীবনী ও সাময়িক পত্র

Sub Unit – 1:

রামমোহন রায়: সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (প্রথম প্রস্তাব)

Sub Unit – 2:

মনুষ্যফল (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
বড়বাজার (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
বিদ্যাপতি ও জয়দেব (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

Sub Unit – 3:

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

Sub Unit – 4:

বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)
নূতন কথা গড়া (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)
বাঙ্গালা ভাষা (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

Sub Unit – 5:

সৌন্দর্যতত্ত্ব (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী)
সুখ না দুঃখ (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী)
অতিপ্রাকৃত- ১ম প্রস্তাব (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী)
নিয়মের রাজত্ব (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী)

Sub Unit – 6:

ভারতচন্দ্র (প্রমথ চৌধুরী)
বইপড়া (প্রমথ চৌধুরী)
মলাট সমালোচনা (প্রমথ চৌধুরী)
সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা (প্রমথ চৌধুরী)
কাব্যে অশ্লীলতা-আলংকারিক মত (প্রমথ চৌধুরী)

Sub Unit – 7:

শিল্পে অনধিকার (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
শিল্পে-অধিকার (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
দৃষ্টি ও সৃষ্টি (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
সৌন্দর্যের সন্ধান (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

Sub Unit – 8:

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ভারত সংস্কৃতির স্বরূপ পারিবারিক নারী সমস্যা (অন্নদাশঙ্কর রায়)

Sub Unit – 9:

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক (বুদ্ধদেব বসু)
রামায়ণ (বুদ্ধদেব বসু)
উত্তরতিরিশ (বুদ্ধদেব বসু)
জীবনানন্দ দাশ এর স্মরণে (বুদ্ধদেব বসু)
পুরানা পল্টন (বুদ্ধদেব বসু)

Sub Unit – 10:

অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা সুন্দর ও বাস্তব ভূমিকা-আধুনিক বাংলা কবিতা (আবু সয়ীদ আইয়ব)

Sub Unit – 11:

আত্মজীবনী আমার জীবন (রাসসুন্দরী দাসী)

Sub Unit – 12:

তত্ত্ববোধিনী (সাময়িক পত্র)

বঙ্গদর্শন (সাময়িক পত্র)

প্রবাসী (সাময়িক পত্র)

সবুজপত্র (সাময়িক পত্র)

কল্লোল (সাময়িক পত্র)

Unit - 7: Sub Unit - 1**সহমরন বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (প্রথম প্রস্তাব) - রামমোহন রায়****রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)**

রামমোহন রায় ১৭৭৪ খ্রী: হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামকান্ত রায়। মাতা তারিণী দেবী, রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের জন্য গদ্য রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮১৫-১৮৩০ খ্রী: মধ্যে ছোট বড় মিলিয়ে ত্রিশখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই বাংলা ভাষার বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার। বৈদিকধর্মের আধ্যাত্ম বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থগুলি হল ‘বেদান্তগ্রন্থ’ (১৮১৫), ‘বেদান্তসার’ (১৮১৫) রচনা করেন। কেন, ঈশ, কট, মাণ্ডুকা ও মুণ্ডক উপনিষদের অনুবাদ করেছেন। ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনার জন্য তিনি ‘আত্মীয় সভা’ (১৮১৫) স্থাপন করেছিলেন। ‘ব্রাহ্মান সেবধি’ (১৮২১) ‘সম্বাদ কৌমুদী’ (১৮২১) প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন করে প্রকাশ করেছিলেন। সহমরন বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

‘সহমরন বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’- প্রবন্ধটি রামমোহন রায়ের সহমরণের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষায় প্রথম পুস্তক। পতির মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীর সহমরণকে কেন্দ্র করে রামমোহনের এই প্রবন্ধটি রচিত। রামমোহন নিজে উদ্যোগ নিয়ে সহমরন প্রথা তৎকালীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লর্ড ওয়েলেসলি এই নিচ পৈশাচিক প্রথাকে নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে তাকে আইনি রূপ দিতে পারেননি। রামমোহন তাঁর সহমরন বিষয়ক দুটি প্রবন্ধে তথ্য ও তত্ত্বের যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে স্বামী মারা গেলে সদ্য বিধবাকে স্বামীর চিতায় সহমরনে যেতে হবে শাস্ত্রে এমন কোনো প্রমাণ নেই। এই প্রবন্ধের বক্তব্যে অনুপ্রানিত হয়ে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ১৮২৯ খ্রী: ৪ টা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথাকে আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুরা সতীদাহ প্রথা লোপ পেলে হিন্দুধর্ম লোপ পাবে বলে অপপ্রচার চালায়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন রায় প্রবর্তক ও নিবর্তক সংলাপের মিশ্রণে উপরিউক্ত গ্রন্থটি রচনা করে সহমরন যে অশাস্ত্রীয়, অমানবিক, নিপীড়ন, নারী সমাজের প্রতি বর্বরোচিত অত্যাচার তা প্রতিষ্ঠা করেন।

তথ্য

- ১। সহমরন বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ এর ইংরেজি অনুবাদ - "Transtalion of a conference between an advocate and an opponent of the pratice of learning windows alike"
- ২। ইংরেজি অনুদিত বইটি কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত (৩০শে নভেম্বর ১৮১৮) এবং পরে ইংল্যান্ড থেকে তাঁর রচনাবলীর অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৮৩২ এ।
- ৩। প্রবন্ধটি প্রশান্তের ধর্মী। প্রবর্তক প্রশ্নকর্তা আর উত্তরদাতা নিবর্তক।
- ৪। প্রবর্তক সর্বমোট ১৩ টি প্রশ্ন করেছেন। নিবর্তক ১৩ টি প্রশ্নের ব্যাখ্যা ধর্মী উত্তর দিয়েছেন।
- ৫। প্রথম শ্লোক- ‘ওঁ তৎ সৎ’।
- ৬। সহমরন ও অনুমরণ সম্পর্কে শাস্ত্রের নিষিদ্ধ বিষয়ে অঙ্গিরা মুনির কথা প্রবর্তক প্রথম উল্লেখ করেছেন।
- ৭। বিধবা ধর্মের সপক্ষে নিবর্তক মুনির যুক্তি তুলে ধরেছেন।
- ৮। বশিষ্ঠ এবং তাঁর পত্নী অরুন্ধতীর উল্লেখ আছে।

- ৯। অরুন্ধতীর স্বামীর মৃত্যুর পর জ্বলন্ত চিতাতে আরোহন করে স্বর্গে যায়।
- ১০। ব্যাস-এর লেখা কপোত-কপোতীর ইতিহাসের কথা উল্লেখ আছে।
- ১১। মনু বিধবাকে ব্রহ্মচর্যের বিধি দিয়েছেন অপরপক্ষে বিষু প্রভৃতি ঋষিরা ব্রহ্মচর্য ও সহমরন উভয়ের বিধান দিয়েছেন।
- ১২। স্বামী, স্ত্রী স্নান আচমন পূর্বক পতির পাদুকা দুটিকে বক্ষস্থলে গ্রহন করে অগ্নিতে প্রবেশ করার কথা আছে ব্রহ্মপুরানে।
- ১৩। ঋকবেদের উল্লেখ আছে।
- ১৪। বেদের শাসন অনুযায়ী ইতর বর্ণের কোনো স্ত্রী তাদের অনুমরনকে তপস্যা করেন।
- ১৫। বেদের শাসন অনুযায়ী মৃত পতির অনুমরন ব্রাহ্মণী করবেন।
- ১৬। মনু সংহিতার কথা বলেছেন নিবর্তক
- ১৭। মনহরি সংকীর্তন করতে বিধি দেননি।
- ১৮। ব্যাস হরি সংকীর্তন করতে বলেছেন।
- ১৯। নিবর্তক দয়া প্রসঙ্গে শাক্ত পূজা ও বৈষ্ণবদেবের উল্লেখ করেছেন।
- ২০। প্রবন্ধে, ‘কঠোপনিষৎ’ ও ‘মুন্ডকোপনিষৎ’ এর উল্লেখ আছে।
- ২১। কঠোপনিষৎ অনুযায়ী-শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক হয়।
- ২২। প্রেয় এবং শ্রেয় এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তার কল্যাণ হয়।
- ২৩। যে কামনা সাধন কর্মের অনুষ্ঠান করে সে পরম পুরুষার্থ থেকে পরিভ্রষ্ট হয়। মুন্ডকোপনিষৎ অনুসারে -
- ২৪। অষ্টাদশাঙ্গের যে যজ্ঞরূপ কর্ম তাতে সকলেই বিনাশ হয় এবং তাই শ্রেয় মনে করা হয়।
- ২৫। যারা অজ্ঞান রূপ কর্ম কান্ডতে মগ্ন হয়ে অভিমান করে নিজেদের জ্ঞানী এবং পণ্ডিত মনে করে তারা জন্ম থেকে জন্মমরন দুখে বারবার ভ্রমণ করেন।
- ২৬। মুঢ় ব্যক্তির বেদ শ্রবন করে তাকেই ঈশ্বর মনে করে।
- ২৭। গীতায় বলা হয়েছে বিদ্যা থেকে অধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ।
- ২৮। নিবৃত্ত কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা শরীরের কারন পঞ্চভূত মুক্ত হয়।
- ২৯। নিবর্তক বেদ, মনু ও ভাগবত গীতা সম্মত উক্তি দেন।
- ৩০। মানুষের প্রবৃত্তি কাম, ক্রোধ ও লোভেতে আচ্ছন্ন।
- ৩১। জ্ঞান ও কর্ম মিলিত হয়ে মনুষ্য প্রাপ্ত হয়।
- ৩২। ঈশ্বরের ভয় ও ধর্ম ভয় ও শাস্ত্র ভয় এ সকলকে ত্যাগ করে স্ত্রী হত্যা রোধ করার কথা বলা হয়েছে।

মন্তব্য

- ক) ‘রামমোহন বাংলা গদ্য ভাষারও অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার পূর্বে বাংলা গদ্যের কেবল সূচনা হইয়াছিল মাত্র; কিন্তু তাহা কোন স্থিতিশীল আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই’। (অধীর দে: আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা)
- খ) ‘রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন পেশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়া ছিলেন।’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য)
- গ) ‘একই সঙ্গে সনাতন ও সমকালীন, ঐতিহ্যবাদী ও প্রগতিবাদী, ধর্ম ও কর্ম, প্রাচ্যের সাদৃশ্য ধ্যানমূর্তি এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানকর্ম চঞ্চল রাজসিকতা-রামমোহন যেন এই সমন্বয়ের প্রতীক’। (তারিথ কুমার বন্দোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত)

Unit - 7: Sub Unit-2

মনুষ্যফল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৪৫ সালেই ১৩ই আগষ্ট কাঁটলপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা দুর্গাদেবী। বাল্যকাল থেকে তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে বড় হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রথম উপন্যাস ইংরেজি ভাষায় লেখেন/ তার নাম- "Rajmohan's Wife"। ছোটবড় মিলিয়ে মোট চোদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন। বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস হল ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫)। ঈশ্বরগুপ্তের প্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা শুরু। সমাজ ইতিহাস-বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শন ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ রচনাতে তিনি মননশীলতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল - ‘লোকরহস্য’ (১৮৭৪), ‘বিজ্ঞান রহস্য’ (১৮৭৫), ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ (১৮৭৫), ‘বিবিধ সমালোচনা’ (১৮৭৬), ‘কৃষ্ণচরিত্র’ (১৮৮৬), ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ (প্রথমভাগ, ১৮৮৭), ‘ধর্মতত্ত্ব’ (১৮৮৮), ‘শ্রীমদ্ভাগবতগীতা’ (১৯০২) ইত্যাদি।

মনুষ্য জীবন অনেকটা ফলের মতো বহু জন্মের পর মনুষ্য জীবন লাভ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নারিকেলের ডাল ও শস্য অবস্থাতেই স্ত্রী লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কথা বলেছেন। নারিকেলের চারটি সামগ্রীর সঙ্গে স্ত্রী লোকের চারটি গুণের তুলনা করেছেন। নারিকেলের কচি অবস্থা হল ডাব। এর ডাবের জলই উপাদেয় নারিকেল বুনো হলো তার জল বনাল হয়ে যায়। এই জলের সঙ্গে স্ত্রী লোকের স্নেহের তুলনা করা হয়েছে। ডাব অবস্থায় নারিকেলের শস্য কোমল ও সুমিষ্ট। নারিকেলের শস্যের সঙ্গে স্ত্রী লোকের বুদ্ধির তুলনা করা হয়েছে। নববধূর বুদ্ধিও তেমনি সদর্থক। নারিকেলের বুনো হলে তার শাঁস শক্ত হয়ে যায়। সেইরকম বধূ গৃহিনী হলে তার বুদ্ধিও ধারালো হয়ে ওঠে। নারিকেলের মালার ন্যায় স্ত্রী লোকের বিদ্যাও দ্বিখন্ডিত। তার প্রমান হিসেবে কমলাকান্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন জেনব অস্টেন বা জর্জ এলিয়টের উপন্যাস কিংবা মেরি সমরবিলের বিজ্ঞান বিষয়ক কোন গ্রন্থ। নারিকেলের ছোবড়া ও স্ত্রী লোকের রূপ। দুটি অসার। কমলাকান্ত তাই দুটি ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। কমলাকান্ত অকৃতদার। নারীবিরোধী নন, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা অসামর্থ্যে তার বিবাহ করা হয়ে ওঠেনি। তাই তিনি মানবী-নারিকেল ফলটিকে বিশেষরূপে উৎসর্গ করে ‘কমফার্ম ব্যাচেলার’ জীবন যাপন করেন।

তথ্য

- ১। ‘মনুষ্যফল’ প্রবন্ধটি ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ।
- ২। বঙ্কিমচন্দ্র ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ প্রবন্ধ গ্রন্থটি রামদাস সেন মহাশয়কে উৎসর্গ করেন।
- ৩। ‘মনুষ্যফল’ প্রবন্ধটি ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় আশ্বিন ১২৮০ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
- ৪। প্রাবন্ধিকের মতে, পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মানুষ পৃথক জাতীয় ফল।
- ৫। প্রাবন্ধিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে যে যে ফলের সাথে তুলনা করেছেন-বরমানুষ-কাঁটাল, সিভিল সার্ভিসের সাহেব-আম্রফল।
স্ত্রীলোক (লৌকিক কথায়) - কলাগাছ
স্ত্রীলোক (প্রাবন্ধিকের নিজস্ব মত) - নারিকেল
দেশহিতৈষী-শিমুল ফুল
দেশের লেখকেরা-তৈতুল
- ৬। ‘মনুষ্য ফল’ প্রবন্ধের শুরুতে আফিম মাদক দ্রব্যের উল্লেখ আছে।
- ৭। শৃঙ্গালের পদাধিকার ও ভিন্নরূপ-দেওয়ান কারকুন, নায়ব, গোমস্তা, মোসাহেব।
- ৮। মাছি কাঁটালের প্রত্যাশা করে না, রসের আশা করে।
- ৯। প্রাবন্ধিকের মতে নারীরা এ সংসারের নারিকেল।
- ১০। নারিকেলের চারটি সামগ্রী - জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া।
- ১১। প্রবন্ধে পদী পিসীর রান্নার কথা বলেছেন। পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা কিন্তু রাঁধবার বেলা কলাইয়ের ডাল, তৈতুলের মাছ ছাড়া আর কিছু রাঁধতে জানেন না। ফয়ুজ জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত।

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

- ১। ‘পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক জাতীয় ফল’।
- ২। ‘এক্ষণকার বড় মানুষদিগকে মনুষ্যজাতি মধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়’।
- ৩। ‘মাঝিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন’।
- ৪। ‘এ দেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন।
- ৫। ‘রমণীমন্ডলী এ সংসারের নারিকেল’।
- ৬। ‘সংসারশিক্ষাশূন্য কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহন করিও না-তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে’।
- ৭। ‘নারিকেলের চারটি সামগ্রী-জল, শস্য, মালা এবং ছোবড়া’।
- ৮। ‘নারিকেলের শস্য, স্ত্রী লোকের বুদ্ধি।
- ৯। ‘মালা-এটি স্ত্রী লোকের বিদ্যাস-যখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না’।
- ১০। ‘ছোবড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপ ও স্ত্রী লোকের বাহ্যিক অংশ’।
- ১১। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে’।
- ১২। ‘বঙ্গীয় লেখকরা আপনাপন প্রবন্ধ মধ্যে অধ্যাপক দিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন’।
- ১৩। ‘সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অকস্মর্গ্য, কদর্য, টক’

বড়বাজার/ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখকের রূপকে কমলাকান্ত চক্রবর্তী নাম ধারণ করে বেরিয়েছেন বাজারে। কমলাকান্তের মনে হয়েছে বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার। সেখানে সকলেই দোকান সাজিয়ে বসে আছে। সকলের উদ্দেশ্যে মূল্য প্রাপ্তি।

নসীরামবাবুর গৃহে প্রসন্ন গোয়ালিনীর তৈরী দুগ্ধজাত ক্ষীর, সর, দই, ননী খেয়ে কমলাকান্তের দিনগুলি ভালো কাটছিল। গোল বাঁধে দুধের দাম চাওয়ায়। দাম দিতে না পারায় প্রথমে গালি, পরে যোগার বন্ধ হয়ে যায়। তখন কমলাকান্তের মনে দার্শনিক প্রত্যয়ের জন্ম হয়। আফিমের নেশার দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন কলুপটিতে উমেদার, মোসারের সকলে কলু সেজে কাজ হাসিল করার জন্য তেল দিচ্ছে। আফিমের নেশা কেটে যেতে বড়বাজারের পরিচয় আর বিস্তৃতি লাভ করেনি। তখন প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণ দূর হয়েছে।

তথ্য

- ১। ‘বড়বাজার’ প্রবন্ধটি ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ গ্রন্থের দশম প্রবন্ধ।
- ২। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায়, আশ্বিন, ১২৮১ সংখ্যায় ‘বড়বাজার’ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
- ৩। কমলাকান্ত নসীরাম বাবুর গৃহে গিয়ে ক্ষীর, দুধ, দই ও নবনীত খেয়েছেন।
- ৪। প্রসন্ন মূল্য চাইলে প্রাবন্ধিক যা করেছেন -
 ১ম দিনে - রসিকতা করে উড়িয়ে দিলেন
 ২য় দিনে - বিস্মিত দিলেন
 ৩য় দিনে - গালি দিলেন
- ৫। কমলাকান্তের মতে, মূল্য দিয়ে কিনতে হয় কলেজের বিদ্যা, অনেক ভালো কথা, হিন্দুদের ধর্ম, যশ:, মান।
- ৬। প্রাবন্ধিক বৃথা গল্প, আকাশ কুসুম, ছায়াবাজি বলেছেন ভক্তি, প্রতি, স্নেহ প্রনয়কে।
- ৭। পৃথিবীর রূপসীগণকে মাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
- ৮। এই প্রসঙ্গে রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, চুনো, পুঁটি, কই প্রভৃতি মাছের উল্লেখ আছে।
- ৯। এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের দোকান ঘরের উপর বড় বড় পিতলের অক্ষরের দোকানের নাম লেখা ছিল - Misser Brown Jones and Robinson
- ১০। এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের দোকানটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৫৭ সালে। এই সালটি ইংরেজিতে লেখা ছিল।
- ১১। বাঙ্গালা সাহিত্য হল অপেক্ষ কদলী।
- ১২। সাহিত্যের বাজারে সংস্কৃত সাহিত্য বিক্রি করেছিলেন বাল্মীকি প্রভৃতি ধনষিগন।
- ১৩। সাহিত্যের বাজারে পাশ্চাত্য সাহিত্য ছিল নিচু, পীচ, পেয়ারা, আনারস, আপুর, প্রভৃতি সুস্বাদু ফল।
- ১৪। কথক যে খাঁটি দোকান দেখেছিলেন তার ফলকে লেখা ছিল:
 বিক্রেতা-যশের পণ্যশালা
 বিক্রয়-অনন্ত যশ
 মূল্য-জীবন

জীয়ন্তেকেই এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

- ১। ‘সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচতুরা’।
- ২। ‘মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর’।
- ৩। ‘ভক্তি প্রীতি স্নেহ প্রায়াদি সকলই বৃথা গল্প’।
- ৪। ‘গোরু কাহারোও নহে; গোরু গুরুর নিজের, দুধ যে খায় তাহারাই’।
- ৫। ‘হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম্ম কিনিয়া যা কেন?’।
- ৬। ‘এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার-সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান, সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্য প্রাপ্তি’।
- ৭। ‘সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্য জীবন বলে’।
- ৮। ‘কার্য্যকারন সন্মুখ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য্য হইবে কম দিলেই অকার্য্য’।

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

UNIT- 8: রবীন্দ্র সাহিত্য

Sub Unit – 1:

- ১.১ চিত্রা (কাব্য)
- ১.২ পুনশ্চ (কাব্য)
- ১.৩ নবজাতক (কাব্য)

Sub Unit – 2:

- ২.১ ঘরে বাইরে (উপন্যাস)
- ২.২ চতুরঙ্গ (উপন্যাস)

Sub Unit – 3:

- ৩.১ নিশীথে, দুরাশা, জ্বর পত্র, হৈমন্তী, ল্যাবরেটরি (ছোটগল্প)

Sub Unit – 4:

- ৪.১ অচলায়তন (নাটক)
- ৪.২ মুক্তধারা (নাটক)

Sub Unit – 5:

- ৫.১ মেঘদূত (প্রবন্ধ)
- ৫.২ ছেলেভুলানো ছড়া - ১ (প্রবন্ধ)
- ৫.৩ বঙ্কিমচন্দ্র (প্রবন্ধ)
- ৫.৪ সাহিত্যের তাৎপর্য (প্রবন্ধ)
- ৫.৫ তথ্য ও সত্য (প্রবন্ধ)
- ৫.৬ বাস্তব (প্রবন্ধ)
- ৫.৭ সাহিত্যে নবত্ব (প্রবন্ধ)
- ৫.৮ আধুনিক কাব্য (প্রবন্ধ)
- ৫.৯ মনুষ্য (প্রবন্ধ)
- ৫.১০ নরনারী (প্রবন্ধ)
- ৫.১১ পল্লীপ্রকৃতি - ১ (প্রবন্ধ)

Sub Unit – 6:

- ৬.১ জাপানযাত্রী

Sub Unit – 7:

- ৭.১ জীবনস্মৃতি

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

Unit - 8: Sub Unit - 1

চিত্রা

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সর্বভূমির কবি। তিনি মনে - পানে চিন্তায় - কর্মে দুঃখে-সুখে জীবনে - মরনে সমান দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে নিয়ে ভেবেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি ধারায় তিনি অনন্য বিশিষ্টতা ও সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পঁয়তাল্লিশটির বেশি কাব্যরচনা করেছেন। এই কাব্যরচনার ক্রমবিকাশের পথে একটি বিশেষ যুগ হল ‘চিত্রা’র যুগ। যা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের ঠিক চার বছর পর কাব্যে রবীন্দ্র প্রতিভার বিশেষ বিষ্ফুরন এল সেই বিশেষ প্রতিভার উন্মেষ ও যুগ। তিনটি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করল - ‘চিত্রা’ (১৮৯৩) ‘মানসী’ (১৮৯০) ও ‘সোনার তরী’ (১৮৯৩)। কাব্যে সৌন্দর্য ব্যাকুলতা ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বোধের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, এবং রহস্যময় আবেদন ‘চিত্রা’ কাব্যে এসে একটা পূর্ণতা ও বিরাম লাভ করেছে। ‘চিত্রা’ কাব্যে রূপের সঙ্গে অরূপভাবুকতার মিশ্রণ ঘটেছে। ‘চিত্রা’তেই প্রথম বোঝা যায় কবির ব্যক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিনতির মুখে ধাবমান।

মানস সুন্দরীর অপার্থিব প্রেমের টানে কবি নিরুদ্দেশ যাত্রায় (‘সোনার তরী’) বাহির হলেও কবি সেই রহস্যময়ীর আবরণ উন্মোচনে সক্ষম হননি। কিন্তু ‘চিত্রা’ কাব্যে তার স্বরূপ উন্মোচনে স্পষ্টত সক্ষম হয়েছেন। ‘সোনার তরী’র সেই বিমূর্ত (Abstract) নারীমূর্তি ‘চিত্রা’য় এসে কবিকে ‘জীবন দেবতা’ রূপে ধরা দিয়েছে। এই জীবন দেবতা আমাদের ধর্মশাস্ত্রের ঈশ্বর নন। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক বলছেন ---

“চিত্রার পর্যায়ে একটি সর্বোত্তমমুখী পূর্ণতাবোধ থেকেই ‘জীবনদেবতা’

শ্রেণীর কাব্যের উৎপত্তি। জীবনদেবতা - দর্শন গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে কবির আত্ম - স্বরূপ আবিষ্কার”।

[রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়:- ড: ক্ষুদিরাম দাস]

অর্থাৎ এই জীবনদেবতা কবি সৃষ্ট একান্তভাবেই তাঁর অধিদেবতা। কবি উপলব্ধি করেছেন তাঁর কবিতা এমন শিল্পগুনান্বিত হয়ে ওঠে যে যা তার পরিমিত শক্তিতে ও সচেতন প্রয়াসে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব নয়। কোনো এক ‘অন্তর্যামী’ তাঁকে দিয়ে এই অসাধ্যসাধন করিয়ে নেয়। কবি এই ‘অন্তর্যামী কেই ‘জীবনদেবতা’ নামে অভিহিত করেছেন। ‘সোনার তরী’র মানসসুন্দরী ‘চিত্রা’ কাব্যে জাগতিক উপলব্ধিতে বিচিত্র রূপিনী রূপে ধরা দিয়েছেন। কবির অন্তর্মুখী উপলব্ধিতে হয়ে উঠেছেন তিনিই ‘জীবনদেবতা’।

‘চিত্রা’ কাব্যের কবিতাগুলি ১৩০০ থেকে ফাল্গুন ১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত দুই সময় কালের মধ্যে রচিত। অধিকাংশ কবিতায় লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপারে, পতিসর - শিলাইদহ, রামপুর ও জোড়া সাঁকোতে। একমাত্র ‘সুখ’ কবিতাটি এই সময়কালের পূর্বে ১৩ চৈত্র, ১২৯৯ বঙ্গাব্দে রচিত। কবিতাটি প্রথমে “সোনার তরী” (১৮৯৩) কাব্যে প্রকাশিত হয়। পরে ‘চিত্রা’ কাব্যে সংগৃহীত হয়েছে। প্রথম প্রকাশ কালে কবিতার সংখ্যা হল পঁয়ত্রিশ (৩৫)। পরে সংস্করণ করে কাব্যগ্রন্থাবলী রূপে যখন প্রকাশ হল তখন কবিতা সংখ্যা দাঁড়াল সাতচল্লিশ টি।

তবে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে ‘চিত্রা’ স্বতন্ত্র কাব্য রূপে প্রথম প্রকাশে ৩৫ টি কবিতাকে সম্বল করেই প্রকাশিত হয় পরে কাব্যগ্রন্থাবলী সংস্করণে গৃহীত চারটি কবিতা ‘স্নেহস্মৃতি’, ‘নববর্ষে’, ‘দুঃসময়’ ও ‘ব্যাঘাত যুক্ত হয়। কিন্তু ‘ব্রাহ্মণ’, ‘পুরাতন ভূত’ ও ‘দুইবিঘা জমি’ নামাঙ্কিত তিনটি কবিতা বর্জিত হয়। রচনাবলী সংস্করণে কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় (৩৫+৪-৩) = ৩৬টি। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ সংস্করণে বর্জিত কবিতা তিনটি পুনরায় গৃহীত হয়ে কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯ টি। চিত্রা কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (৪র্থ খন্ডে) পাঁচটি গুচ্ছে সাজিয়েছেন।

কাহিনী

(১) এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি হল ‘ব্রাহ্মণ’, ‘পুরাতন ভূত’ ও দুই বিঘা জমি’--

চিত্রা

এই গুচ্ছের কবিতাগুলিতে কবিহৃদয়ের প্রশান্তি প্রেম ও সৌন্দর্য কল্পনা জীব ও জড় প্রকৃতির সঙ্গে একসাথে মিলেছে। ‘সুখ’ ‘জ্যোৎস্নারাত্রি’ ‘প্রেমের অভিশেক’, ‘সন্ধ্যা’, ‘পূর্ণিমা’ ‘উর্বশী’, ‘সান্ত্বনা’, ‘দিনশেষে’ ‘বিজয়ানী’ ‘প্রস্তরমূর্তি’ ‘নারীর দান’ ‘রাত্রে ও প্রভাতে’ ‘প্রৌঢ়’ ও ‘ধূলি’।

স্বীকৃতি

গুচ্ছে পড়ে ‘এবার ফিরাও মোরে’ ‘মৃত্যুর পরে’, ‘সাধনা’, ‘শীতে ও বসন্তে’, ‘নগর সঙ্গীত’ ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ ‘গৃহশত্রু’, ‘মরীচিকা’ ‘১৪০০ সাল’ ও ‘দুরাকাঙ্ক্ষা’।

অন্ত্যায়ী

গুচ্ছে পড়ে ‘চিত্রা’, ‘অন্ত্যায়ী’ ‘উৎসব’।

জীবনদেবতা

গুচ্ছে পড়ে ‘আবেদন’ ‘শেষ উপহার’ ‘জীবনদেবতা’ ‘নীরব তন্ত্রী ও ‘সিন্দুপারে’।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মন্তব্য

- ১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘চিত্রা’ কাব্যের প্রকাশ কাল ১১ মার্চ ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ (২৯ শে ফাল্গুন - ১৩০২ বঙ্গাব্দ)।
- ২) চিত্রা গ্রন্থটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি।
- ৩) ‘চিত্রা’ কাব্যের অন্তর্গত ‘সুখ’ কবিতাটি প্রথমে ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। পরে ‘চিত্রা’ কাব্যে গৃহীত হয়। ‘সুখ’ কবিতাটি নিয়েই ‘চিত্রা’ কাব্যের কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫।
- ৪) “কাব্যকলার ক্রমবিকাশের পথে চিত্রা হল সেই উচ্চভূমি যেখানে সমস্ত পথ, একটা স্থিরত্ব ও সংহতি লাভ করেছে, যেখানে উচ্চতা পূর্ণতা ও বিরাম, এবং যেখান থেকে দেখা যায় যে পথ বহুদূরে অনন্তে গিয়ে মিশেছে। চিত্রাতেই সর্বপ্রথম বোঝা গেল যে কবির ব্যক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিনতির মুখে ধাবমান”। (ক্ষুদীরাম দাস। রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়)
- ৫) ‘জগতে বিচিৎরপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এ দুই-ই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য। এই দুই সত্য একত্র হয়েছে চিত্রা কাব্যে। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]
- ৬) “চিত্রাতে কবির প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বৃক্ষ -- জীবনের মত দুইদিকে প্রসার লাভ করিতেছে একদিকে তাহা আপন ব্যক্তিত্বের নব নব দ্বার উন্মোচন করিতেছে, অপরদিকে বিশ্বকে নানা দিক হইতে সমাজ, রাজনীতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব -- নানাভাবে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে”। (প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ)
- ৭) “ধর্মশাস্ত্রে ঋষিরা বলে তিনি বিশ্ব লোকের আমি তাঁহার কথা বলি নাই; তিনি বিশেষ রূপে আমার, অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার, আমার সমস্ত জগৎ সংসারে সম্পূর্ণরূপে ঋষির দ্বারা আচ্ছন্ন, যিনি আমার অন্তরে এবং ঋষির অন্তরে আমি, ঋষিকে ছাড়া আমি কাহাকেও ভালোবাসিতে পারি না, যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না। চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে। (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ)
- ৮) “সমস্ত ভালোবাসা সমস্ত সৌন্দর্য আমি ঋষিকে খন্ড খন্ড ভাবে স্পর্শ করিতেছি যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যাপ্তভাবে সুখদুঃখ অশ্রুহাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ, চিত্রা গ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি”। (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ)
- ৯) “যে অমৃত নিরাকার ভাবময় সৌন্দর্য সমস্ত আকারের মধ্যে, মূর্তির মধ্যে, বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত -প্রতিভাত প্রতিস্ফূর্ত হইতেছেন তাঁহারই বন্দনা এই চিত্রা কবিতা” --- (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় --রবিরশ্মী)
- ১০) গ্রন্থাগারে প্রকাশের পূর্বে ‘চিত্রা’ কাব্যের ১৫ টি কবিতার মধ্যে সাধনাতেই প্রকাশিত হয় ১৪ টি। একটিমাত্র কবিতা ‘স্নেহস্মৃতি ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১. ‘চিত্রা’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত ও বর্জিত সমস্ত কবিতার নাম, রচনাকাল, ও রচনাস্থান পত্রিকায় প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশকাল প্রকাশস্থান দেওয়া হল-

ক্রমিক	কবিতারনাম	রচনাকাল	রচনাস্থান	পত্রিকায় প্রকাশ	পত্রিকায় প্রকাশ কাল
১.	চিত্রা	১৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২	সাজাদপুর (?)	---	---
২.	সুখ	১৩ চৈত্র, ১২৯৯	রামপুর বোয়ালিয়া	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০
৩.	জ্যোৎস্না রাত্রে	রাত্রি, ৫-৬ মাঘ ১৩০০	---	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২

৪.	প্রেমের অভিষেক	১৪ মাঘ, ১৩০০	জোড়াসাঁকো	সাধনা	ফাল্গুন, ১৩০০
৫.	সন্ধ্যা	৯ ফাল্গুন, সন্ধ্যা ১৩০০	পতিসর	সাধনা	মাঘ ১৩০০
৬.	এবার ফিরাও মোরে	২৩ ফাল্গুন ১৩০০	রামপুর বোয়ালিয়া	সাধনা	চৈত্র, ১৩০০
৭.	স্নেহস্মৃতি	বর্ষশেষ ১৩০০	জোড়াসাঁকো	ভারতী	কার্তিক, ১৩০২
৮.	নববর্ষে	নববর্ষ ১৩০১	জোড়াসাঁকো	সাধনা	বৈশাখ, ১৩০১
৯.	দুঃসময়	৫ বৈশাখ ১৩০১	জোড়াসাঁকো	----	----
১০.	মৃত্যুরপরে	৫ বৈশাখ ১৩০১	জোড়াসাঁকো	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২
১১.	ব্যাঘাত	জ্যৈষ্ঠ ১৩০২	জোড়াসাঁকো	----	----
১২.	অন্তর্যামী	ভাদ্র ১৩০১	শিলাইদহ	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০০
১৩.	সাধনা	৪ কার্তিক ১৩০১	শান্তিনিকেতন	সাধনা	অগ্রহায়ণ, ১৩০১
১৪.	শীতে ও বসন্তে	১৮ আষাঢ় ১৩০২	সাজাদপুরের কুঠিবাড়ি	সাধনা	শ্রাবণ, ১৩০২
১৫.	নগরসংগীত	---	---	সাধনা	ভাদ্র-কার্তিক, ১৩০২
১৬.	পূর্ণিমা	১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩০২	শিলাইদহ (বোটেরমধ্যে)	---	---
১৭.	আবেদন	২২ অগ্রহায়ণ ১৩০২	জলপথে (শিলাইদহঅভিমুখে)	---	---

১৮.	উর্বশী	২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২	জলপথে (শিলাইদহঅভিমুখে)	---	---
১৯.	স্বর্গহইতে বিদায়	২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২	শিলাইদহ	---	---
২০.	দিনশেষে	২৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২	শিলাইদহ	---	---
২১.	সান্ত্বনা	২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০২	শিলাইদহ	---	---
২২.	শেষ উপহার	১ পৌষ ১৩০২	শিলাইদহ	---	---
২৩.	বিজয়িনী	১ মাঘ ১৩০২	---	---	---
২৪.	গৃহ-শত্রু	১৫ মাঘ ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
২৫.	মরীচিকা	১৬ মাঘ ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---

২৬.	উৎসব	২২ মাঘ ১৩০২	জোড়াসাঁকো	---	---
২৭.	প্রস্তরমূর্তি	২৪ মাঘ ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
২৮.	নারীরদান	২৫ মাঘ ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
২৯.	জীবনদেবতা	২৯ মাঘ ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
৩০.	রাত্রি ও প্রভাতে	১ ফাল্গুন ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
৩১.	১৪০০ সাল	২ ফাল্গুন ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
৩২.	নীরব তন্ত্রী	৪ ফাল্গুন ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
৩৩.	দুরাকাঙ্ক্ষা	৪ ফাল্গুন ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
৩৪.	প্রৌঢ়	৭ ফাল্গুন ১৩০২	কলকাতা	---	---
৩৫.	ধূলি	১৫ ফাল্গুন ১৩০২	কলকাতা	---	---
৩৬.	সিন্ধুপারে	২০ ফাল্গুন ১৩০২	জোড়াসাঁকো	---	---
৩৭.	বিকাশ	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৩৮.	বিস্ময়	১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৩৯.	বন্দনা	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৪০.	মনেরকথা	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৪১.	আত্মোৎসর্গ	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৪২.	অতিথি	১২ আশ্বিন, ১৩০২	---	---	---
৪৩.	দুই বিধা জমি	৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২	---	সাধনা	আষাঢ়, ১৩০২
৪৪.	পুরাতন ভূত	১২ ফাল্গুন, ১৩০১	শিলাইদহ	সাধনা	চৈত্র, ১৩০১
৪৫.	ব্রাহ্মান	৭ ফাল্গুন, ১৩০১	শিলাইদহ	---	ফাল্গুন, ১৩০১
৪৬.	নবজীবন	১৩ আশ্বিন, ১৩০২	---	---	---
৪৭.	মানবসন্ত	১৪ আশ্বিন, ১৩০২	---	---	---
৪৮.	ভগ্ন	২৬ ভাদ্র, ১৩০২	---	---	---

১.২ পুনশ্চ (১৯৩২) :

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২) ভিন্ন ধরনের কাব্যগ্রন্থ। ‘পুনশ্চ’ এই নামকরণের মধ্যে একটা আলাদা অর্থের ইঙ্গিত আছে তা হল পুনরায় নতুন করে আরম্ভ করা ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের পর ‘পুনশ্চ’র আত্মপ্রকাশ। ‘পরিশেষ’ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের ইতি ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন কবিকর্ম থেকে অবসর নেবেন। নৈরাশ্য ও হতাশা গ্রাস করেছিল এ সময় কবিকে, কিন্তু সেই নৈরাশ্যের কূলে দাঁড়িয়েই কবি আবিষ্কার করেছিলেন নিজেকে,

কবি যদিও খ্যাতি অখ্যাতির প্রশ্ন তুলেছেন, পুরাতন দিনের এবং নতুন দিনের কবিমানসের মধ্যে একটা সেতু স্থাপন করে, নতুন পালা শুরু করেছেন। এই নতুন পালার কাব্যের নাম হল ‘পুনশ্চ’। এই কাব্যের ‘নতুন কাল’ কবিতায় কৈফিয়ৎ দিয়ে লিখেছেন, ॥ “তাই ফিরে আসতে হল” আর একবার।

দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু

তোমারি মুখ চেয়ে, ভালোবাসার

দোহাই মেনে” ॥

একেকবারে নতুন কালের ভাবনাকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করলেন।

জন্ম রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ কল্পনাবিলাসের জাল ছিন্ন করে একদা ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতায় মর্ত্যমানবের কাছে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা ছিল ক্ষনিকের আবেদন, রবীন্দ্রনাথের দুঃখবিলাস মাত্র, কিন্তু পুনশ্চ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের আনন্দ বেদনাকে কাব্যের বিষয়ীভূত করতে চেয়েছেন। এখানে সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে দেখার আগ্রহ মানুষকে অতিক্রম করে ইতর প্রাণী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তিনি দেশব্যাপী অম্পৃশ্যতা দূরীকরণের তীব্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মানব প্রেমের মন্ত্র নিয়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন এই কাব্যে।

যারা এতদিন ছিল বঞ্চিত, অবহেলিত তারাই তাঁর কবিতার কেন্দ্রে এসে দাঁড়াল। সমাজের অবহেলিত নরীদের বেদনাকে ভাষা দিলেন ‘সাধারণ মেয়ে’র প্রেমে, ‘বাঁশি’ কবিতায়। ‘ক্যামেলিয়া’র সাঁওতাল রমণী, মা- মরা ‘ছেলোটা’ কবির দরদী সহানুভূতিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ‘প্রথমপূজা’ ‘স্নান সমাপন’ ‘প্রেমের সোনা’ ‘শিশুতীর্থ’ ইত্যাদি কবিতার মধ্য দিয়ে মানবতার জয় ঘোষণা করলেন। জাতি ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে তিনি মহত্বে উন্নীত করেছেন।

সর্বোপরি ‘পুনশ্চ’ সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার আঙ্গিক চেতনায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার প্রথম প্রয়াসের পরিচয় আছে ‘লিপিকা’র প্রথম অংশে। পুনশ্চে তিনি সার্থক ভাবেই গদ্য কবিতার জন্ম দিলেন। এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রাধান্যযোগ্য।---

“পুনশ্চের গদ্য কবিতা গুলিতে রেখার যে সূক্ষ্মতা ও ভাবের যে বলিষ্ঠতা প্রস্তুতি তাহা পদ্য কবিতায় হইলে ছন্দের তরঙ্গে ও বাচনের বর্ণচ্ছত্রাবলীতে নিশ্চয়ই অনেকটা খর্ব ও শ্লথ হইয়া পড়িত।”

[বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড ডঃ সুকুমার সেনা

পদ্যের বৃন্দবন্ধন ও অন্তর্মিল পরিত্যাগ করে গদ্যের মধ্যে কবিতার স্বাদ সঞ্চার করলেন। ফলে কবিতা হয়ে উঠল গদ্য কবিতা। ‘পুনশ্চ’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গদ্য কবিতার সংকলন। কাব্যটি আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশকালে কবিতা সংখ্যা ছিল ৩৭ টি। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ফাল্গুন, ১৩৪০। এই সংস্করণে পূর্ববর্তী ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের ছয়টি কবিতা ---

১. খেলনার মুক্তি ২. পত্রলেখা ৩. খ্যাতি ৪. বাঁশি ৫. উন্নতি ৬. ভীকু এবং সাতটি নতুন কবিতা ১. তীর্থযাত্রী ২. চিরকালের বাণী ৩. শুচি ৪. রঙেরজিনি ৫. মুক্তি ৬. প্রেমের সোনা ও ‘স্নান সমাপন’ সব মিলিয়ে মোট তেরটি (১৩) কবিতা যুক্ত হয়। অর্থাৎ প্রথম সংস্করণে পুনশ্চের কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ টি। এই ৫০ টি কবিতার মধ্যে ১৮টি কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

- রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যকবিতা সংকলন ‘পুনশ্চ’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আশ্বিন, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২) খ্রিষ্টাব্দে।
- প্রকাশক জগদানন্দ রায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত। মুদ্রন সংখ্যা ১১০০
- ‘পুনশ্চ’ কাব্যের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই।
- ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠা কন্যা মীরা ও নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র নীতিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ওরফে ‘নীতু’ কে উৎসর্গ করেন।
- প্রথম প্রকাশকালে কবিতা সংখ্যা ছিল ৩৭ টি।
- দ্বিতীয় সংস্করণে ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের ছয়টি কবিতা এবং নতুন লেখা ৭টি কবিতা মোট ১৩টি কবিতা যুক্ত হয়ে কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ টি।
- ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ৫০ টি কবিতার মধ্যে ১৮ টি কবিতা গ্রন্থভুক্তির পূর্বেই বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।
- ‘শিশুতীর্থ’ কবিতাটি পত্রিকায় প্রকাশকালে নাম ছিল ‘সনাতনম’ - এনম আছর্ উতাদ্য স্যাং পুনর্নবঃ; যার অর্থ - -- ইনিই সনাতন, ইনিই অদ্য পুনর্নব।
- ‘পুনশ্চ’ কাব্যের শিশুতীর্থ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই লেখা (জবাবন ইবভরধঞ্চ) নামক রচনা নিজকৃত বঙ্গানুবাদ।
- ‘সঞ্চয়িতা’ গ্রন্থে ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ৭ টি কবিতা গৃহীত হয়েছে।---- ১) পুকুর ধারে ২) ক্যামেলিয়া ৩) ছেলোটা ৪) সাধারণ মেয়ে ৫) খোয়াই ৬) শেষ চিঠি এবং ৭) ছুটির আয়োজন

- রবীন্দ্রনাথের ‘পুনশ্চ’ কাব্যের মোট ৫০ টি কবিতার মধ্যে শান্তিনিকেতনে বসে লিখেছেন ৪৭ টি কবিতা, কলকাতায় একটি ‘চিররূপের বাণী’ এবং বরানগরে বসে লেখেন দুটি --- ‘রঙেরজিনি’ ও ‘স্নান সমাপন’।

‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত সমস্ত কবিতার নাম, রচনাকাল, ও রচনাস্থান পত্রিকায় প্রকাশকাল, দেওয়া হল ---

ক্রমিক	কবিতার নাম	রচনাকাল	রচনাস্থান	পত্রিকায় প্রকাশ	পত্রিকায় প্রকাশকাল
১.	কোপাই	১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
২.	নাটক	৯ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৩.	নূতনকাল	১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৪.	খোয়াই	৩০ শ্রবন, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৫.	পত্র	১০ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৬.	পুকুর-ধারে	২৫ বৈশাখ, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	বিচিত্রা	আশ্বিন, ১৩৩৯
৭.	অপরধী	৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৮.	ফাঁক	১১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৯.	বাসা	৩ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১০.	দেখা	৪ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১১.	সুন্দর	৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১২.	শেষ দান	৫ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১৩.	কোমলগান্ধার	১৩ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১৪.	বিচ্ছেদ	৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১৫.	স্মৃতি	৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১৬.	ছেলেটা	২৮ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	পরিচয়	কার্তিক, ১৩৩৯
১৭.	সহযাত্রী	১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১৮.	বিশ্বশোক	১১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১৯.	শেষ চিঠি	৩১ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
২০.	বালক	২ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
২১.	ছেড়া কাগজের বুড়ি	২৮ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---

২২.	কীটের সংসার	২৮ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
২৩.	ক্যামেলিয়া	২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	বিচিত্রা	কার্তিক, ১৩৩৯

Unit- 9: ছন্দ ও অলঙ্কার

Sub Unit – 1:

বাংলা ছন্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।

Sub Unit – 2:

বাংলা ছন্দের রীতি ও রূপ ও বৈচিত্র্য।

Sub Unit – 3:

বাংলা ছন্দের পরিভাষা : পরিচয়, দল, কলা, মাত্রা, পর্ব, পর্বঙ্গ, অতিপর্ব, ছেদ, যতি, পংক্তি, স্তবক, লয়।

Sub Unit – 4:

বাংলা ছন্দ চর্চার ইতিহাস (রবীন্দ্রনাথ), সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, প্রবোধচন্দ্র, অমূল্যধন ও তারাপদ ভট্টাচার্য
অলঙ্কার - ১. শব্দলঙ্কার :- অনুপাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তিবদাভাস।

২. অর্থালঙ্কার :- উপমা, রূপক, সন্দেহ, অপহুতি, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, অতিশয়োক্তি, অপ্রস্তুত, প্রশংসা, ব্যতিরেক
সমাসোক্তি, উৎপ্রেক্ষা, বিরোধোভাস, বিষম, ব্যাজন্তুতি।

Unit - 9: Sub Unit - 1

ছন্দ

www.teachinns.com - A compilation of six

১। বাংলা ছন্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ :

বাংলা ভাষার যখন উদ্ভব হয় তার সীমানা আধুনিক বাংলা দেশের সীমানা ছেড়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাষা বিবর্তনের ইতিহাসে বাংলা ভাষার আবির্ভাব সংস্কৃত - প্রাকৃত - অপভ্রংশ - অবহট্ট -এর পরবর্তী পর্যায়ে। যে ভাষা উন্নত কোন ভাষার রূপান্তর, সে ভাষাতে সাহিত্য সৃষ্টিতে কোন বাধা নেই। বাংলা সেইরকম একটি ভাষা।

চর্যাপদে - এ বাংলা সাহিত্যের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষা চর্চা পদ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। ‘চর্যাপদ’ এই নামকরণের মধ্যে পদ বা গীতি সংকলনের ইঙ্গিত আছে। স্বভাবতই পদ বা গীতি ছন্দোবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। ছন্দের আকারে যে পদগুলি আবদ্ধ হয় তার রূপ ও রীতি পৃথক হয়। ছন্দোবদ্ধ পদ হল ছন্দের আকৃতি। আর ছন্দের রীতি হল ছন্দের প্রকৃতি। বাংলা ছন্দের রূপ ও রীতির ক্রমবিকাশের পাঠ নিম্নে দেওয়া হল।

বাংলা ছন্দের আদিরূপ ও প্রকৃতি মূলত চর্যাপদেই দেখা যায়। সংস্কৃত - প্রাকৃত - মৈথিল - ওড়িয়া - অপভ্রংশ - অবহট্ট প্রভৃতি ভাষার পথ অতিক্রম করেও তার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে বাংলা ‘ছন্দোবদ্ধ’। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে যে সমস্ত ছন্দ প্রচলিত ছিল সেগুলি প্রধানত ‘বৃত্ত’ জাতীয়। চর্যাপদ ছন্দরূপ ও আকৃতিতেও সেই ধরনের ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বাংলা ছন্দের যে মূল লক্ষণগুলি সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে তার প্রভেদ নির্দেশ করে সেগুলি হল:- সম মাত্রার দুই তিনটি পর্ব নিয়ে এক একটি চরন গঠন এবং পর্বঙ্গ সংযোজনের আবশ্যিকতা অনুসারে দৈর্ঘ্য নির্ণয় - যা আমরা ‘বৌদ্ধগান ও দোহা’ র মধ্যে পাই। অন্য কোন প্রমান না থাকলেও বলা যায় যে - ‘চর্যাপদে’ আমরা প্রাকৃত প্রভৃতির যুগ অতিক্রম করেছি। নূতন ভাষার উদ্ভব হয়েছে। যেমন : পাদাকুলক - সংগঠন

কায়া তরুণর/ পঞ্চ বি ডাল/ চঞ্চল চীএ / পই ঠো কাল (সংস্কৃত রীতি)।
ধামার্ধে চাটিল / সাঙ্কু ম গঢ় ই / পার গামি লোঅ/ নিভরতরই (আধুনিকরীতি)।

বাংলার আদিমতম ও প্রধানতম দুটি ছন্দোবদ্ধ - যাদের পরে নাম হয়েছে পয়ার ও লাচাড়ি তাদের পরিচয়ও এখানে পাওয়া যায়। চর্যার কোনো কোনো পদে চাতুর্মাত্রিক পর্বের (৪+৪+৪+৪) ছাঁচটিকে অক্ষত রেখেও কেবল ছত্রের দৈর্ঘ্যের হেরফেরের জন্য ছন্দের ধাঁচ ‘দৌহা’, কিংবা ‘চউপাইয়া’ ছন্দের কাছাকাছি পৌছতে চেয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে পাদাকুলক’ ই চর্যা গীতিকার প্রধান ছন্দ।

“সংস্কৃত - প্রাকৃত দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ বাংলায় লুপ্ত হতে থাকায় চর্যা গীতিকাতে মাঝে মাঝেই দীর্ঘস্বর যুক্ত দল গুরু দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি”।

(ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দরূপ :- ড: পবিত্র সরকার) তার ফলে দুমাত্রার বদলে এক মাত্রা মূল্য পেয়েছে।

ঢালত - মোর ঘর । নাহি পড় । বেষী হাড়িত । ভাত নাহি । নিতি আ ।

বেশী ভবনই । গহন গম- । ভীর বেগে । বাহী দুআন্তে । চিখিল । মাঝে ন । বাহী

শেষ দৃষ্টান্তে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র দীর্ঘস্বরের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে তা নয়, কখনও বাংলা উচ্চারণ হোক, গানের তাল হোক - কোনো প্রভাবে হ্রস্বস্বরও দীর্ঘত্ব লাভ করেছে। ‘চিখিল’ তার একটি দৃষ্টান্ত এতে ‘চি’ কে দীর্ঘ দল না ধরলে ৪ মাত্রার পর্ব তৈরী হয় না।

পাদাকুলকের অনুসরণ করলেও চর্যা গীতিকায় বাংলা উচ্চারণের স্বাধীনতা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত তাই কখনও দীর্ঘস্বরের দলকে লঘু দলের মূল্য দেয় গুরু দল হিসেবে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের দীর্ঘস্বর এখানে কখনও কখনও হ্রস্বস্বর হিসেবে গণ্য হয়েছে। আর হ্রস্বস্বর কখনও দীর্ঘস্বর হিসেবে গুরু দলের মূল্য পেয়েছে। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ এবং ব্রজবুলি আশ্রিত কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এই স্বাধীনতা প্রায়শই লক্ষণীয়।

মধ্যযুগের মাত্রাবৃত্ত (কলাবৃত্ত ছন্দ)

মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলীতে যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনুসরণ ঘটেছে তার উৎস প্রাকৃত - অপভ্রংশ কবিতা নয়, প্রথমে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, পরে বিদ্যাপতির মৈথিল কবিতা । “কলাবৃত্তের উত্তর লৌকিক বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রভাবের অনিবার্য পরিণাম এই নবছন্দ, যার আধুনিকতম নাম মিশ্রকলাবৃত্ত বা অর্ধকলাবৃত্ত। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, লৌকিক প্রভাবে প্রত্নকলাবৃত্তের বিবর্তিত রূপ হল মিশ্রকলাবৃত্ত রীতি।” (আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ পৃ: ৩৮ - রামবহাল তেওয়ারী)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্য দেহে মিশ্রকলাবৃত্ত সুপ্রদর্শিত হয়নি। তবু যে পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়েছে -

১. গুরু ও দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রিকতা বর্জন হয়েছে।

২. প্রথম ও নবম মাত্রায় শ্বাসাঘাতের প্রবর্তন ।

৩. মিশ্র কলা বৃত্তের চতুর্দশ মাত্রা যুক্ত পয়ারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা চলছে।

সভে দেবে মেলি সভা । পাতিল আকাশে (৮ + ৬)

কংসের কারণে হত্র । সৃষ্টির বিনাশে (৮ + ৬)

U1-3

এখানে ১ কং এ শে ভা ইত্যাদি গুরুদল হওয়া সত্ত্বেও ১ মাত্রা হিসেবে গণ্য হয়েছে। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি বহু প্রচলিত বাংলার বিশিষ্ট ছন্দোবন্ধের আদিম বা অপরিণত রূপের পরিচয় মেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। এ প্রসঙ্গে তারাপদ ভট্টাচার্য বলেছেন-

১. “সেখানে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে) অপরিণত পয়ার, অপরিণত ত্রিপদী বা লাচাড়ি সবই আদিম অবস্থায় আছে। এমন কী পরবর্তীকালে ‘লঘু ত্রিপদী’ ‘দিগম্বর’ ‘একাবলী’ প্রভৃতি যে সমস্ত বাংলা ছন্দ দেখা যায়, সেগুলি অপরিণত আকারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রয়েছে।”

২. “শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সমস্ত ছন্দই আসলে ধামালী ছন্দ।”

ক) “ধামালী ছন্দের নাম নয়, রচনার বিষয়গত নাম। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ লৌকিক ছন্দ দ্বারা প্রভাবিত।”

(প্রবোধচন্দ্র সেন)

সুতরাং, বিভিন্ন নানাবিধ অভিমত থেকে সুস্পষ্ট শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের উৎস তথা অনুসৃতি ও প্রকৃতিতে মিশ্র রূপ বর্তমান ।

প্রাকৃচৈতন্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমকালে বা কিছু পরে রচনা মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যে ঋটি বাংলা তদন্ত ছন্দ

সুগঠিত আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ‘পয়ার’ শব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যে । মালাধর বসু লিখেছেন -

“ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া লোক নিস্তারিতে গাই পাঁচালী রচিয়া।” ‘পয়ার’ শব্দটির উৎস ও প্রয়োগ নিয়ে নানা

অভিমত আছে। সেগুলি হল:

১) রামগতি ন্যায় রত্ন : পায় (<) পয়ার - অর্থপাদ চরণ বিশিষ্ট। সুকুমার সেন : পজবাটিকা - পাদাকুলক (<) পদকার (<) পয়ার। ‘পয়ার’ নামটি মধ্যযুগে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হত। ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ ছাড়াও মঙ্গল কাব্য চরিত কাব্য, অনুবাদ কাব্য সর্বত্রই বাংলা ভাষার নিজস্ব তত্ত্ব ছন্দ ‘পয়ার’ নামে, এ পরিচিত।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন, - “বাংলা কাব্যে যেটি সনাতন ও সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত রীতি, তাহার নাম দিতেছি পয়ারের রীতি।” কিন্তু প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন পয়ার একটি নির্দিষ্ট আকারের ছন্দোবন্ধের নাম। কোন ছন্দোবন্ধের নাম নয়। তা হল -

(১) প্রতি চরণে চৌদ্দ অক্ষর বা চৌদ্দ মাত্রা। আট অক্ষর বা মাত্রার পর অর্ধযতি এবং পরবর্তী ছয় অক্ষর বা মাত্রার পর পূর্ণযতি। অর্থাৎ পয়ারের চরণ - $৮ + ৬ = ১৪$ মাত্রা। এই বিশিষ্ট রূপ কলাই পয়ার নামে অভিহিত। চরণের আকার বা মাত্রা সংখ্যার পরিবর্তন ঘটলে পয়ারের নামেরও পরিবর্তন ঘটতো। যেমন:

ক) দিগদরা - দশ অক্ষর বা দশমাত্রার চরণ

খ) লঘু ত্রিপদী - $৬ + ৬ + ৮$ অক্ষরে চরণে।

গ) দীর্ঘ ত্রিপদী - $৮ + ৮ + ১০$ অক্ষরে চরণ

ঘ) পয়ার - $৮ + ৬$ অক্ষরে চরণ

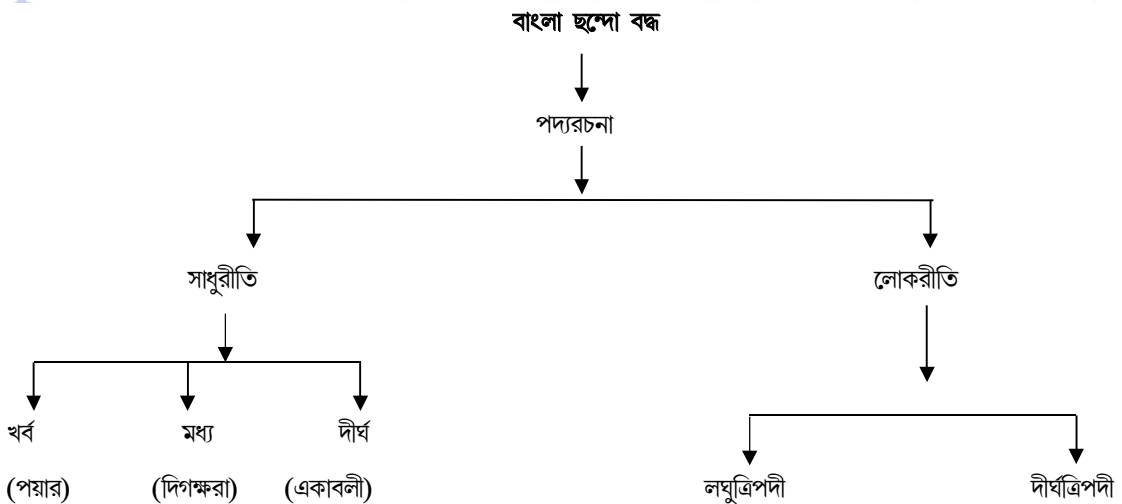
ঙ) মহাপয়ার - $১০ + ৮$ অক্ষরে চরণ ছন্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন প্রাচীন বাংলায় সাধুরীতির ছন্দকেই পয়ার বলা হত। তারপর ত্রিপদী নামে পরিচিত হতে থাকে। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে দুটি ছন্দোবদ্ধ রূপ প্রচলিত ছিল- ১) ‘পয়ার’ ২) ‘ত্রিপদী’।

প্রাক চৈতন্যযুগে বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেব দুজনেই পয়ারের দোসর হিসেবে লাচাড়ির কথা বলেছেন। অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেছেন - “লাচাড়ি - যাহার নাম পরে হয়েছিল ত্রিপদী”।

তারাপদ ভট্টাচার্য ও সহমত পোষন করেছেন - “লাচাড়ির অন্য নাম দীর্ঘ ত্রিপদী। সেকালে বলা হত লাচাড়ি। নৃত্যবৃত্ত থেকে সম্ভবত লাচাড়ি শব্দ উৎপন্ন”। তাই লাচাড়ি ও ত্রিপদীকে একই ছন্দোবন্ধের নামান্তর হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

পয়ার ও ত্রিপদীকে অনেকে ভিন্নরূপে দেখেছেন। যেমন প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর “নতুন ছন্দ” পরিক্রমা গ্রন্থে বলেছেন - “প্রাচীনকালে সাধুরীতির ছন্দের নাম ছিল পয়ার এবং লৌকিক ছন্দের (দেশি ছন্দের) নাম ছিল লাচাড়ি”।

একই অভিমতের সমর্থক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়। এঁদের মতে লাচাড়ি কোন ছন্দোবদ্ধ নয়। এটি একটি ছন্দরীতি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন - “নৃত্য নিরপেক্ষ ত্রিপদী বন্ধেরই পূর্বতন নাম লাচাড়ি”। এ মন্তব্য সর্বজন মান্য বলে বিবেচিত হয়েছে।



প্রশ্নমাত্রাবৃত্ত মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ও বৈষ্ণব পদাবলীতে যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনুসরণ ঘটেছে তা প্রাকৃত - অপভ্রংশ অবহট্টের মধ্য দিয়ে ছন্দ বিবর্তনের ফলে জাত নয়। লোকরীতি থেকে আগত নয়। গৃহীত কলাবৃত্ত ছন্দের বিবর্তিত রূপ। বাংলা সাহিত্যের দুজন কবি জয়দেব ও বিদ্যাপতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এই ধারায়। দুজনে - কেউই বাংলা ভাষায় পদ রচনা করেননি। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় ‘শ্রীগীতগোবিন্দম’ রচনা করেন আর বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষায়

বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে জয়দেব ও বিদ্যাপতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুসৃতি ‘ব্রজবুলি’ নামে একটি সাহিত্যিক ভাষার জন্ম হয়। এই ব্রজবুলি আসলে মেথিলি এবং প্রাদেশিক বাংলা বা হিন্দী বা ওড়িয়া কিংবা অসমিয়া ভাষার বিমিশ্রনে গড়ে ওঠা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির দ্বারা এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে বাংলা সাহিত্যে তাঁকে ‘দ্বিতীয় বিদ্যাপতি’র অভিধা দেওয়া হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ও চতুর্মাত্রিক পর্ব গঠনের দৃষ্টান্ত মেলে জয়দেবের পদে।

যেমন:-

শু সি ত পা ব ন মনু । পম পরি । না হম্ ৪+৪+৪+৩
ম দ ন দ । হন মিব /ব হ তি য । দা হম্ ৪+৪+৪+৩

কবি বিদ্যাপতির বৈষ্ণবপদাবলীতে মাত্রাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ আছে। যেমন:-

কি কহ । ব রে সখি । আনন্দ । ওর ৪+৪+৪+২
চির দিন । মা ধ ব । মন্দিরে । মোর ৪+৪+৪+২

বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যে মূলনীতি মুক্তদল ‘১’ মাত্রা এবং রুদ্ধদল ‘২’ মাত্রা তা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সর্বত্র প্রযোজ্য হয়নি। প্রাচীন মাত্রাবৃত্তে রুদ্ধদল ও দীর্ঘস্বরযুক্ত মুক্তদলের গুরুদল হিসাবে মর্যাদা মাঝে মাঝে শিথিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আধুনিক মাত্রাবৃত্তে কেবল রুদ্ধ দলই গুরুদল হিসেবে গন্য। এর যথাযথ প্রয়োগ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সম্ভব হয়নি।

প্রাগাধুনিক দলবৃত্ত:

ধ্বনির ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যের সমাবেশেই ছন্দ। ঐক্য তাকে দেয় প্রাণ, বৈচিত্র্য তাকে দেয় রূপ, ছন্দের যে বিচিত্র বাঞ্জনশক্তি, প্রানের রসকে রূপায়িত করার যে ক্ষমতা, কাব্যের বাণীকে কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করানোর যে শক্তি আছে- তা নির্ভর করে, বৈচিত্র্যের উপযুক্ত সমাবেশের উপর। আধুনিক বাংলা ছন্দের একটা স্পষ্ট রীতি গড়ে ওঠবার আগের সূত্রটা ভাল নির্দিষ্ট ছিল না। যখন তথাকথিত বর্ন মাত্রিক বা হরফ গোনা ছন্দোবন্ধের রীতিটা স্পষ্ট হল, তখন একটা নির্ভরযোগ্য একসূত্র খুঁজে পেয়ে বাংলা কবিতাও একটা সুনির্দিষ্ট পথে চলতে শুরু করল। বাংলা ছন্দ কয়েক শতাব্দী ধরে যে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার সেই প্রয়াসের চরম পরিণতি ও সার্থকতা দেখা গেল ভারতচন্দ্রের কাব্যে, ভারতচন্দ্র একটা নতুন চণ্ডের ছন্দ বাংলা সাহিত্যে প্রচলন করলেন - বাংলা গ্রাম্যছড়ার ছন্দ। যা লোক উৎসে জাত। বাংলার লোক সমাজে প্রচলিত ছড়া, গান, বাজনা, খেলা ইত্যাদির নিজস্ব ছন্দ হল দলবৃত্ত। এই ছন্দের বিশেষত্ব এই যে, এতে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকে। তার জন্য একটা বিশেষ দোলা ও আনন্দ অনুভবকরা যায়। প্রতি পর্ব চারমাত্রা, ও দুটি পর্বাক্ষ। সাহিত্যিক ঐতিহ্য-না থাকায় এই ছন্দ অকুলীন বলে পরিচিত হলেও দলবৃত্ত ছন্দটিই বাংলা ভাষার নিজস্ব ছন্দ।

দলবৃত্ত ছন্দ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে কৌলিন্য অর্জন না করলেও ব্রাত্য হয়ে থাকেনি।

যেমন:- ছড়া- ১

বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদেয় এল / বান ৪+৪+৪+২
শিব ঠাকুরের / বিয়ে হবে / তিন কন্যে / দান ৪+৪+৪(৩)+২

দলবৃত্ত ছন্দ চারমাত্রার পর্ব গঠন করে। রুদ্ধদল ও মুক্তদল সবই একমাত্রা বলে গন্য হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তির তিন কন্যে পর্বটি তিন মাত্রার হয়ে পড়ে। কিন্তু পর্ব সমতা বিধানের জন্য রুদ্ধদলে বিশিষ্ট উচ্চারণে মাত্রা সম্প্রসারণ ঘটিয়ে চারমাত্রা করে নিতে হবে।

২/ এপারেতে / লক্ষা গাছটি / রাঙা টুক টুক /করে ৪+৪+৪+২

গুন বতী / ভাই আমার / মন কেমন /করে / ৪+৪+৪+২

শ্বাসাঘাত প্রধান- মা । নিম খাওয়ালে / চিনি, বলে কথায় করে ছলো।

ওমা । মিঠার লোভে / তিতো মুখে / সারা দিনটা / গেলো।।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষার প্রবল প্রভাবে বাংলা ছন্দেও একটা বিপ্লবের সূচনা হল। ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্রের পাদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, তবুও তিনি ছড়ার ছন্দকে সাহিত্যে কতটা জাতে তুলবার কাজ করেছেন। তারপর এল বৈচিত্র্য সন্ধানের যুগ। নতুন নতুন সংকেতে চরন গঠন করার প্রয়াস এবং নানা বিচিত্র নক্সায় স্তবক গড়ে তোলার প্রয়াস চলল। সে চেষ্টার বোধহয় চরম পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। চরণ ও স্তবকের গঠন বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়া আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের অনুভূতির ব্যঞ্জনা হয়েছে। মধুসূদনের ‘বজাঙ্গনার’র বেদনা, ‘আত্মবিলাপের বিষাদ রবীন্দ্রনাথের ‘পূর্ববীর আহ্বান পর্যন্ত এই বৈচিত্র্য ধনিত হয়েছে।

আধুনিক ছন্দে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে আরও দুই এক দিক থেকে। হলন্ত অক্ষর বাংলায় দীর্ঘ হতে পারে, রবীন্দ্রনাথই সবসময় হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলে একটা প্রথা চালিয়েছেন। তার ফলে আধুনিক বাংলায় একটা বিশিষ্ট মাত্রাছন্দ চালু হয়েছে। তারপর বড় যুগান্তর এল মধুসূদনের ‘অমিত্রাক্ষর’ ছন্দ সৃষ্টিতে। তিনি দেখালেন বাংলায় ছন্দ যতির অনুগামী হওয়ার কোন আবশ্যিকতা নেই। এইখানে বাংলা ছন্দ প্রথম পেল স্বৈচ্ছাবিহার ও মুক্তির স্বাদ। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছন্দ একটি অনন্য মাত্রা পেয়েছে।

Unit - 9: Sub Unit - 2

বাংলা ছন্দের রীতি ও রূপবৈচিত্র্য

ছন্দের রীতি ও রূপ বৈচিত্র্য পাঠে অবগত হওয়া গেছে যে মাত্রাবিন্যাস রীতির উপর ছন্দের ধ্বনিপ্রকৃতি তথা শ্রুতিরূপ নির্ভর করে। বাংলা ছন্দে মাত্রা বিন্যাস হয় তিনটি স্বতন্ত্র রীতিতে। আমরা প্রবোধচন্দ্র সেনের দেওয়া নতুন নামগুলিকে ভিত্তি করে অন্যদের দেওয়া নামের একটি তালিকা এভাবে সাজাতে পারি। প্রবোধচন্দ্র সেনের দেওয়া তিন ধরনের বাংলা ছন্দের শেষতম নামকরণ -

- ১) দলমাত্রক বা দলবৃত্ত রীতি (ছড়ার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত)
- ২) কলামাত্রক বা কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত)
- ৩) ‘মিশ্রকলাবৃত্ত’ বা মিশ্রকলা মাত্রক মিশ্রবৃত্ত (তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত)

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ১. তানপ্রধান ২. ধ্বনিপ্রধান ৩. শ্বাসাঘাতপ্রধান

দিলীপকুমার রায় - ১. স্বরবৃত্ত ২. মাত্রাবৃত্ত ৩. অক্ষরবৃত্ত

১) স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ :

এক শ্রেণীর ছন্দে পর্বে গঠিত হয় দলমাত্রার যোগে অর্থাৎ এই শ্রেণীর ছন্দ পর্বগঠনের কাজে প্রত্যেক দলকে এক মাত্রা বলে স্বীকার করে নেওয়াই প্রচলিত রীতি। মাত্রা বিন্যাসের এই রীতিকে বলা হয় দলমাত্রক বা দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত রীতি। এই জাতীয় ছন্দের লয় দুত। প্রায় প্রত্যেক পর্বেই একটি প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। তাই একে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বলে।

২) কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত রীতি :

যে রীতিতে ছন্দপর্ব গঠিত হয় কলামাত্রা নিয়ে তাকে বলা যায় কলামাত্রক বা কলাবৃত্ত রীতি। এখানে সব রুদ্ধ দল দুই কলামাত্রা এবং মুক্তদল এক কলামাত্রা গণনা করা হয়।

৩) মিশ্রকলাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত রীতি :

যে রীতিতে কলামাত্রা নিয়ে ছন্দ পর্ব গঠিত হয়, যেখানে প্রত্যেক মুক্তদল (স্বরান্ত অক্ষরকে) একমাত্রা ধরা হয়, রুদ্ধদল (হলন্ত অক্ষরকে) শব্দের শেষে থাকলে কিংবা স্থান বিশেষে দুই মাত্রার ধরা হয় তাকে মিশ্রকলাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত রীতি বলা হয়। মূলত পর্বের মাত্রাগুলির রূপ ও উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য তিন রীতির ছন্দের পার্থক্য বোঝানোর প্রচেষ্টা করা গেল দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দরীতি -

ঠাকুরদাদার । মতো বনে । আছেন ঋষি । মুণি।

তাঁদের পায়ে । প্রণাম করে । গল্প অনেক । শুনি।

ক) স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত রীতিতে প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে চারটি করে। আর অপূর্ণ পর্বে দুটি করে। রুদ্ধদল গুলি সংকুচিত হয়ে মুক্ত দলের সমান হয়ে যায়। অর্থাৎ মুক্ত ও রুদ্ধ নির্বিশেষে সবদলই হয় সমান মানের।

খ) কিন্তু একটি মাত্রা রুদ্ধদল পংক্তির অন্ত্যে থাকলে উচ্চারণে সেটি প্রলম্বিত হয়ে দুই দলের আসন অধিকার করে।

২. কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত রীতি :

ক - ললোলে । কোলা হলে । জাগে এ-ক । ধুনি,
অ - নখে - র । ক-নঠে -র । গা - ন আগ । মনী ।

১. এই ছন্দে রুদ্ধদলগুলি প্রসারিত হয়ে মুক্তদলের দ্বিগুণ হয়ে যায়, অর্থাৎ দুটি মুক্তদলের সমান হয়। প্রতি পর্বে পাওয়া যাবে চারকলা, অপূর্ণ পর্বে দুইকলা। [(একটি অনায়ত মুক্তদলের সমপরিমাণ ধূনির পারিভাষিক নামকলা)]। কলাসংখ্যার এই সমতার উপরেই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত।
২. কলাবৃত্ত রীতিতে অনেক সময় রুদ্ধদল প্রসারিত না হয়ে সংকুচিত হয়ে এক কলামাত্রায় পরিণত হয়।
৩. অনেক সময় কলাবৃত্ত রীতিতে রুদ্ধদল প্রসারিত হয়ে তিনমাত্রায় পরিণত করার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে।

মিশ্রবৃত্ত রীতি বা অক্ষরবৃত্ত :

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়, সকলই দুর্লভ বলে অজি মনে হয়।

যা - হা কি - ছু হে - রি চো- খে । কি -ছু তুচ - ছো নয় = ৮/৬
স -কো - লি - দুর - লভ্ বো -লে /আ - জি মো - নে হয় = ৮/৬

- ক) এখানে মুক্তদল একমাত্রা, রুদ্ধদল শব্দ শেষে বা একক শব্দে দু মাত্রা, অন্যত্র একমাত্রা।
খ) প্রতিছন্দ্রে পূর্ণপর্ব ৮ মাত্রার। অপূর্ণ পর্ব ৬ মাত্রার। উপরের দৃষ্টান্ত ‘নয়’ লভ্ ও হয় তিনটি পদান্তস্থিত - রুদ্ধদল। কিন্তু পদের শেষে নয়, রুদ্ধদল ‘তুচ’ ‘দুর’ - একমাত্রার।
গ) তৎসম শব্দের অপান্ত রুদ্ধদল সাধারণতঃ সংকুচিত ও একমাত্রক হয়। অ-তৎসম শব্দের আদি ও মধ্যস্থিত রুদ্ধদলও যুক্তক্ষরে প্রকাশিত হলে একমাত্রক বলে গণ্য হয়।

ছন্দের নাম বৈচিত্র্য :

কবিকৃত ছদ্মনাম	দলবৃত্ত	কলাবৃত্ত	মিশ্রবৃত্ত
১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলা	সাধু,	সাধু, পুরাতন
২. দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়	প্রাকৃত	নূতন মিত্রাক্ষর	মিত্রাক্ষর,
৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	মাত্রিক চিত্রা	হাদ্যা	পুরাতন আদ্যা
৪. মোহিতলাল মজুমদার	পর্বভূমক অক্ষরবৃত্ত দলমাত্রিক বা পাদক	পর্বভূমক মাত্রাবৃত্ত স্বরমাত্রিক মাত্রিক	পদভূমক বর্ণবৃত্ত
৫. কালিদাস রায়	মাত্রিক স্বরান্তিক স্বরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	অক্ষর মাত্রিক
৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত			আক্ষরিক
৭. দিলীপকুমার রায়			অক্ষরবৃত্ত

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

Unit – 10 : ভারতীয় পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব

Sub Unit – 1:

- ১০.১.১ - অলংকার বাদ
- ১০.১.২ - রীতিবাদ
- ১০.১.৩ - রসবাদ
- ১০.১.৪ - ধ্বনিবাদ
- ১০.১.৫ - চিত্রকাব্য
- ১০.১.৬ - উচ্চিতি
- ১০.১.৭ - বক্তোক্তিবাদ

Sub Unit – 2:

- ১০.২ - উজ্জ্বল নীলমণি
- ১০.২.১ - নায়কভেদ প্রকরণ
- ১০.২.২ - হরিপ্রিয়া প্রকরণ
- ১০.২.৩ - নায়িকাভেদ প্রকরণ
- ১০.২.৪ - শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ

Sub Unit – 3:

- ১০.৩ অ্যারিস্টটল :- পোয়েটিক্স



Unit - 10: Sub Unit - 1

অলংকারবাদ

শ্রেষ্ঠ কাব্য চিরকালই সৌন্দর্যের আধার এবং তা আনন্দদায়ক। কিন্তু সহৃদয় পাঠকমনে এই আনন্দের উৎস কী? এই প্রশ্নমনস্কতা থেকেই কাব্যের আত্মার উৎস সন্ধানে ব্যপ্ত হয়েছেন নানা যুগে নানা আলংকারিক। সেইসব আলোচনা ও সমালোচনা থেকে গড়ে উঠেছে ভারতীয় অলংকার সাহিত্য। অলংকার তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন বামনাচার্য (দশম - একাদশ শতাব্দীর)। তিনি বলেছেন - শব্দ ও অর্থকে আপোরে না রেখে অলংকারের দ্বারা তাকে শোভিত করে তুললেই তা মোহনীয় হয়ে ওঠে এবং কাব্য পদবাচ্য লাভ করে। তিনি বলেছেন “কাব্যম্ গ্রাহ্যমলংকারাৎ”। এ প্রসঙ্গে তিনি নারীর অলংকার পরার সঙ্গে কাব্যের অলংকারের তুলনা করেছেন। অলংকার পরলে যেমন নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, তদুপ কাব্যের ক্ষেত্রেও তাই। অলংকারের মাধ্যমে কাব্যও চারুত্ব লাভ করে। বামনের উক্ত সংজ্ঞাটিও কাব্য জিজ্ঞাসার আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

10.1.2 - রীতিবাদ :

রীতিবাদের প্রবক্তা হলেন বামনাচার্য। তিনি প্রথম জীবনে কাব্য তত্ত্বের প্রসঙ্গে অলংকারকে গুরুত্ব দিলেও পরবর্তীকালে রীতির প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন “রীতিরাত্মা কাব্যস্য” - রীতিই হল কাব্যের আত্মা। বিশিষ্ট পদ রচনাই রীতি। বামনাচার্য সর্বপ্রথম কাব্যতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে আত্মার কথা বলেছেন। তবে তিনি কাব্যের আত্মার কথা বললেও তার সন্ধানে তিনি পাননি। কাব্যের বহিরঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রেই তিনি কাব্যের আত্মার কথা বলেছিলেন। বামনের এই রীতিবাদ গুণ ও অলংকারের উপর নির্ভরশীল। এই রীতিকে তিনি তিনটি আঞ্চলিক স্থানের নাম অনুসারে বিভক্ত করেন - পাঞ্চালীরীতি, গৌড়ীরীতি, বৈদভীরীতি। রীতিকে স্থানের নাম অনুসারে বিভক্ত করার ফলে তা সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। সেই তুলনায় পাশ্চাত্যের style অনেক ব্যাপক ও গভীর।

10.1.3 - রসবাদ :

রসবাদের প্রবক্তা হলেন বিশ্ণুনাথ কবিরাজ। তিনি বলেছেন, ‘রসাত্মক বাক্যং কাব্যম্’ - রসপূর্ণ বাক্যই হল কাব্য। কবিরা যে কাব্য লেখেন তার মূলে থাকে রস সৃষ্টি করা। রসহীন বাক্য কখনও কাব্যপদবাচ্য লাভ করে না। এই রস ‘ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর’ তা অলৌকিক ব্যাপার। এজন্য কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। এই রস সৃষ্টিই হচ্ছে কাব্যের শেষ কথা। এবং তা সৃষ্টি হয় সহৃদয় পাঠক হৃদয়ে। তাই রসই হচ্ছে কাব্যের আত্মা।

10.1.4 - ধ্বনিবাদ :

ধ্বনিবাদের প্রবক্তা হলেন আনন্দবর্ধন। অভিনব গুপ্তও এই মতকে সমর্থন করেছেন। আনন্দবর্ধন বলেন কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে অলংকার, রীতি বা বাচ্যার্থের উপর নয়, ব্যঙ্গের উপর। তিনি বলেন যা শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যাওয়া। বাচ্যার্থের শক্তি সীমিত ও স্থূল। কিন্তু বাচ্যার্থের অতিরিক্ত যে ব্যঙ্গ বা ব্যঙ্গার্থ বা ব্যঙ্গনা সেটাই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। জগতে মহত কবিরা এই ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনির জন্যই তাঁদের কাব্যকে দুর্লভ করে তুলেছেন। আনন্দবর্ধন কাব্যের এই ধ্বনি বা ব্যঙ্গ বা ব্যঙ্গনাকেই বলেছেন কাব্যের আত্মা - ‘ধ্বনি রাত্মা কাব্যস্য’।

10.1.5 - চিত্রকাব্য :

প্রকৃত কাব্য সবসময়েই স-ব্যঙ্গ কিন্তু চিত্রকাব্য অ-ব্যঙ্গ কাব্যের নিদর্শন। এ জাতীয় রচনা রসভাবাদি তাৎপর্য রহিত। ব্যঙ্গার্থ শূন্য ও বাচ্য ও বাচকের বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে রচিত। বিস্ময়ের উদ্বেগ করা ছাড়া এর দ্বিতীয় কোনো কাজ নেই। শ্রেষ্ঠ কাব্যে রসধ্বনি থাকেই কিন্তু যখন কবিদের রসভাব প্রকাশের কোনো ইচ্ছাই থাকে না ; শব্দালংকার কিংবা অর্থালংকারের মাধ্যমে পাঠকের মন ভোলাতে চান অথবা কাব্যের মাধ্যমে তত্ত্ব ও উপদেশ প্রচার করেন তখন চিত্রকাব্য রচিত হয়। শব্দ ও অর্থের অলংকার চাতুর্য প্রদর্শন কিংবা নীতিপ্রচার বা শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে রচিত কাব্যে রসের অভিপ্রেত না থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্রবিশেষে রসের দুর্বল প্রতীতি জন্মে, এই রকম কাব্যকে চিত্রকাব্য বলে।

উদাহরণ - ভট্টিকাব্য, রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’।

চিত্রকাব্যের দুটি ভেদ - শব্দচিত্র ও বাচ্যচিত্র। আনন্দবর্ধনের মতে, ব্যঙ্গ অর্থ প্রাধান্য লাভ করলে ধ্বনি আর ব্যঙ্গ অপ্রাধান্য হলে সেই কাব্য হল গুণীভূত ব্যঙ্গ। আর যা ব্যঙ্গার্থ প্রকাশের শক্তিহীন, যা কেবল বাচ্যের বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে রচিত হয় তাই হল চিত্রকাব্য।

মস্মটভট্ট শব্দচিত্র ও বাচ্যচিত্র উভয়ভেদেই চিত্রকাব্যকে স্বীকার করেছেন। বিশ্বনাথ চিত্রকাব্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। জগন্নাথ চিত্রকাব্যকে ‘অধর্ম’ কাব্যভেদ রূপে স্বীকৃত দিয়েছেন। তবে শব্দ ও বাচ্যভেদ মানতে রাজি হননি।

10.1.6 - ঔচিত্য :

ঔচিত্যবাদের স্রষ্টা হলেন কাশ্মীরীয় আলংকারিক ক্ষেমেন্দ্র। তবে ক্ষেমেন্দ্রের পূর্বেও বেশ কয়েকজন আলংকারিক ঔচিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রের মতো অন্য কেউই ঔচিত্যকে এতটা গুরুত্ব দেননি। তাঁরা রীতিবাদ বা পারিপার্শ্বিক আলোচনা প্রসঙ্গেই ঔচিত্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলেন। যেমন দস্তী উপমার দোষ আলোচনা প্রসঙ্গে ‘ঔচিত্য’ কথাটিকে ব্যবহার করেছিলেন। আর আনন্দবর্ধন রীতির দোষ গুণ আলোচনার প্রসঙ্গে ‘ঔচিত্য’কে ব্যবহার করেছিলেন। আনন্দবর্ধন তিনটি রীতির কথা বলেছেন -- সংঘটনৈক রূপগুণা, গুণাধিনসংঘটনা এবং সংঘটনাপ্রয়গুণা। এই তিন রীতির নিয়মই ঔচিত্য। তিনি মনে করেন বিষয়ানুসারী রচনা ঔচিত্যবোধের জন্যই সর্বদা রসময় হয়ে থাকে। কাব্যরস আত্মদে ঔচিত্যহানি ছাড়া অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তবে আনন্দবর্ধন ঔচিত্যের কোন সংজ্ঞা দেননি। ঔচিত্য সম্পর্কে বক্তব্যজীবিতকার কুন্তক এবং অনুমিতি বাদী মহিমভট্ট পারিপার্শ্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরাও ঔচিত্যের সংজ্ঞা ও বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। কুন্তক রীতির আলোচনাতেই ‘ঔচিত্য’ নামক গুণের আলোচনা করেছেন। কুন্তক দু-ধরনের ঔচিত্যের কথা বলেছেন-

(১) প্রকাশের উজ্জ্বল্য যার দ্বারা বস্তুর চমৎকারিত্ব যথাযথ রূপ পায়।

(২) বক্তা বা শ্রোতার স্বভাব ধর্মের সঙ্গে বর্ণনায়ের সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য।

কুন্তকের মতে, কালের চমৎকারিতাও ঔচিত্য নির্ভর। তবে কুন্তক ঔচিত্যবাদের চরম পৃষ্ঠপোষক নন। অপরদিকে মহিমভট্ট শব্দৌচিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে ঔচিত্যকে ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে আনন্দবর্ধন অর্থৌচিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বলেই মহিমভট্ট কেবল শব্দৌচিত্য সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি শব্দৌচিত্যকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করলেন ---

- ১) বিধেয়বিমর্শ
- ২) প্রক্রমভেদ
- ৩) ক্রমভেদ
- ৪) পৌনরুক্তা
- ৫) বাচ্যবাচনম্

তবে তিনি ঔচিত্যের গভীরে প্রবেশ করেননি। কাশ্মীরীয় ক্ষেমেন্দ্রই ‘ঔচিত্য’ সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি ঔচিত্য সম্পর্কে বললেন, কাব্যালঙ্কার সদৃশ উত্তর মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্য, কিন্তু ঔচিত্যেই হল কাব্যের প্রাণ -
 অলঙ্কারামূলভকারা গুণা এব গুণাঃসদা।
 ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম।।

ঔচিত্যবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অতুল চন্দ্র গুপ্ত তাঁর ‘কাব্য জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে বলেছেন কাব্য বিচারের যা একমাত্র নিয়ম আলংকারিকেরা তার নাম দিয়েছেন ঔচিত্য। ইংরেজীতে যাকে Propriety বলে, সেটাই হচ্ছে ঔচিত্যের মূলতত্ত্ব। কাব্যের শরীরকে যদি ধূনি বলা যায়, আর তার আত্মাকে যদি ‘রস’ বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে সেই রসের উপযোগিতাই ‘ঔচিত্য’। ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন যদি ঔচিত্যই না রইল তাহলে গুণ, অলংকার সবই বৃথা। ঔচিত্য থাকলেই অলংকার হয়ে ওঠে সৌন্দর্যময় এবং গুণও তখন গুণপদবাচ্য হয়ে ওঠে। ঔচিত্যহীন ‘গুণ’ ও ‘অলংকার’ দোষেরই নামান্তর।

10.1.7 - বক্রোক্তিবাদ :

দশম শতাব্দীর বিখ্যাত কাশ্মীরী আলংকারিক কুন্তকই বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত। তবে কুন্তকের অনেক আগেই ভামহ, বামন, এবং দত্তী বক্রোক্তিবাদের সূচনা করেছিলেন। ঐরা সপ্তম শতাব্দীর আলংকারিক ছিলেন। কুন্তকের আগে ‘বক্রোক্তি’ ছিল একটি মুখ্য শব্দালঙ্কার। আলংকারিক রুদ্রট ও মন্মট ছিলেন এই মতাবলম্বী। ঐরা বক্রোক্তিকে অতি সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ভামহ, দত্তী এবং বামন বক্রোক্তিকে শব্দালংকারের থেকে পৃথক করে নিয়েছিলেন। ভামহ বক্রোক্তিকে গুণ এবং অলংকারের থেকে পৃথক করে নিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল শব্দ ও অর্থের অলংকৃতিই কাব্যের যথার্থ লক্ষণ এবং বক্রোক্তিই সমস্ত অলংকারের মূল। ভামহ মনে করতেন, অলংকার মাত্রই বক্রোক্তি। তাঁর সিদ্ধান্ত হল, মহাকাব্য, নাটক, কথা এবং আখ্যায়িকা সর্বত্রই বক্রোক্তি থাকা বাঞ্ছনীয় এবং বক্রোক্তি হচ্ছে ‘লোকাতিক্রান্ত গোচরং বচঃ’ তবে তিনি বক্রোক্তির কথা অতিশয়োক্তি অলংকার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন; স্বতন্ত্র মতের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নয়। দত্তীও প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন। দত্তী শেষে সমস্ত অলংকারের চমৎকারিত্ব বিধায়ক বলেছেন। তাঁর মতে বাঙময় কাব্য সভাবোক্তি এবং বক্রোক্তি - এই দুই ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে বক্রোক্তির সৌন্দর্য নির্ভর করে শ্রেণের উপর

“ভিন্নং দ্বিধা স্বভাবোক্তি বক্রোক্তি চেতি বাভয়ম”।

বামন সম্পূর্ণ পৃথক অর্থে বক্রোক্তি কথাটি ব্যবহার করেন। রুদ্রট যেমন বক্রোক্তিকে এক বিশেষ ধরনের শব্দালংকার বলে গণ্য করেছিলেন, বামনও তেমনি বক্রোক্তিকে লক্ষণার দ্বারা রচিত ভিত্তি অর্থালংকার বলে চিহ্নিত করলেন।

তবে ঐরা কেউ বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা নন, শব্দ ও অলংকারের অন্যান্য পারিপার্শ্বিক আলোচনা প্রসঙ্গেই বক্রোক্তির কথা উল্লেখ করেছেন মাত্র। গভীরে প্রবেশ করেননি। কুন্তকই সর্বপ্রথম বক্রোক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং তিনিই এই মতের প্রবক্তা। বক্রোক্তিই কাব্যকে জীবিত রাখে তিনি বলেন মুখের উক্তি সাদামাটা, তা সহজসরল, স্মূল, মুখের উক্তির মধ্যে কোন চারুতা বা কোন শোভনতা থাকেনা। কিন্তু কাব্যের উক্তি বা কথাকে মোহনীয় হতে হয়। এজন্য প্রয়োজন বক্রোক্তি বা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সংলাপ। এই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সংলাপই হল বক্রোক্তি, যা কাব্যকে মোহনীয় ও সৌন্দর্যময় করে তোলে। বক্রোক্তি কোনো সাধারণ অলংকার নয়, এ হচ্ছে সাহিত্যের সার্বভৌমত্ব

“বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্য ভঙ্গী ভনিতি রুচ্যতে”।

তথ্য

আলংকারিক	সময়কাল	রচিতগ্রন্থ	তথ্য
ভরত	প্রাকখ্রিষ্ট প্রথম শতক	‘নাট্যশাস্ত্র’	i) ভারতে কাব্যতত্ত্বের আদি গুরু। ii) ভারতের নাট্যশাস্ত্রের টীকাগ্রন্থ ‘ভরত নাট্যবেদবিবৃতি’ রচনা করেন - অভিনব গুপ্ত। iii) ‘ন হি রসাদ্ খাতে কশিদ্ অর্থঃ প্রবর্ততে, তত্র বিভাবানুভাব - ব্যভিচারি সংযোগাদ্ রসনিপত্তি’। iv) ভারতের মতে বীর রসথেকেই উদ্ভূত রসের উৎপত্তি। v) ভারতের গ্রন্থে উপমা, দীপক, রূপক ও যমক চতুর্বিধ অলংকার আছে। গুণ, অলংকার, বৃত্তি -

			<p>বহিঃস্থ উপাদান।</p> <p>vi) রসবাদের প্রবক্তা।</p> <p>vii) রসকে নাট্যসাহিত্যে ‘সাহিত্য বৃক্ষের বীজ’ বলা হয়।</p> <p>viii) রসের বাহ্যিক উপাদান কাব্যজগৎ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • রসসূত্রে ৪টি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। • ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পঞ্চদশ অধ্যায়ে ৩৬টি কাব্যলক্ষণের কথা আছে। • ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বিভিন্ন রসের রঙ - হাস্য - সাদা; অদ্ভুত - হলুদ; করুণ - কপোত; শৃঙ্গার - শ্যাম; রৌদ্র - লাল; বীর - গৌর; ভয়ানক - কালো; বিভৎস - নীল; • ভরতের নাট্যশাস্ত্রে মোটভাব - ৪৯টি ; মোট ব্যভিচারীভাব - ৩৩টি ; মোটস্থায়ী ভাব - ৮টি। • মূলীভূত রস ৪টি শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বিভৎস। এই ৪টি মূল রসই অবশিষ্ট রসগুলির উৎপত্তির হেতু। • নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার হলেন - শাস্ত্রদেব, ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কর, ভট্টনায়ক, হর্ষ, কীর্তিধর নরদেব।
দন্ডী	ষষ্ঠশতক	‘কাব্যদর্শ’	<ul style="list-style-type: none"> • প্রতিভা হল পূর্ববাসনা গুনানুবন্ধী। • ‘কাব্যদর্শ’ গ্রন্থে ৩টি পরিচ্ছেদ, ৩৬৮ কারিক, এবং ৩৬টি অর্থালংকার আছে। • ‘কাব্য শোভাকরান্ ধর্মালংকারেনে প্রচক্ষতে’। • ‘মার্গ’ কথাটির ব্যবহার করেন দন্ডী। • ‘রীতিরাত্মা কাব্যস’ রীতিই কাব্যের আত্মা। • ‘শরীরং তাবদিস্ত্যর্থং ব্যবচ্ছিন্ন পদাবলী’। অতীষ্ট অর্থসমন্বিত পদাবলীই কাব্য। • দন্ডী ২ প্রকার অলংকারের কথা বলেছেন। ক) স্বভাবোক্তি খ) বক্রোক্তি। • দন্ডী ২টি রীতির কথা বলেন। ক) বৈদন্ডী ও খ) গৌড়ী। বৈদন্ডী রীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন
ভামহ	সপ্তম শতক	‘কাব্যলঙ্কার’	<ul style="list-style-type: none"> • শব্দার্থো সাহিত্যে কাব্যম। • ‘ন কাভমপি নিভূষং বিভাতিবনিতামুখম্’। • ‘সৈষা সর্বে বক্রোক্তি’। • ‘এমন কোন শব্দ নেই, এমন বিষয় নেই, এমন ন্যায় নেই, এমন কলা নেই যা কাব্যের অঙ্গ না হতে পারে’। • অলংকার প্রস্থানের আচার্য। • ‘কাব্যলঙ্কার’ গ্রন্থে ৬টি পরিচ্ছেদ। ৩২টি অর্থালংকার এবং ৩টি শব্দালঙ্কার আছে। • রীতির আলংকারিক গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেননি।
বামন	নবম শতক	‘কাব্যলঙ্কার সূত্রবৃতি’	<ul style="list-style-type: none"> • ‘কাব্যং গ্রাহ্যম অলংকারাও’।

			<ul style="list-style-type: none"> • ‘সৌন্দর্যম অলংকার’। • রীতিবাদের প্রতিষ্ঠাতা। • কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মগুণাঃ। • কাব্যের আত্মা রীতি আর রীতির আত্মা গুণ।
উদ্ভট	অষ্টম - নবম শতক	‘কাব্যালঙ্কার সংগ্রহ’ ‘ভামহ বিবরন’ ‘কুমারসম্ভব’	<ul style="list-style-type: none"> • ‘কাব্যালঙ্কার সংগ্রহ’ গ্রন্থে ৬টি পরিচ্ছেদ, ৭৫টি কারিকা আছে। • ‘সিদ্ধির জন্য স্বশব্দবাচন আবশ্যিক’ • অভিনবগুপ্তের গুরু উদ্ভট।
রুদ্রট	নবম - দশম শতক	‘কাব্যালঙ্কার’ ‘কাব্যতত্ত্বমীমাংসা’	<ul style="list-style-type: none"> • ‘ননু শব্দার্থো কাব্যম’। • রুদ্রট প্রেয়ন নামক রসের কথা বলেন এবং এর স্থায়ীভাব স্নেহ। • রুদ্রট শ্লেষকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন - ক) অর্থশ্লেষ খ) শব্দশ্লেষ। • কাকু বক্রোক্তি নামক অলংকারের প্রবর্তক। • রুদ্রট ‘শম’ অর্থে সম্যক জ্ঞানের কথা বলে।
আনন্দবর্ধন	নবম শতক	‘ধুন্যালোক’	<ul style="list-style-type: none"> • ধুনি প্রস্থানের প্রবর্তক। • ‘ধুনিই কাব্যের আত্মা’ - আনন্দবর্ধনের মতে ‘ধুনীরাআকাবস্য’। • আনন্দবর্ধন ‘গুনীভূত ব্যঙ্গ’ শব্দটি ব্যবহার করেন। • আনন্দবর্ধনের মতে নিয়মের ফল উচিত। • কাব্যের রস ও অলংকার অপৃথগযত্ন নির্বর্তা • ‘ধুন্যালোকে’ বৃত্তি অংশের লেখক আনন্দবর্ধন। • রসব্যঞ্জনাতেই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন। • ‘প্রসিদ্ধৌচিত্য বন্ধস্তু বসোপনিষৎ পরা’। • “প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গসৌবং ব্যবস্থিতে কাব্যে উভে ততোদ্যাদ্যঙচ্চ এমভিধীয়তে।”
অভিনব গুপ্ত	দশম শতক	‘অভিনবভারতী’	<ul style="list-style-type: none"> • রসবাদের প্রধান আচার্য - অভিনব গুপ্ত। • রসধুনি কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন - অভিনব গুপ্ত। • ভট্টতৌত গ্রন্থ ‘কাব্যকৌতুক’ এর টকাকার অভিনব গুপ্ত। • অভিনব গুপ্ত কাব্যে প্রীতিকেই প্রধান বলেছেন। • অভিব্যক্তিবাদের - প্রবক্তা। • অভিনব গুপ্ত ধুন্যালোক গ্রন্থে ‘লোচন’ অংশের টকাকার। • রস সর্বদাই ব্যঙ্গ।

Previous Year Question with Explanation

Unit 1 - বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

1) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কয়েকটি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দেওয়া হল। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :

- শব্দরূপের চেয়ে ক্রিয়ারূপে বৈশিষ্ট্য বেশি ছিল।
- ক্রিয়া বিভক্তির দু-রকম রূপ ছিল পরস্প্রম্পদ ও আত্মনেপদ।
- তৃতীয়ার বহুবচনে বিভক্তি ছিল 'হি'।
- আ-কারান্ত, ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত শব্দ ছাড়া বাকি সব শব্দের রূপ অ-কারান্ত শব্দের মতো হত।

সংকেত :	a	b	c	d
1.	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
2.	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ।
3.	শুদ্ধ	শুদ্ধ;	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ।
4.	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ।

2) প্রদত্ত মন্তব্য ও তার সমর্থন যুক্তি দেওয়া হয়েছে। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন-
মন্তব্য : বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বে লিঙ্গের ব্যবহার খুব বেশি নেই।

যুক্তি : কারণ বাংলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে বিশেষ্যে রূপভেদ হলেও সর্বনামের রূপভেদ হয় না।

সংকেত :

- মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ।
- মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।
- মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।
- মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ।

3) যে সমাসকে ব্যাখ্যামূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস বলা যায় সেটি হল -

- দ্বন্দ্ব।
- দ্বিগু।
- অনুক বহুব্রীহি।
- ব্যতিহার বহুব্রীহি।

4) প্রদত্ত মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন।

মন্তব্য : বিভক্তি যোগে শব্দ ও ধাতু পদে পরিণত হয়ে বাক্যে যুক্ত হয়।

যুক্তি : কেননা বিভক্তি যোগের পর প্রত্যয় ছাড়া শব্দে আর কিছু যোগ করা যায় না।

সংকেত :

- মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ।
- মন্তব্য অশুদ্ধ; কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।
- মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।
- মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ।

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

5) প্রদত্ত একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন।

মন্তব্য : জিহ্বাপ্রান্ত বা জিহ্বাশিখরের শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে জিহ্বাপ্রান্তীয় বা জিহ্বাশিখরীয় ধ্বনি বলে।
যুক্তি : শ্বাসবায়ুর বাধার স্থানে অনুসারে জিহ্বাপ্রান্তীয় ধ্বনি চার প্রকার - দন্ত্য, দন্তমূলীয়, উত্তর দন্ত্যমূলীয়, ও তালুদন্ত্যমূলীয়।

সংকেত :

1. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ।
2. মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।
3. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ।
4. মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।

Answer

Sl. No	Answer
1.	(3)
2.	(3)
3.	(2)
4.	(4)
5.	(4)

Unit – 2: প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

১। প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকা থেকে চর্যাকারের নাম ও গুরু সম্পর্কিত উক্তির সামঞ্জস্যবিধান করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর।

প্রথম তালিকা

- a) লুই পাদ
- b) ডেবী পাদ
- c) কাহ্ন পাদ
- d) ভুসুকু পাদ

দ্বিতীয় তালিকা

- i) গুরু বোল সে সীস কাল।
- ii) সদগুরু বোহে করিহসো নিচ্চল।
- iii) গুরু পুচ্ছিত জন।
- iv) সদগুরু পাঅপএঁ পুনু জিনউরা।

সংকেত :- a b c d

- | | | | | |
|----|-----|-----|----|-----|
| ক) | i | ii | iv | iii |
| খ) | iii | iv | i | ii |
| গ) | iii | i | ii | iv |
| ঘ) | ii | iii | iv | i |

২। চর্যাগীতি অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ কর।

মন্তব্য - হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাগীতিগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছিল।

যুক্তি - কেননা তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালের ভাষার কোন ছাপ তার মধ্যে নেই।

সংকেত :-

- ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ।
- খ) মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।
- গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ।
- ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।

৩। চ্যাপ্লিনের মুনিদত্তকৃত সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় যে গ্রন্থে।

- ক) চ্যাপ্লিনিকোষ।
- খ) চ্যাপ্লিন পদাবলী।
- গ) চ্যাপ্লিন পঞ্চাশিকা।
- ঘ) চ্যাপ্লিন পরিক্রম।

৪। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কে অভিহিত করেছিলেন।

- ক) নাট্যগীত শ্রেণীর গীতিকাব্য।
- খ) গীতিনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য।
- গ) রাখালিয়া রীতির কাব্য।
- ঘ) অলঙ্কারসিদ্ধ গীতিকাব্য।

৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হল। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।

মন্তব্য - একে দেহে মোর হত্র বিকার।

যুক্তি - কেননা আসার দেখিলো সব সংসার।

- ক) মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।
- খ) মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।
- গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই শুদ্ধ।
- ঘ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ।

Answers

Sl. No.	Answer
1.	খ
2.	ক
3.	গ
4.	ক
5.	খ

Unit – 3 কাব্য কবিতা

1) প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় যথাক্রমে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার নাম ও কবিতার পংক্তি দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :-

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

- a) যেতে যেতে
- b) প্রস্তাব ১৯৪০
- c) পাথরের ফুল
- d) কাল মধুমাস
- i) শীতের তো সবে শুরু।
- ii) দু-হাতে-লাল-নীল দুটো রুমাল ওড়াব।
- iii) কাল রাত্রের বাসি ফুলগুলো সত্যিই শুকিয়ে কাঠ।
- iv) সভ্যতা যেন থাকে বজায়।

সংকেত :- a b c d

- 1. iv i ii iii
- 2. ii iii iv i
- 3. iii iv i ii
- 4. iii iv ii i

2) “সংশয় হয়েছে দেখে, সকলের মনে কে কামিনী, একাকিনী বাস করে বনে?”

ঈশ্বর গুপ্তের পাঠ্য কবিতার অনুসরণে ‘কামিনী’র পরিচয় হল :

1. আনারস
2. অঙ্গনা
3. হরীপরী
4. অপরী

3) নজরুল ইসলামের কবিতা অবলম্বনে প্রথম তালিকায় কবিতার নাম এবং দ্বিতীয় তালিকায় কাব্যগ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে।
উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a) বিদ্রোহী | i) দোলনচাঁপা। |
| b) আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে | ii) ফণিমনসা। |
| c) আমার কৈফিয়ৎ | iii) অগ্নিবীণা। |
| d) সব্যসাচী | iv) সর্বহার। |

সংকেত :- a b c d

- | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|
| 1. | ii | iii | i | iv |
| 2. | iii | iv | ii | i |
| 3. | iii | i | iv | ii |
| 4. | iv | iii | ii | I |

4) “বসন্তের বেলা চলে যায়, - সাক্ষ্য গীত গায়” কামিনী রায়ের - ‘চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ’ কবিতার উদ্ধৃত অংশের শূন্যস্থানে আছে-

1. পাখিরা
2. বিহঙ্গেরা
3. বিহগেরা
4. শালিখেরা

5) বিষু দে-র তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ কবিতায় যে ছত্রটি রয়েছে সেটি হল :

1. সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
2. সন্ধ্যারাগে ঝিকিমিকি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
3. সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার
4. সন্ধ্যারাগে ঝিকিমিকি ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার

Answer

Sl. No.	Answer
1	3
2	1
3	3
4	3
5	3

Unit – 5 ছোটগল্প

1. পাঠ্যগল্প গুলি অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

- A) নরেন্দ্রনাথ মিত্রের “চোর” গল্পটাই প্রকাশিত হয়েছিল “বসুমতী” পত্রিকায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে।
 B) বিমল করের “ইদুর” গল্পটির প্রকাশকাল ১৯৫৩ “উত্তরসূরী” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।
 C) নিশিকান্ত ঠাউরের চণ্ডীপাঠের নমুনা আজ দেইখা আসলাম দমদমায়, বলেছিল মম্মথ সন্তোষ কুমার ঘোষের “দ্বিজ” গল্পে।
 D) “গরমভাতের সামনে বসে ব্রজকে নিজের মানিষের মত মনে হল”- অংশটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের “গরমভাত বা নিছক ভূতের গল্প” এ আছে।

সংকেত:-	a	b	c	d
1.	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
2.	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
3.	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
4.	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ

2. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের “কুড়ানো মেয়ে” গল্পে কুড়ানো মেয়েটির প্রকৃত পরিচয় হল:

- A) নবগ্রাম নিবাসী শ্রী সীতানাথ মুখোপাধ্যায়ের নাতনী
 B) শ্রীনিবাসের শ্যালিকা
 C) শ্রী অন্নদাচরণের শ্যালিকা
 D) শ্রী ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের পালিতা কন্যা

সংকেত:	a	b	c	d
1.	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
2.	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
3.	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
4.	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ

3. পরশুরামের “শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড” গল্প অনুসরণে দেওয়া মন্তব্য গুলির শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার করে প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- A) শ্যামবাজারের গলির ভিতর রায়সাহেব তিন কড়িবাবুর বাড়ি
 B) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার বি.সি. চৌধুরী B.Sc, A.S.S(U.S.A)
 C) শ্যামবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি গায়ের রং গাঢ় শ্যামবর্ণ
 D) গভেরি একলাখ টাকার শেয়ার কিনেছিলেন।

সংকেত:	a	b	c	d
1.	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
2.	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
3.	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
4.	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

4. সমরেশ বসুর “স্বীকারোক্তি” গল্পে আগুন নিয়ে খেলা শীর্ষক যে রচনার উল্লেখ আছে তার লেখক হলেন:

1. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
 2. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
 3. অন্নদাশঙ্কর রায়
 4. বিমল কর

5. সুবোধ ঘোষের “ফসিল” গল্প অনুসরণে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সংকেত থেকে তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

মন্তব্য: কুমী আর ভীলেরা অনেক দূর থেকে জল এনে সেচ দেয়-ভুট্টা যব আর জনার ফসল ফলায় কিন্তু অর্ধেক ফসল মহারাজার তহসীলদার সেপাই কেড়ে নেয়।

যুক্তি: কেননা কুমী প্রজারা খাজনা ফাঁকি দেয়।

সংকেত:-

1. মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
2. মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ
3. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ
4. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ

Answer

SL.NO.	ANSWER
1.	1
2.	4
3.	3
4.	3
5.	1

Unit- 6: নাটক

1. মধুসূদন দত্তের ‘একেই কী বলে সভ্যতা’ প্রহসন অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ - অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :-

(a) সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্য জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(b) জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার অধিবেশন হত প্রতি রবিবার।

(c) যে মদ দেয় পারসীতে তাকে সাকী বলে।

(d) ‘এখন কি আর নাগর তোমার’ গানটির রাগিণী ‘শঙ্করী’ তাল - খেমটা

সংকেত : (a) (b) (c) (d)

- | | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| ক) | অশুদ্ধ | শুদ্ধ | শুদ্ধ | শুদ্ধ |
| খ) | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ |
| গ) | অশুদ্ধ | অশুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
| ঘ) | শুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | অশুদ্ধ |

2. মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘একেই কী বলে সভ্যতা’ অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ - অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল :-

(a) যে মদ দেয় তাকে পারসীতে সাকী বলে

(b) ‘জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা’ বসত প্রতি রবিবার

(c) লিভলি মরের ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরনিক

(d) আহা হা, মিনষের রকম দেখনা যেন তুলসী বনের বাঘ; বাবাজীকে একথা বলেছিলেন নৃত্যকালী।

প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

সংকেত:- (a) (b) (c) (d)

- | | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| ক) | শুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | অশুদ্ধ |
| খ) | অশুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ | শুদ্ধ |
| গ) | অশুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
| ঘ) | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ |

3. “হা হা হা শ্রীমতী ভগবতীর গীত! তোমার ভাই কী চমৎকার মেমরি!” একেই কি বলে সভ্যতা এই সংলাপ যার -

- ক) নবকুমার
- খ) কালীবাবু
- গ) বলাই
- ঘ) শিবু

4. ‘জমীদার দর্পণ নাটকে যে জুরি চরিত্র রয়েছে তার নাম হল -

- ক) জামাল ব্যাপারী
- খ) আরজান ব্যাপারী
- গ) জিতু মোল্লা
- ঘ) আবুমোল্লা

5. গিরিশচন্দ্রের ‘জনা’ নাটক অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :-

- (a) মিনার্ভা থিয়েটারে ‘জনা’ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দে ১০ পৌষ।
- (b) ‘মা হয়ে, মা, মায়ের মনে’ গানটি রয়েছে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে।
- (c) বিদূষক ও প্রথম গঙ্গারক্ষকের কথপোকথন আছে দ্বিতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে।
- (d) ‘কাল প্রাতে শিবের প্রসাদে/প্রবীর পড়িবে রনে অর্জুনের করে’ কথাগুলি বলেছিলেন অগ্নি।

সংকেত :-

	(a)	(b)	(c)	(d)
ক)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
খ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
গ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

www.teachinns.com - A compilation of six products: Text, PYQs, MOs, LMS, OMT, DU

Answer

SL. No.	Answer
1.	খ
2.	ঘ
3.	ক
4.	খ
5.	ঘ

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

Unit – 7 প্রবন্ধ, আত্মজীবনী ও সাময়িক পত্র

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বঙ্গীয় যুবক ও তিনকবি’ প্রবন্ধ অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও সাপেক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে।

মন্তব্য :- স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভারতবর্ষ জগতের অনুকৃতি।

যুক্তি :- কেননা জগতের যা কিছু সুন্দর, তার অধিকাংশ জিনিস ভারতে পাওয়া যায়।

সংকেত :-

- ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ।
- খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ।
- গ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।
- ঘ) মন্তব্যটি অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।

২। প্রমথ চৌধুরীর ‘বই পড়া’ প্রবন্ধ অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল।

প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর -

- a) কোনো একজনের মতে প্রাবন্ধিক নিজে একজন ‘উদাসীন গ্রন্থকীট’।
- b) শয্যার শিরোভাগে ইষ্টদেবতার আপনের নাম কূচা।
- c) আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।
- d) পৃথিবীর সুনীতির চাইতে সুশিক্ষা কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়।

সংকেত :- a b c d

- ক) শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ।
- খ) অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ।
- গ) শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ অশুদ্ধ।
- ঘ) অশুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ।

৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শিল্পে অধিকার’ প্রবন্ধ অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে।

শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো।

মন্তব্য - শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়।

যুক্তি - কেননা শিল্প হল ‘নিয়তিকৃত - নিয়মরহিত’, প্রত্যেক শিল্পীকে চোখ খোলা রেখে প্রাণকে জাগ্রত করে মনকে মুক্তি দিতে হয়।

সংকেত :-

- ক) মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।
- খ) মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।
- গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ।
- ঘ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ।

৪। অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধ অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ - অশুদ্ধ, মন্তব্য দেওয়া হল। সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর -

- a) মহর্ষির কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন দেশকালের অতীত হয়ে বাঁচবার দৃষ্টান্ত।
- b) বরপন প্রথা নারীর অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে জন্মলাভ করেছে।
- c) প্রিয় - বিয়োগের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের পৌত্বকে একান্ত mystic ভাবাপন্ন করেছিল।
- d) রবীন্দ্রনাথের গৃহস্থশ্রমের দৃশ্য জগদীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে পত্রবিনিময়ে ধরা পড়েছে।

সংকেত :- a b c d

- ক) শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ।
- খ) শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ।
- গ) অশুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ।
- ঘ) অশুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ।

৫। বুদ্ধদেব বসুর ‘জীবনানন্দ দাশ এর স্মরণে’ প্রবন্ধ অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও সাপেক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। এর শুদ্ধ - অশুদ্ধ বিচার পূর্বক সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর।

মন্তব্য - এক হিসেবে জীবনানন্দ দাশ বাংলা কাব্যের প্রথম খাঁটি আধুনিক।

যুক্তি - কেননা আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচিত্র বিদ্রোহের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই।

সংকেত :-

- ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ।
খ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।
গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ।
ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।

Answer

Sl. No.	Answer
১	গ
২	গ
৩	ঘ
৪	গ
৫	খ

UNIT- 8: রবীন্দ্র সাহিত্য

১) ‘চিত্রা’ কাব্যের প্রকাশকাল -

- ক) ২৯শে ফাল্গুন, বুধবার ১৩০২
খ) ২২শে শ্রাবণ, সোমবার ১৩০১
গ) ২৩শে চৈত্র, শুক্রবার ১৩০০
ঘ) ৩০শে মাঘ, শনিবার ১২৯৬

২) ‘তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার স্বচ্ছতম নীলাভের নির্মল বিস্তার’ -

কোন কবিতার চরণ -

- ক) জ্যোৎস্না রাত্রে
খ) প্রেমের অভিষেক
গ) চিত্রা
ঘ) সুখ

৩) তালিকা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :-

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

a) মুখর নুপুর বাজিছে সুদূর আকাশে অলকগন্ধ
উড়িছে মন্দ বাতাসে

i) চিত্রা

b) কাননের/প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু আননের
হাসির মতন

ii) মুখ

c) তোমার চরণপ্রান্তে রাখি তপ্তশির
নিঃশব্দ ফেলিতে চাহে রুদ্ধ অশ্রুনির হে মৌনরজনী

iii) জ্যোৎস্নারাত্রে

d) সমস্ত জগৎ/বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে,
প্রেমের অভিষেক নাই পায় পথ সে অন্তঃপুরে

iv) অন্তর

সংকেত:	a	b	c	d
ক)	iv	iii	ii	i
খ)	iii	ii	i	iv
গ)	i	ii	iii	iv
ঘ)	ii	i	iv	iii

৪) 'চিত্রা' কাব্যের 'উর্বশী' কবিতার পরিপূরক কবিতা হল

- ক) পূর্ণিমা
- খ) নিরুদ্দেশ যাত্রা
- গ) নিবেদন
- ঘ) বিজয়িনী

৫) 'যার ভয়ে তুমি ভীত যে অন্যায় ভীকু তোমার চেয়ে, যখন জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধৈর্যে;
যখন দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখন সে পথ কুকুরের মতো সংকোচ ত্রাসে যাবে মিশে'
পংক্তি কয়টি যে কবিতার অন্তর্গত -

- ক) প্রেমের অভিষেক
- খ) জ্যোৎস্নারাত্রি
- গ) এবার ফিরাও মোরে
- ঘ) স্নেহস্মৃতি

Answers

Question No.	Answer
1	ক
2	ঘ
3	গ
4	গ
5	গ

Unit- 9: ছন্দ ও অলঙ্কার

১. চারটি কবিতা পংক্তি ও তাদের মাত্রা সংখ্যা দেওয়া হল। ছন্দোবৃত্তি অনুসারে মাত্রা গণনা পদ্ধতির যথার্থতা বিচার করে
সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত কর।

a) নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা - ৫ + ৬ + ৫ + ২

b) সকলকাঁটা ধণ্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে গো ফুল ফুটবে - ৫+৫+৫+৫

c) জন্মেছি যে মর্ত্য কোলে ঘৃণা করি তারে - ৪ + ৪ + ৪ + ২

d) ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো - ৪ + ৪ + ২

সূর্য অস্ত যায়নি এখনো - ৪ + ৪ + ২

সংকেত: a b c d

- ক) অশুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ
- খ) শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ অশুদ্ধ
- গ) শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ
- ঘ) শুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ

২. প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দ - ভাবনা অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ - অশুদ্ধ মন্তব্য, দেওয়া হল। সংকেত থেকে ঠিক
উত্তরটি নির্দেশ কর।

a) মিশ্রবৃত্ত রীতির মূল নীতি চারটি।

b) আধুনিক কালে মিশ্রবৃত্ত রীতির চতুরমাত্রিক পর্বে অন্তে মিল দেওয়া চলে না।

c) রুদ্ধদল শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত হলেই অনুস্পন্দ অনুভূত হয়, শব্দের অন্তে থাকলে হয় না

d) স্পন্দানুপ্রাস সবচেয়ে বেশি শোভা পায় দলবৃত্ত রীতির ছন্দে

- সংকেত: a b c d
- ক) শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ অশুদ্ধ
 - খ) অশুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ
 - গ) শুদ্ধ অশুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ
 - ঘ) শুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ

৩. মুক্তক ছন্দ সম্পর্কে নিম্নে প্রদত্ত মন্তব্যগুলি শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্দেশ কর।

- কেবলমাত্র মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে মুক্তক লেখা হয়।
- রবীন্দ্রনাথের ‘মানসী’ কাব্যে একটি সমিল মুক্তকের দৃষ্টান্ত আছে।
- রবীন্দ্রনাথের আগেও বাংলায় মুক্তক লেখা হয়েছে।
- মুক্তকে পর্বগত মাত্রা সমতা থাকে না।

সংকেত: a b c d

- ক) শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ
- খ) শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ
- গ) শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ অশুদ্ধ
- ঘ) অশুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ

৪. নীচে একটি মন্তব্য এবং মন্তব্যের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রদত্ত সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্দেশ কর -

মন্তব্য : ‘আছে তো মোর তৃষাকাতর আপন আঁখি’ (৫+৫+৫) চরনটি কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দে রচিত।

যুক্তি : কেননা, কলাবৃত্ত রীতির ছন্দের ধ্বনি পরিমাণ নিরূপিত হয় কলা সংখ্যার হিসেবেই।

সংকেত :

- ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ
- খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ
- গ) মন্তব্যটি শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- ঘ) মন্তব্যটি অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

৫. প্রথম তালিকা দুটিতে কয়েকটি ছন্দ পংক্তি ও তাদের রীতি অনুযায়ী মাত্রা সংখ্যার উল্লেখ করা হল।

উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্বাচন কর -

- কেশে আমার পাক ধরেছে বটে তাহার পানে নজর এত কেন i) ১৮ মাত্রার ছন্দ
- নামে সন্ধ্যা তন্দ্রলসা, সোনার আঁচল খসা হাতে দীপশিখা ii) ২৬ মাত্রার ছন্দ
- ঝম্পিঘ নগর জাস্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া iii) ২২ মাত্রার ছন্দ
- যদি কোনো দিন একা তুমি যাও কাজলা দিঘিতে iv) ২০ মাত্রার ছন্দ

সংকেত: a b c d

- ক) iv i ii iii
- খ) ii iii iv i
- গ) iii ii i iv
- ঘ) iv iii ii i

Answer Table

SL. NO.	ANSWER
1.	ক
2.	খ
3.	খ
4.	ঘ
5.	ঘ

We think, the weightage of *text* is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of *1250 previous years questions* and *1000 model questions* (unit and subunit wise) with proper explanation, *on-line MOCK test series*, *last minute suggestions* and *daily updates* because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

Unit – 10: ভারতীয় পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব

1. ‘কবি বিভাবাদির ঔচিত্য থেকে বিচ্যুতি পরিত্যাগে যত্নশীল হবেন’ - এই সতর্কবার্তা দিয়েছেন।

- ক। অভিনবগুপ্ত
খ। ভরতাচার্য
গ। বামনাচার্য
ঘ। আনন্দবর্ধন

2. সংস্কৃত আলংকারশাস্ত্র অবলম্বনে প্রবর্ত কয়েকটি মন্তব্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন।

- a) বামনাচার্য রীতিকে চারভাগে ভাগ করেন - ভেদভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, মৈথিলী।
b) আলংকারিক রুদ্রট ‘লাটীয়’ রীতির উল্লেখ করেছেন।
c) কুন্তকাচার্য ভৌগোলিক ক্রমে রীতির নাম রাখার প্রবণতাকে অস্বীকার করেন।
d) গৌড়ীর রীতি ভালো হলেও যারা প্রশংসা করেননা, ভামহ তাদের অন্ধতার প্রশংসা করেছেন।

সংকেত :-	a	b	c	d
ক।	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
খ।	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
গ।	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘ।	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

3. সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের রসনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কে, কোন মতবাদের প্রবক্তা দুটি তালিকায় তা দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন :

প্রথম তালিকা

- a) ভট্টলোম্বট
b) ভট্টনায়ক
c) ভট্টশঙ্কর
d) অভিনব গুপ্ত

দ্বিতীয় তালিকা

- i) অভিব্যক্তিবাদ
ii) অনুমতিবাদ
iii) ভুক্তিবাদ
iv) উৎপত্তিবাদ

সংকেত :-	a	b	c	d
ক।	iv	iii	ii	i
খ।	iii	i	iv	ii
গ।	i	ii	iii	iv
ঘ।	iv	ii	i	iii

4. চারজন আলংকারিকের নাম ও তাঁদের মন্তব্য নীচের দুটি তালিকায় উদ্ধৃত হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্দেশ করুন :

প্রথম তালিকা

- a) ভামহ
b) ভোজ
c) অনন্দবর্ধন
d) কুন্তকাচার্য

দ্বিতীয় তালিকা

- i) বক্রোক্তি হচ্ছে ‘বৈদগ্ধ্যভঙ্গী’ ভনিতি
ii) ব্যঙ্গার্থই হল কাব্যার্থ
iii) রস রসিকের মধ্যে শব্দ প্রমাণের দ্বারা সৃষ্ট হয়।
iv) শব্দার্থে সহিতৌ কাব্যম্

সংকেত :-	a	b	c	d
ক।	iv	i	iii	ii
খ।	iii	ii	i	iv
গ।	iv	iii	ii	i
ঘ।	ii	iv	iii	i

5. ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব থেকে কয়েকটি শুদ্ধ - অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। সেগুলির শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন :

- (a) বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর ‘সাহিত্য দর্পণ’ এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সর্বদ্রোদ্রেকাদ খন্ড ইত্যাদি শ্লোকে রসের পরিচয় দিয়েছিলেন।
 (b) আনন্দবর্ধন অলংকারকে ‘শোভাতিশয়হেতু’ অর্থে গ্রহণ করেছেন।
 (c) রাজশেখর বলেছেন, রসাত্মক কাব্যপুরুষের দেহ গঠিত হয় শব্দ ও অর্থের দ্বারা।
 (d) ভরত তাঁর ‘নাট্যশাস্ত্র’ এর অধ্যায়ে ‘গুণ’ এর আলোচনার পূর্বেই আটটি দোষের কথা বলেছেন।

সংকেত :-

	a	b	c	d
ক।	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
খ।	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
গ।	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘ।	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ

Answer

SL No	Answer
1	ঘ
2	ঘ
3	ক
4	গ
5	খ



teachinns.com
Text with Technology

www.teachinns.com - A compilation of six products: Text, PYQs, MQs, LMS, OMT, DU

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

Model Questions

Unit – 1 বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

১। মণিপুরী যে ভাষা বংশের অন্তর্গত।

- ক) ভারতীয় আর্য
- খ) দ্রাবিড়
- গ) অস্ট্রিক
- ঘ) ভোটচীনিয়

২। ভারতীয় আর্যভাষার সর্বপ্রাচীন রূপের নিদর্শন।

- ক) বৈদিক
- খ) সংস্কৃত
- গ) বৌদ্ধ সংস্কৃত
- ঘ) নিআ প্রাকৃত

৩। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার শেষস্তরের নাম।

- ক) অপভ্রংশ
- খ) অর্ধমাগধী
- গ) অবহট্ট
- ঘ) ছান্দস

৪। রুখের তেত্তলী অংশের ‘রুখ’ শব্দটি এসেছে।

- ক) রক্ষ থেকে
- খ) বৃক্ষ থেকে
- গ) রুক্ম থেকে
- ঘ) রুট থেকে

৫। আমি সর্বনামের বাংলায় প্রাচীন রূপ হল -

- ক) অস্মাভি
- খ) আন্নি
- গ) অহম্
- ঘ) অহকম্

উত্তরমালা

Question Sl. No.	Answer
1.	ঘ
2.	ক
3.	গ
4.	খ
5.	খ

Unit – 2 প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

১) চর্যাপদের প্রথম পদটির রচয়িতা হলেন -

- ক) কাহ্নপাদ
- খ) ভুসুকু পাদ
- গ) লুইপাদ
- ঘ) কুকুরী পাদ

২) চর্যাগীতির প্রকৃত নাম হল -

- ক) চর্যাশচর্যাবিনিশ্চয়
- খ) চর্যাগীতিকোষবৃদ্ধি
- গ) আশচর্যচর্যাচয়
- ঘ) চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়

৩) মেখলা টীকা যিনি রচনা করেন -

- ক) মুনিদত্ত
- খ) আচার্যপাদ
- গ) কীর্তিচন্দ্র
- ঘ) কাহ্নপাদ

৪) মেখলা টীকা রচিত হয়েছিল যে ভাষায় -

- ক) সংস্কৃত
- খ) প্রাকৃত
- গ) পালি
- ঘ) বাংলা

৫) চর্যাপদের কতজন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায় -

- ক) ১৩ জন
- খ) ২১ জন
- গ) ২৪ জন
- ঘ) ২৮ জন

উত্তরমালা

Question Sl. No.	Answer
6.	গ
7.	খ
8.	খ
9.	ক
10.	গ

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

Unit – 3 কাব্য কবিতা

১) মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :-

- (a) জীবনানন্দদাশ এর ‘হায়চিল’ কবিতাটি ‘ধূসর পাড়ুলিপি’ কাব্যের অন্তর্গত।
- (b) ‘হায়চিল’ কবিতাটির মোট লাইন সংখ্যা - ৭টি।
- (c) জীবনানন্দ দাশের ‘বোধ’ কবিতায় কবিতা সংখ্যা - ১৭।
- (d) ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে বোধ কবিতাটি প্রগতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সংকেত :	(a)	(b)	(c)	(d)
ক)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
খ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
গ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
ঘ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ

২) বিষ্ণু দের ‘দামিনী’ কবিতাটি শিরোনাম সহ কত বার ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক) ৫ বার
- খ) ৪ বার
- গ) ৮ বার
- ঘ) ৩ বার

৩) তালিকা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :-

প্রথম তালিকা

- (a) পারাপার
- (b) খসড়া
- (c) একমুঠো
- (d) মাটির দেয়ালে

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) ১৯৪২
- (ii) ১৯৩৯
- (iii) ১৯৩৮
- (iv) ১৯৫৩

সংকেত :	(a)	(b)	(c)	(d)
ক)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
খ)	(iii)	(i)	(ii)	(iv)
গ)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
ঘ)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)

৪) মন্তব্যগুলির শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন -

- (a) ‘সাধের সাধন’ কাব্যে ১০টি সর্গ আছে।
- (b) দশম সর্গের গীতিকবিতার নাম পতিরিতা
- (c) ‘উপসংহারে’ ৮টি স্তবক আছে।
- (d) নবম সর্গের শুরুতে গান আছে।

সংকেত :-	(a)	(b)	(c)	(d)
ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
খ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ

৫) তালিকা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :-

প্রথম তালিকা

- (a) বৈদেহী যাকে বলা হয়
- (b) মেঘনাদের মাতামহের নাম
- (c) অরিন্দম হলেন
- (d) প্রমীলার পিতার নাম

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) সীতা
- (ii) দনুজেন্দ্র
- (iii) মেঘনাদ
- (iv) কালমেনি

সংকেত : (a) (b) (c) (d)

- ক) (ii) (iii) (iv) (i)
- খ) (i) (ii) (iii) (iv)
- গ) (iii) (i) (ii) (iv)
- ঘ) (iv) (ii) (iii) (i)

উত্তরমালা

Question Sl. No.	Answer
1.	গ
2.	খ
3.	ক
4.	খ
5.	খ

Unit – 5 ছোটগল্প

১) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত বিবাহের বিজ্ঞাপন ছোট গল্পটি যে গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত

ক) গল্পাঞ্জলি

খ) ষোড়শী

গ) গল্পবীথি

ঘ) দেশি ও বিলাতী

২) দেশী ও বিলাতী গল্পগ্রন্থটির প্রকাশকাল

ক) ১৮৯৮ খ্রিঃ

খ) ১৯০২ খ্রিঃ

গ) ১৯০৭ খ্রিঃ

ঘ) ১৯০৯ খ্রিঃ

৩) রাম অণ্ডতার যে শহরের লোক

ক) গাজীপুর

খ) চাঁদপুর

গ) ইসলামপুর

ঘ) জঙ্গীপুর

৪) মাঝি সীতারামের কাছে নৌকাভাড়া হিসাবে যত টাকা দাবি করেছিলেন

ক) ছয় আনা

খ) আট আনা

গ) আট গন্ডা

ঘ) দশ গন্ডা

- ৫) সিকি পয়সা সমান হল
 ক) ছয় আনা
 খ) চার আনা
 গ) আট আনা
 ঘ) দশ আনা

উত্তরমালা

Question Sl. No.	Answer
1.	ঘ
2.	ঘ
3.	ক
4.	গ
5.	খ

Unit – 6 নাটক

- ১) ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসন অনুসারে কতকগুলি মন্তব্য দেওয়া হল। মন্তব্যগুলির শুদ্ধ - অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন।

- a) নবকুমারের পিতা শাক্ত মতে বিশ্বাসী ছিলেন।
 b) ‘জ্ঞানতরঙ্গিনী’ সভাটি সরকার পাড়া স্ট্রিটে।
 c) প্রহসনটিতে রামমোহন রায়ের উল্লেখ আছে।
 d) তাসখেলার দৃশ্যটি আছে ২/২ দৃশ্যে।

সংকেত :- (a) (b) (c) (d)

- ক) শুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ
 খ) অশুদ্ধ অশুদ্ধ অশুদ্ধ অশুদ্ধ
 গ) অশুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ
 ঘ) অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ

- ২) “অলীক কুনাটারঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে নিরখিয়া প্রাণে নাই সয়” - এটি মধুসূদন দত্ত কোথায় লিখেছেন?
 ক) ‘পদ্মাবতীর’ প্রস্তাবনায়
 খ) ‘শর্মিষ্ঠার’ প্রস্তাবনায়
 গ) ‘একেই কি বলে সভ্যতার সূচনায়’
 ঘ) ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌর সূচনায়’

- ৩) ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসন অনুসারে কতকগুলি মন্তব্য দেওয়া হল। মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন।
 a) নাটকের প্রথম বক্তা কালীনাথ বাবু।
 b) প্রথম দৃশ্যে জয়দেব কবির উল্লেখ আছে।
 c) প্রথম দৃশ্যের শেষে নেশাদ্রব্য সেবনের কথা আছে।
 d) দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতে শয়ন মন্দিরের উল্লেখ আছে।

সংকেত :- (a) (b) (c) (d)

- ক) শুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ
 খ) অশুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ
 গ) শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ
 ঘ) শুদ্ধ অশুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ

৪) 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে তালিকা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন।

প্রথম তালিকা

- a) সাধের বটুমী পান হারিয়েছে আমার
b) কি সর্বনাশ! বোটা কি পাষন্ড গা? রাধেকৃষ্ণ! এ
গলিতে কি কোনো ভদ্রলোক বসতি করে গা?
c) আমি ঐ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে
অবাক হয়েছি
d) আমি তো ঠান্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবো - ওহে
বলাই, একটু রোন্ডি দেওতো

দ্বিতীয় তালিকা

- i) বাবাজী
ii) দ্বিতীয় বারবিলাসিনী
iii) কালীনাথ
iv) নবকুমার

সংকেত :- (a) (b) (c) (d)

- ক) i ii iii iv
খ) iv iii ii i
গ) ii i iii iv
ঘ) ii iv iii i

৫) 'একেই কি বলে সভ্যতা' অনুসারে তালিকা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন।

প্রথম তালিকা

- a) ১।১ দৃশ্য
b) ১।২ দৃশ্য
c) ২।১ দৃশ্য
d) ২।২ দৃশ্য

দ্বিতীয় তালিকা

- i) কালীনাথ
ii) বাবাজী
iii) চৈতন্য
iv) প্রসন্নময়ী

সংকেত :- (a) (b) (c) (d)

- ক) i ii iii iv
খ) iv iii ii i
গ) ii i iv iii
ঘ) i iv ii iii

উত্তরমালা

Question Sl. No.	Answer
1.	গ
2.	খ
3.	ক
4.	গ
5.	ক

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

Unit – 7 প্রবন্ধ, আত্মজীবনী ও সাময়িক পত্র

- ১) প্রবন্ধটিতে প্রবর্তক যুক্তি যতবার এসেছে
 - ক) ১১
 - খ) ১৫
 - গ) ১৩
 - ঘ) ১৪
- ২) প্রবন্ধটিতে প্রথম প্রশ্ন যে করেছেন
 - ক) প্রবর্তক
 - খ) নিবর্তক
 - গ) উভয়ই ক ও খ
 - ঘ) কেউই নয়
- ৩) ‘তুমি যাহা যাহা कहিলে তাহা আমি বিশেষ মতে বিবেচনা করিব’ - এটি
 - ক) প্রবর্তকের শেষ উক্তি
 - খ) নিবর্তকের শেষ উক্তি
 - গ) ব্রাহ্মানের শেষ উক্তি
 - ঘ) ডোমের শেষ উক্তি
- ৪) ‘প্রবর্তক ও নিবর্তকের’ সম্বাদ প্রবন্ধের উর্ধ্বে যা লেখা আছে -
 - ক) ঔ নম:
 - খ) ঔ নম বেদায়
 - গ) ঔ তৎ সৎ
 - ঘ) ঔ তৎ যৎ
- ৫) “মতে ভর্তরি যা নারী, সমারোহেদ্ধ তামনং” - এর উৎস হল
 - ক) অঙ্গিরা
 - খ) গীতা
 - গ) মুন্ডকোপনিষৎ
 - ঘ) ব্রহ্মপুরান

উত্তরমালা

Question Sl. No.	Answer
1.	ঘ
2.	খ
3.	গ
4.	ক
5.	ক

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

Unit- 8: রবীন্দ্র সাহিত্য

১) ‘চিত্রা’ কাব্যের প্রকাশকাল -

- ক) ২৯শে ফাল্গুন, বুধবার ১৩০২
- খ) ২২শে শ্রাবণ, সোমবার ১৩০১
- গ) ২৩শে চৈত্র, শুক্রবার ১৩০০
- ঘ) ৩০শে মাঘ, শনিবার ১২৯৬

২) ‘তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার স্বচ্ছতম নীলাভের নির্মল বিস্তার’-

কোন কবিতার চরণ -

- ক) জ্যোৎস্না রাত্রে
- খ) প্রেমের অভিষেক
- গ) চিত্রা
- ঘ) সুখ

৩) তালিকা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :-

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

a) মুখর নুপুর বাজিছে সুদূর আকাশে অলকগন্ধ
উড়িছে মন্দ বাতাসে

i) চিত্রা

b) কাননের/প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু আননের
হাসির মতন

ii) মুখ

c) তোমার চরণপ্রান্তে রাখি তপুশির
নিঃশব্দ ফেলিতে চাহে রুদ্ধ অশ্রুণীর হে মৌনরজনী

iii) জ্যোৎস্নারাত্রে

d) সমস্ত জগৎ/বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে,

প্রেমের অভিষেক নাহি পায় পথ সে অন্তঃপুরে

iv) অন্তর

সংকেত:

a

b

c

d

ক) iv

iii

ii

i

খ) iii

ii

i

iv

গ) i

ii

iii

iv

ঘ) ii

i

iv

iii

৪) ‘চিত্রা’ কাব্যের ‘উর্বশী’ কবিতার পরিপূরক কবিতা হল

- ক) পূর্ণিমা
- খ) নিরুদ্দেশ যাত্রা
- গ) নিবেদন
- ঘ) বিজয়িনী

৫) ‘যার ভয়ে তুমি ভীত যে অনায়াসে ভীত তোমার চেয়ে, যখন জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধৈর্যে;

যখন দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখন সে পথ কুকুরের মতো সংকোচ ভ্রাসে যাবে মিশে’

পংক্তি কয়টি যে কবিতার অন্তর্গত -

- ক) প্রেমের অভিষেক
- খ) জ্যোৎস্নারাত্রে
- গ) এবার ফিরাও মোরে
- ঘ) স্নেহস্মৃতি

উত্তরমালা

Question Sl. No.	Answer
1.	ক
2.	ঘ
3.	গ
4.	গ
5.	গ

Unit – 9 ছন্দ ও অলংকার

১) দলবৃত্ত ছন্দের উৎস

- ক) অর্বাচীন সংস্কৃত
- খ) প্রাকৃত অপভ্রংশ
- গ) লোকউৎসজাত
- ঘ) সবকটি ঠিক

২) প্রথম বাঙালি যিনি ছন্দস্রষ্টা হিসেবে পরিচিত

- ক) বিদ্যাপতি
- খ) ভারতচন্দ্র
- গ) সত্যেন্দ্রনাথ
- ঘ) জয়দেব

৩) বাংলার মূল ছন্দ হল

- ক) লাচাড়ি বা নাচের ছন্দ
- খ) পয়ার
- গ) উভয়ই সঠিক
- ঘ) 'ক' নির্ভুল 'খ' ভুল

৪) মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উৎস হল

- ক) লোকউৎসজাত
- খ) সাহিত্যিক
- গ) ক ভুল খ ভুল
- ঘ) উভয়ই ঠিক

৫) মিশ্রবৃত্ত ছন্দের উৎস হল

- ক) লোকউৎসজাত
- খ) সাহিত্যিক
- গ) ক ঠিক খ ভুল
- ঘ) উভয়ই ঠিক

উত্তরমালা

Question Sl. No.	Answer
1.	গ
2.	খ
3.	গ
4.	খ
5.	খ

Last Minute Suggestion

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্থিতিকাল হলো ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন = ঋকবেদ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ঋ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি স্বরধ্বনিগুলি বর্তমান ছিল। এই ভাষায় শ, ষ, স, ঃ প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বর্তমান ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের আদি স্থান ছাড়া অন্যত্র বিবিধ যুক্ত-ব্যঞ্জনের প্রচুর ব্যবহার ছিল। যেমন :- ভ্র, ক্র, ক্ষ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বর্ণমালায় প্রতিটি বর্ণে একটি করে আনুসঙ্গিক ধ্বনি আছে। যেমন - ‘ক’ বর্ণে ও, ‘চ’ বর্ণে ঞ।

২) নব্যভারতীয় আর্যভাষার পদান্তস্থিত স্বরধ্বনি নব্যভারতীয় আর্যভাষায় লোপ পেয়েছে অথবা বিকৃত হয়েছে। পদমধ্যস্থ যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে তার পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর ক্ষতিপূরণ বাবদ দীর্ঘস্বর হয়েছে। যুক্তব্যঞ্জনের প্রথমটি নাসিক্য ধ্বনি হলে (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম), সেটি ক্ষীণ হয়ে লোপ পায় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুসঙ্গিক করে তোলে। নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীনভারতীয় আর্যের লিঙ্গবিধি যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় নি। মারাত্মক ও গুজরাটি ভিন্ন অন্য সব ভাষার ক্লীবলিঙ্গ লোপ পেয়েছে। বচন দু রকম - একবচন, বহুবচন। কিন্তু সংস্কৃতের মতো এখানে দু রকম বচনের রূপভেদ নেই। নব্যভারতীয় আর্যে কারক প্রধানত দুটি -মুখ্য কারক - কর্তা

৩) চর্যাপদের ভাষা মূলত প্রাচীন বাংলা ভাষা। তবে এতে অপভ্রংশ তথা মৈথিলী, অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষার প্রভাবও দেখতে পাওয়া যায়।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যাগীতিকে বাংলার প্রাচীন নমুনা হিসেবে অস্বীকার করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাগান ও দোহাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিশ্লেষণ করে- তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে, এইগুলিকেই প্রাচীন বাংলার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় Les Chants Mystique de Saraha et de Kanha গ্রন্থে সুনীতিকুমারের মত গ্রহণ করেন।

৪) কীর্তিচন্দ্র মুনিদত্তের টীকার তিব্বতি অনুবাদ করেছিলেন "চর্যাগীতিকোষবৃত্তি" নামে। এতে মনে হয় মূল সংকলনের নাম ছিল "চর্যাগীতিকোষ" এবং এর সংস্কৃত টীকার নাম "চর্যাচর্যবিনিচ্চয়"। তবে, এর সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য নাম হলো চর্যাপদ।

৫) বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূল্য বা ম্যাক্সমূল্যের গ্রন্থ বহুমূল্য। বিদ্যাপতির গীতের বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রণয়। জয়দেবের গীতের বিষয় রাধাকৃষ্ণের বিলাস। প্রাবন্ধিকের মতে, এখনকার কবির জ্ঞানী-বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ Wordsworth.

৬) ‘বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি’ প্রবন্ধটি ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার পৌষ, ১২৮৫ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি প্রবন্ধটি ৪ টি পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট। ভারতবর্ষে ইংরেজি বিদ্যা, শিক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান উন্নতি হবার আগে রামায়ণ ও মহাভারত যুবকদের চরিত্র নির্মাণ করে দিত। আজকের বঙ্গীয় যুবক রামায়ণ ও মহাভারত পড়েন না। বায়রন, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র-তিনজন বঙ্গীয় যুবকের হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করেন।

৭) ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধটি ‘সাহিত্যচর্চা’ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। প্রবন্ধটি বুদ্ধদেব বসু রচনা করেন ১৯৫২ সালে। বাংলায় স্বভাব কবি কথাটা, প্রথম উচ্চারিত হয় গোবিন্দচন্দ্র দাসকে উপলক্ষ্য করে। গোবিন্দদাসের রচনায় এক অদ্ভুত ঘোষণা পাওয়া যায় তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হলেও, রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব অনুভব করেননি। এই জন্যই তাঁকে খাঁটি কবি বলা যায়। সাধারণ অর্থে কবি মাত্রই স্বাভাবিক, যেহেতু কোনোরকম শিল্প রচনাই সহজাত শক্তি ছাড়া সম্ভব হয় না।

৮) খান্ডব দহনের নিমিত্ত অগ্নিদেবের সহায়তায় অর্জুন গান্ধীব ধনু লাভ করে অগ্নির রোগ দূর করেন।

অর্জুনের দশটি নাম আছে। (১) ধনঞ্জয় (২) বিজয় (৩) শ্বেত বাহনক (৪) কিরীটি (৫) বীভৎসু (৬) সব্যাসাচী (৭) অর্জুন (৮) ফাল্গুনী (৯) জিষু (১০) কৃষ্ণ

দ্রোণাচার্যের গুরু ছিলেন পরশুরাম। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে বিরাট রাজকন্যা উত্তরার বিবাহ হয়। কৃষ্ণের শঙ্খ ‘পাঞ্চজন্য’, অর্জুনের শঙ্খ ‘দেবদন্ত’, ভীষ্মের শঙ্খ ‘পৌনত্র’, সহদেবের শঙ্খ ‘মণিপুঞ্জ’, নকুলের শঙ্খ ‘সুঘোষ’।

৯) আলাওল জায়সীর কাব্যের ছব্ব অনুবাদ করেননি। আলাওল ও জায়সী কারো কাব্যে খন্ডবিভাগ ছিল না। গ্রীয়ার্সন ও রামচন্দ্র শুল্লা সম্পাদনাকালে খন্ডবিভাগ করেছিলেন। জায়সীর কাব্যের ৫৮ টি খন্ডের মধ্যে আলাওল ৫৩ টি খন্ড অনুবাদ করেন। বাকি পাঁচটি সাতসমুদ্র খন্ড, নাগমতি পদ্মাবতী বিবাদ খন্ড, জ্বীভেদ খন্ড, বাদসাহ ভোজ খন্ড ও উপসংহার খন্ড বর্জন করেছেন। স্বকপোলকল্পিত চারটি খন্ড যথা চৌগান খন্ড, শাস্ত্রতত্ত্ব যন্ড, পদ্মাবতী - কপাটদৌত্য খন্ড সংযোজন করেছেন। সিংহলের রাজা হলেন গন্ধর্ব সেন। রানী চম্পাবতী। রাজকন্যা পদ্মাবতী।

১০) ‘সৌরভ’ পত্রিকার সম্পাদক কৈদারনাথ মজুমদার পালা, সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে কে প্রতিষ্ঠার আয়োজনে নিয়ে আসেন। দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে চন্দ্রকুমার দে কে লোকসঙ্গীত সাংগ্রাহক রূপে নিযুক্ত করেন। চন্দ্রকুমার দে মছয়া, মলুয়া চন্দ্রাবতী প্রভৃতি ২৪ টি পালা সংগ্রহ করেছিলেন। বাকি ১৪ টি পালা নিয়ে ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’ ২য় খন্ড রূপে প্রকাশিত হয়।

১১) ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ‘ছতোম প্যাচার নকশা’ প্রথম ভাষা প্রকাশিত হয় এই সংস্করণে যুক্ত হয় ‘ভূমিকা উপলক্ষ্যে একটি কথা’ নামক মুখবন্ধটি। ১৮৬৩ সালে বইটির দ্বিতীয় ভাগ - রথ, দুর্গোৎসব, রামলীলা ও রেলওয়ে যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে নকশাটির প্রথম ভাগের সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাঁধিয়ে প্রচার করা হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ২৩৪ টি। ‘ছতোম প্যাচার নকশা’ গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে মুলুকচাঁদ শর্ম্মাকে। এই মুলুকচাঁদ শর্ম্মা হলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১২) ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রসঙ্গ আছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অপুকে তার মা সর্বজয়া ‘আয় রে পাখি লেজ বোলা’ ঘুমপাড়ানি ছড়াটি গেয়ে ঘুম পাড়াতে চেয়েছিলো। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আতুরী ডাইনি বুড়ির কথা আছে। অপু বাবার বাগ্নের মধ্যে ‘সর্ব দর্শন সংগ্রহ’ নামে একটি বইয়ের সন্ধান পায়। গ্রামের নরোত্তম দাস বাবাজীর সঙ্গে অপুর বেশ ভাবছিল। কালীনাথ চক্কোভির মেয়ে বিনি, অপু দুগ্ধার চড়ুইভাতিতে অংশগ্রহণ করেছিল।

১৩) পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য - আড়াই টাকা, গ্রন্থে প্রচ্ছদশিল্পীর উল্লেখ ছিল না। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৩৬ খ্রিঃ। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে পুতুলনাচের ইতিকথা ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় পৌষ ১৩৪১ থেকে অগ্রহায়ন ১৩৪২ পর্যন্ত বিরতিহীন ১২ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। বিদেশী ভাষায় লেখকের সর্বাধিক অনূদিত গ্রন্থ ‘পদ্মানদীর মাঝি’ হলেও ভারতীয় ভাষায় ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ই সর্বাধিক অনূদিত হয়েছে। উপন্যাসটি প্রথম ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীকান্ত ত্রিবেদী গুজরাটিতে। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসের অনুবাদ ‘The Puppet's Tale’ সাহিত্য একাডেমি থেকে প্রকাশিত।

১৪) তারাসঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ‘রাধা’ উপন্যাসটি পুস্তক আকারে প্রকাশের পূর্বে ‘শারদীয়া’ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ‘রাধা’ উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে ‘ত্রিবেদী প্রকাশন’ থেকে। ‘রাধা’ উপন্যাসটি প্রথমে ‘মিত্র ও যোষ’ সংস্করণ থেকে প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে। মূল্য ছিল- ২৮.০০। ‘রাধা’ উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। উৎসর্গপত্রে উপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে ‘পরমমিত্র বরেষু’ বলে সম্মোদন করেছেন।

১৫) উৎপত্তিবাদ - ভট্টলোল্লট

অনুমিতিবাদ - ভট্টশঙ্কর

ভুক্তিবাদ - ভট্টনাথক

অলংকার চন্দ্রিকা - শ্যামাপদ চক্রবর্তী

‘কাব্যলোক’ - সুধীর কুমার দাশগুপ্ত

‘কাব্য বিচার’ - সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

‘সাহিত্য মীমাংসা’ - বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

‘সাহিত্য বিবেক’ - বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়

১৬) প্রধানত নায়িকা তিন প্রকার--স্বকীয়া, পরকীয়া, সাধারণী বা সামান্য।

স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকা তিন প্রকার- মুগ্ধা, মধ্যা, প্রণলভা

চরিত্রগত গুণানুযায়ী নায়ক চার প্রকার - ধীরোদাত্তানুকূল, ধীরশাভানুকূল, ধীরললিতানুকূল, ধীরোদ্ধতানুকূল।

১৭) অ্যারিস্টটলের মতে অনুকরণের বিষয় হল - মানুষ ও তার ক্রিয়া।

অ্যারিস্টটলের মতে শিল্পের মূল কথা - মাইমেসিস। অ্যারিস্টটল তাঁর ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ট্রাজেডির ৬ টি উপাদান বা ষড়ঙ্গের কথা আলোকপাত করেছেন। এই ছয়টি উপাদানের মধ্যে তিনটি অন্তরঙ্গ এবং তিনটি বহিরঙ্গ উপাদান। অন্তরঙ্গ উপাদান তিনটি হল - প্লট বা কাহিনী, চরিত্র, অভিপ্রায় বা ভাবনা

১৮) “সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্শি নহে” → রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

“কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে” → রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

“নাট্যশালা হাসপাতাল নহে” - লুকাস।

কাব্যসত্যকে প্রকৃত অপেক্ষা ‘অধিকতর সত্য’ বলেছেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

‘নাট্যশালা শিক্ষায়তন নয়’ - বাইওয়াটার।

১৯) ‘জনা’ - নাটকটি গ্রন্থাকার প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে।

‘জনা’ নাটকের ৫টি অঙ্ক ও একটি ক্রোড় অঙ্ক আছে।

গর্ভাঙ্ক - (৫+৮+৪+৫+৩) = ২৫টি।

‘জনা’ নাটকের গানের সংখ্যা ১৯টি।

‘জনা’ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটার ২৩ শে ডিসেম্বর ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বা ৯ পৌষ ১৩০০ বঙ্গাব্দে।

২০) বুদ্ধদেব বসুর ‘পুরানা পল্টন’ প্রবন্ধটি ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’ (পরিমার্জিত) প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’ প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৩৫। ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’র মোট দশটি রচনার মধ্যে প্রথমটি হল ‘পুরানা পল্টন’ (১৯৩২)।



Teachinns.com
Text with Technology

www.teachinns.com - A compilation of six products: Text, PYQs, MQs, LMS, OMT, DU

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.

Abbreviation:

- 1. Text: Unit wise separate pdf**
- 2. PYQs: Previous Years Questions**
- 3. MQs: Model Questions**
- 4. LMS: Last Minute Suggestion**
- 5. OMT: Online MOCK Test**
- 6. DU: Daily Updates**



www.teachinns.com - A compilation of six products: Text, PYQs, MQs, LMS, OMT, DU

We think, the weightage of text is only 10 percent, the rest 90 percent of weightage lies within our remaining five services: solution of 1250 previous years questions and 1000 model questions (unit and subunit wise) with proper explanation, on-line MOCK test series, last minute suggestions and daily updates because it will make your preparation innovative, scientific and complete. Access these five services from our website: www.teachinns.com and qualify not only the eligibility of assistant professorship but also junior research fellowship.